প্রসিদ্ধ
দেশ-পর্য্যটকদিগের
আবিষ্কার কথা

মার্কো পোলো

শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত বি. এ., বি. টি.

প্রণীত

অনুরূপ গ্রন্থাবলী

(১)

ক্যাপ্টেন কুক্

১২ খানি ছবি, তার ৪ খানি তিন রঙের

(২)

কলম্বাসের জীবন-কথা

১২ খানি ছবি, তার ৪ খানি তিন রঙের



[Rischgitz Collection.]

মার্কো পোলো

From the portrait in the possession of Mgr. Badia, Rome.

প্রসিদ্ধ দেশ-পর্য্যটকদিগের আবিষ্কার-কথা

মার্কো পোলো

শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত বি.এ., বি.টি.

ম্যাক্‌মিলান্‌ এণ্ড কোং লিমিটেড্‌
২৯৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা
১৯২৯

Printed by S. B. Bhattacharyya at the Model Litho & Printing Works,
66-1A, Baitakhana Road, Calcutta.

ভূমিকা

আজকাল উড়ো জাহাজ, রেলগাড়ী, ষ্টীমারে চ'ড়ে কত লোক নদী, পর্ব্বত, সাগর, মহাসাগর, বন, মরুভূমি সহজে পার হ'য়ে পৃথিবী ঘু'রে আস্‌ছে। অনেক বছর আগে নিজের দেশ ছেড়ে বিদেশে যেতে কেউ বড় সাহস করত না।

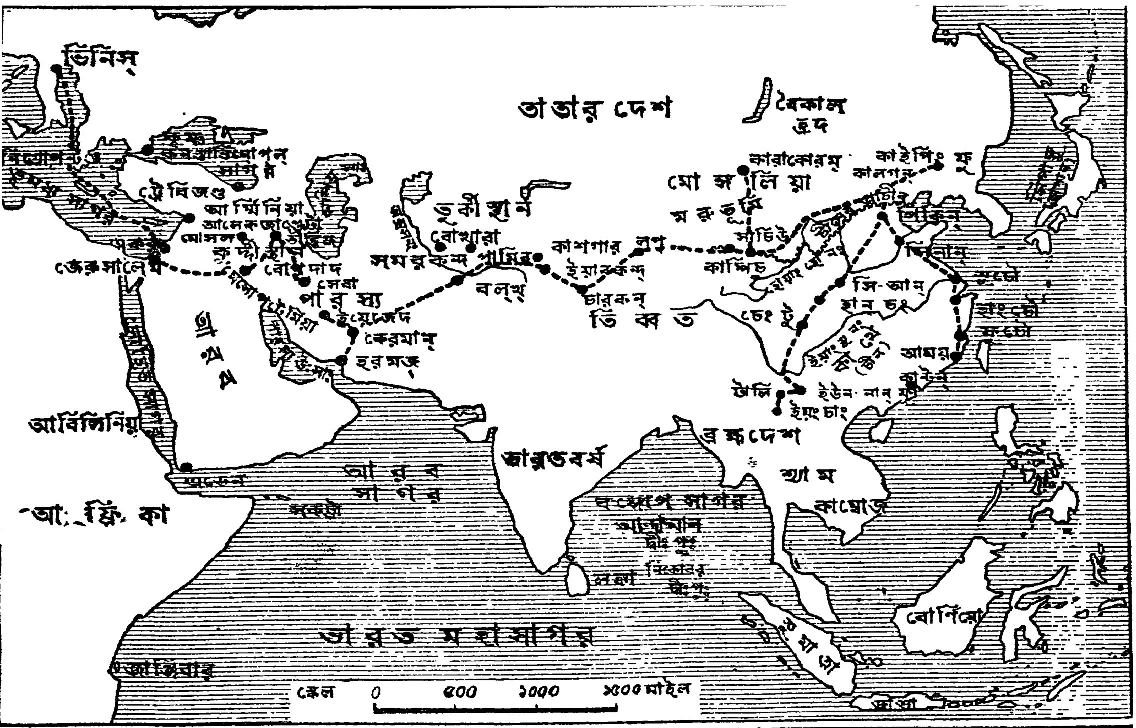
মার্কো পোলো প্রায় সাড়ে ছয় শো বছর পূর্ব্বে এসিয়ার কত বন, মরুভূমি, পাহাড়, প্রান্তর হেঁটে পার হয়েছিলেন তার সংখ্যা করা যায় না। তিনি সমুদ্রপথে চীন থেকে ভারত, পারস্যে এসেছিলেন।

তিনি তখনকার দিনে এসিয়ার নানা রাজ্যের যে সব কাহিনী দিয়ে গেছেন তা প'ড়ে আমরা সেই সময়কার সামাজিক অবস্থা, ধন-সম্পদ, ব্যবসাবাণিজ্য সব কিছুর এক নিখুঁত ছবি দেখতে পাই।

মাত্র সতের বছর বয়সে তিনি বে'র হ'য়ে পঁচিশ বছর কাল এসিয়ার বহু দেশে ঘু'রে বেড়িয়েছেন। তাঁর ভ্রমণের কাহিনী প'ড়ে তরুণ ভারতের যুবকরাও নতুনের খোঁজে বেরিয়ে পড়ুক, নতুন জ্ঞান আর আনন্দ এনে এদেশে নতুন প্রাণের বিপুল উৎসাহ ও লাবণ্য আমাদের জরাজীর্ণ সমাজের মধ্যে ফুটিয়ে তুলুক,—এই কামনা করি।

সূচী

ছবির সূচী



মার্কো পোলোর ভ্রমণ পথ

মার্কো পোলো

১

ভিনিসের কথা

বাণিজ্যে দেশের উন্নতি। আজকাল ইংরেজ জাতি ও মার্কিন জাতি পৃথিবীর মধ্যে ধনে মানে বড়। এর কারণ ব্যবসা বাণিজ্যে এই দুই জাতিই সবার চেয়ে এগিয়ে আছে। তাই এদের দেশ টাকায় ভরা, এদের খাতির সবার সেরা।

প্রায় হাজার বৎসর আগে ভিনিস্ বড় হয়েছিল এই বাণিজ্যের জোরে। ইয়োরোপের দক্ষিণে ইটালি দেশ, এই ইটালি দেশের উত্তর-পূব উপকূলে ভিনিস্ সহর। সমুদ্রের ওপর এই সহরটি; সহরের মধ্যে অনেক খাল, কারণ সহরটি কতকগুলি ছোট দ্বীপের ওপর তৈয়ারী। ফলে হয়েছিল যে অধিবাসীরা জাহাজ, নৌকা চালাবার কাজে কোন অসুবিধা বোধ করত না।

ভিনিস্ একটি মহাদেশের দক্ষিণে; আরও দু'টি মহাদেশ এসিয়া ও আফ্রিকা তার কাছাকাছি। সেই জন্য ব্যবসা বাণিজ্য হিসাবে ভিনিসের যতটা সুবিধা ছিল ততটা সুবিধা খুব কম সহরেরই দেখা যায়। এই সুবিধা পেয়ে সেখানকার লোক বাণিজ্যে যথেষ্ট মন দিয়েছিল, আর সেই জন্য নিজেদের ও দেশের খুবই উন্নতি করতে পেরেছিল।

বিলাতের মহাকবি শেক্স্পীয়রের নাম তোমরা অনেকেই শুনেছ নিশ্চয়। শেক্স্পীয়রের একটি নাটক আছে, নাম তার 'ভিনিসের বণিক'। সে-নাটকের গল্পের কথা তোমরা অনেকেই হয় তো বাবা বা দাদার কাছে শুনেছ, অনেকে সে-গল্প প'ড়েও থাকতে পার। ভিনিসের বণিক আণ্টোনিয়োর ছিল অনেক জাহাজ; সাত সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে সে-সব জাহাজ দেশ বিদেশে যেত, জাহাজ-বোঝাই মালপত্র নিয়ে দেশ বিদেশে বেচা কেনা করত, আর আণ্টোনিয়োর ভাণ্ডারে ধনরত্ন নিয়ে এসে ঢেলে দিত। সহরের মধ্যে আণ্টোনিয়োর নাম ডাক ছিল যে তিনি একজন উঁচুদরের বণিক।

আণ্টোনিয়োর মত অনেক বণিকই ভিনিসে ছিল; তা না হ'লে ভিনিস্ অত বড় নাম করতে পারত না। এই বইতে যাঁর কথা লেখা হবে তাঁর বংশ বাণিজ্যের জন্যই বড় হ'তে পেরেছিল। মার্কো পোলোর বাপ, কাকা বণিক ছিলেন; তাই তাঁরা নানা দেশে ঘুরেছিলেন। মার্কো পোলো তাঁদের সঙ্গে থেকে অনেক দেশে বেড়াবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

এখন পৃথিবীর প্রায় সব জায়গাতেই রেলপথ হয়েছে, দু'এক দিনে লোকে দু'চার মাসের পথ চ'লে যাচ্ছে। টেলিগ্রাফের তার বসিয়ে লোকে হাজার হাজার ক্রোশ দূরের দেশের খবর দু' মিনিটে এনে দিতে পারছে। খবরের কাগজে সেই সব খবর ছাপা হ'য়ে পৃথিবীর সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে। অজানা দেশ বলতে দুনিয়ায় আর বেশী কিছু নেই বললেই হয়।

কিন্তু এমন এক দিন ছিল যখন এদেশের খবর ওদেশ রাখত না। পাশাপাশি দেশে যারা বাস করত তাদেরও এই অবস্থা ছিল। লোকে বিদেশে যেতে ভয় পেত। ভয়ের কারণও যে ছিল না, তা নয়। একে তো বিদেশ বিভূঁই,—অজানা পথ, ঘাট, অচেনা লোক, তার ওপর সে-সব লোককে ভাল ক'রে বিশ্বাস করতে সাহস হ'ত না। বিদেশে চোর ডাকাতের ভয় ছিল, রাজা যদি ভাল না হ'তেন তবে সুবিচারের আশা খুব কমই ছিল। সুতরাং সেকালে যারা বিদেশে বেরিয়ে পড়ত, তাদের সাহস, মনের জোর যে খুব বেশী ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ভিনিসের অধিবাসীদের একটা সুবিধা ছিল যে বিদেশ যাওয়ার ভয়টা তাদের অনেকটা ক'মে গিয়েছিল। ব্যবসা বাণিজ্যের খাতিরে অনেক জায়গাতেই তাদের যেতে হ'ত। মিশর দেশ বা ইজিপ্ট্, ইয়োরোপের অন্তর্গত তুরস্ক, সিরিয়া, পারস্য প্রভৃতি স্থানে তাদের বেশ যাতায়াত ছিল। সে-সব দেশে ভিনিসের অনেক লোকেই গিয়েছিল। শুধু ভিনিস্ নয়, ইটালী ও অন্যান্য দেশের দু'একটা সহরের লোকেও বিদেশে বাণিজ্য করতে যেত।

ইটালীর জেনোয়া নগরের লোকও বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। তাদের নামও পৃথিবীর ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। মার্কো পোলোর নাম পৃথিবীর মধ্যে যে এত বিখ্যাত হয়েছে, তার কারণ মার্কো শুধু এই কয়টি দেশে গিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন না। বড় বড় মরুভূমি তিনি পার হয়েছিলেন, যে চীন দেশে যাওয়া একটা বিষম কাণ্ড ছিল, সেই দেশে তিনি গিয়েছিলেন; ভূমধ্যসাগরের তীরের দেশের লোক হ'য়ে সেই যুগে তিনি প্রশান্ত মহাসাগর, ভারত মহাসাগরের বুকের ওপর জাহাজে চ'ড়ে ভেসেছিলেন, সুমাত্রা, সিংহল, ভারতবর্ষ দেখেছিলেন। এমন কাজ সে-যুগে আর কা'রও দ্বারা হয় নি। সব দেশেই তিনি ইচ্ছা ক'রে যান নি, অনেক জায়গাতেই তাঁকে ঘটনাচক্রের মধ্যে প'ড়ে পরের হুকুমে যেতে হয়েছিল। নানা দেশের বিবরণ যা তিনি দিয়েছেন তা সব ঠিক না হলেও, তবু যা তিনি করেছেন, আর যা তিনি পৃথিবীর লোককে জানিয়ে দিয়ে গিয়েছেন তাই যথেষ্ট, এর জন্যই তাঁর নাম পৃথিবীর ইতিহাসে চিরদিন থাকবে।

২

পোলো বংশ

মার্কো পোলোর জীবন চরিত যাঁরা প্রথমে লিখেছিলেন তাঁদের ধারণা, পোলো বংশ খুব একটা উঁচু বংশ। যাঁরা জীবন-চরিত লেখেন তাঁরা ভাবেন, যার জীবনী লিখতে হবে সে যে সব রকমে বড় এটা প্রমাণ করতে পারলেই বুঝি একটা বড় কাজ করা হ'ল। যে লোক বড় হয়েছে সে যে বংশগৌরবেও বড়, এটা প্রমাণ করবার জন্য জীবন-চরিত-লেখকেরা প্রাণপণে চেষ্টা ক'রে থাকেন। এই জন্য মার্কো পোলোর আগেকার জীবনীতে বলা হয়েছে তিনি এক সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে। ভিনিসের সম্ভ্রান্ত বংশ কয়টির প্রধান ব্যক্তিরাই মন্ত্রণা সভার সভ্য ছিলেন। এই সমিতি ভিনিসের শাসনকার্য্য প্রভৃতি সবই চালাতেন। যিনি মার্কোকে বংশ হিসেবে সম্ভ্রান্ত বলেছেন তিনি কিন্তু নিজের কথার কোন প্রমাণই দেন নি।

পোলো বংশের সঠিক খবর পাওয়া যায় মার্কো পোলোর পিতামহ পর্য্যন্ত। মার্কোর ঠাকুরদাদা 'আন্দ্রিয়া পোলো' সম্ভবতঃ কন্‌স্তান্তিনোপ্‌ল্‌ সহরে ব্যবসার জন্য একটা দোকান খুলেছিলেন। তিন ছেলে ছিল তাঁর; বড় ছেলের নাম ছিল মার্কো; যাঁর জীবন-কথা এই বইতে লেখা হবে, সেই মার্কোর সঙ্গে

এই মার্কোর নামের মিল আছে; কিন্তু দু'জনের মধ্যে ভাইপো ও জ্যেঠামহাশয়ের সম্পর্ক। সাহেবদের দেশে ছেলের নামের সঙ্গে বাবা, ঠাকুরদাদা, জ্যেঠা বা কাকার এ রকম নামের মিল হয়; তা দেখে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।

'আন্দ্রিয়া'র মেজ ছেলে 'নিকোলো' মার্কো পোলোর পিতা; নিকোলোর আর এক ভাই ছিল, নাম তাঁর 'ম্যাফিয়ো'।

মার্কো পোলোর বাবা, জ্যেঠা, কাকা তিনজনেই ব্যবসা চালাতেন। জ্যেঠামহাশয়ের কারবার যাতে ভাল চলে সে জন্য তিনি কন্‌স্তান্তিনোপ্‌ল্‌ ছাড়া আরও একটি জায়গায় ছোট রকমে ব্যবসা চালাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। ইয়োরোপে রুশিয়ার দক্ষিণ অংশে যে 'ক্রিমিয়া' উপদ্বীপ আছে, তারই মধ্যে 'সল্‌ডেয়া' নামে এক জায়গায় এই দোকান ছিল। এ ছাড়া এই জ্যেঠামহাশয়ের সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। আন্দাজ ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মারা যান। তাঁর মৃত্যুর প্রায় বছর বিশ পঁচিশ আগে থেকেই তাঁর আর দুই ভাই নিকোলো ও ম্যাফিয়ো কন্‌স্তান্তিনোপ্‌লের কারবারে যোগ দিয়েছিলেন!

নিকোলো কন্‌স্তান্তিনোপ্‌লে যাওয়ার আগে বিবাহ করেছিলেন; বিদেশে যাওয়ার সময় কিন্তু তিনি স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন না, ভিনিসেই রেখে গেলেন। বছর খানেক পরে নিকোলোর ছেলে হ'ল। এই ছেলেই সুবিখ্যাত 'মার্কো পোলো'।

৩

মার্কো পোলোর বিদেশ-যাত্রা

১২৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ভিনিস্ সহরে মার্কো পোলোর জন্ম হয়। জন্মের পর পনের বছরের মধ্যে মার্কো বাপের দেখা পান নি। নিকোলো ও ম্যাফিয়ো এমন অদ্ভুত ঘটনাচক্রের মধ্যে পড়েছিলেন যে তাঁরা পনের বছরের মধ্যে আর দেশে ফিরতে পারেন নি।

নানা রকম মালপত্র নিয়ে দুই ভাই এক জাহাজে উ'ঠে ভূমধ্য-সাগর ও 'বস্‌ফোরস্' প্রণালী নির্ব্বিঘ্নে পার হ'য়ে এসে পৌঁছলেন 'কন্‌স্তান্তিনোপ্‌লে'। ইয়োরোপের তুরস্করাজ্য তখন মুসলমানদের অধীনে আসে নি। কন্‌স্তান্তিনোপ্‌লের সম্রাট তখন 'বল্‌ডুইন্'।

'কন্‌স্তান্তিনোপ্‌লে' দিন কতক বিশ্রাম ক'রে তাঁরা চললেন কৃষ্ণসাগর পার হ'য়ে 'সল্‌ডেয়া' বন্দরে। তার পর তাঁরা গেলেন উত্তর দিকে—'ভল্গা' নদীর ওপর দিয়ে 'কিপ্‌চাক্' রাজ্যের রাজধানী 'সারাই' নগরে। এখানকার রাজা ছিলেন 'বর্কা'। ভল্গা নদীর তীরে যে তাতার বংশ বাস করত ইনি ছিলেন তাদের প্রভু।

পোলোরা দুই ভাই নিজেদের কাছে যে সব মণি, জহরত ছিল তা রাজাকে দেখালেন, আর সব চেয়ে দামী গোটা কতক জহরত তাঁকে উপহার দিলেন। রাজার নজর ছিল খুব উঁচু;

তিনি উপহার নিলেন বটে, কিন্তু তার বদলে আরও দামী জহরত খানকতক পোলোদের দিলেন। নিকোলো ও ম্যাফিয়ো এক বছর বর্কার আশ্রয়ে বাস ক'রে দেশে ফিরবেন ব'লে সব ব্যবস্থা করতে লাগলেন।

কিন্তু ভিনিস্ দেখা তাঁদের কপালে সেবার ঘটল না; এমন কাণ্ড ঘ'টে গেল যে বছর তের চৌদ্দর মধ্যে তাঁরা আর দেশে ফিরবার সুযোগ পেলেন না। ব্যাপারটা কি জানতে হ'লে তখনকার দিনে ঐ অঞ্চলের ইতিহাসের একটুখানি জানতে হবে।

মঙ্গোল-নেতা জেঙ্গিস্ খাঁ নিজের ও অনুচরদের বাহুবলে চীন থেকে ভল্গা পর্য্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। এর জন্য কত লোক যে মরেছিল, কত গ্রাম যে পুড়েছিল, কত সহর যে ধ্বংস হয়েছিল, আর কত রাজ্য যে শ্মশান হয়েছিল, তা আর মুখে ব'লে বা লি'খে জানিয়ে দেবার উপায় নেই। জেঙ্গিসের পরে এই প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য ক্রমে ক্রমে ভাঙ্গতে লাগল। পোলোরা যখন ব্যবসার জন্য 'বর্কা'র রাজ্যে এসেছিলেন তখন সাম্রাজ্য ভাগা-ভাগি হ'য়ে গিয়েছে। তখন চীন অঞ্চলের কর্তা ছিলেন জেঙ্গিসের নাতি কুবলাই। 'কুবলাই'এর দাদা 'মঙ্গ্কু' আগে এদিকে শাসন করতেন; 'মঙ্গ্কু'র পরে ১২৫৯ খ্রীষ্টাব্দে 'কুবলাই' খাঁকান্ বা সম্রাট হন। 'কুবলাই'এর আর এক ভাই, 'হলাকু' এসিয়ার পশ্চিম অঞ্চলে ছিলেন; তিনি পারস্য, আর্ম্মেনিয়া, মেসোপোটেমিয়া ও আশ-পাশের রাজ্যগুলি শাসন করতেন। 'হলাকু'র নাম ইতিহাসে স্থান পেয়েছে কারণ তিনি মুসলমানদের বিখ্যাত নগর বোগ্দাদ্ ধ্বংস করেন।

'হলাকু' এক রকম স্বাধীন ভাবেই রাজত্ব করতেন। হলাকুর রাজ্যের উত্তরদিকে ভল্গা নদীর তীরে ছিল তাঁর আত্মীয় 'বর্কা'র রাজত্ব। 'বর্কা'ও এক রকম স্বাধীন ছিলেন। দু'জনের রাজ্যের সীমায় একটি প্রদেশ নিয়ে 'হলাকু' ও 'বর্কা'র মধ্যে রাগারাগি হয়। মন কষাকষি থেকে শেষে মারামারি, লড়াই বাধে। তাতে 'বর্কা'র সৈন্য হেরে যায়।

পোলো দুই জন অর্থাৎ নিকোলো ও ম্যাফিয়ো দুই ভাই তখন 'বর্কা'র রাজ্যে। দুই রাজায় যুদ্ধ চলছে, সুতরাং তাঁদের ফিরবার পথ বন্ধ। বর্কার রাজ্য থেকে পালিয়ে তাঁরা এসে পৌঁছলেন বোখারা। এখানে ও সমরখন্দে তাঁরা ব্যবসা লাগিয়ে দিলেন। এই রকমে প্রায় তিন বছর কেটে গেল।

এই সময় আবার একটা কাণ্ড ঘটল। 'হলাকু' মোটের উপর স্বাধীন হলেও 'কুবলাই'কে তাতার জাতির মাথা হিসাবে খাতির করতেন। তাই তিনি 'কুবলাই'য়ের সভায় দূত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। দূত বোখারায় এসে দুই ভাইকে দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন। পোলো দুইজন এতদিন এই অঞ্চলে বাস ক'রে তাতার ভাষা বেশ শিখেছিলেন। দূত জানতেন যে কুবলাই ইয়োরোপের সাহেব কখনও দেখেন নি; আর তাতার ভাষায় কথা কইবার ক্ষমতা আছে, এমন দুজন সাহেবকে কুবলাইএর কাছে নিয়ে গেলে তিনি বড় আহ্লাদ করবেন; আর দু'জনকে নিশ্চয় সম্মান দেখিয়ে পুরস্কার দেবেন। পোলোদের কথাবার্ত্তা, ব্যবহার দেখে দূত নিজে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

দূত যখন পোলোদের নিকট 'কুবলাই'এর কাছে যাওয়ার প্রস্তাব করলেন, তাঁরা আপত্তি করলেন না; কারণ তাঁরা জানতেন বাড়ী ফিরবার পথে তখন নানা বিপদ, শীঘ্র বাড়ী ফেরা অসম্ভব। আর দূতের সঙ্গে অত বড় এক সম্রাটের কাছে গেলে লাভের সম্ভাবনা রয়েছে অথচ বিপদের ভয় নেই। তাঁরা ব্যবসাদার লোক, সব দিক বু'ঝে রাজী হ'লেন।

পৌঁছতে তাঁদের এক বছর লাগল। পথ চলতে চলতে মাঝে মাঝে তাঁদের থামতে হয়েছিল, কারণ কখনও বা বরফ, কখনও বা নদীর জল বেড়ে তাঁদের আটক করেছিল।

কুবলাই দুই ভাইকে সমাদর ক'রে বেশ ভাল ব্যবহারই করেছিলেন। তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন অনেক কথা। ইয়োরোপের নানা দেশের খবর কি, সেখানকার রাজারা কি রকম লোক, কি ভাবে তাঁরা দেশ শাসন করেন, বিচার করেন, যুদ্ধ চালান, দেশের লোকের আচার ব্যবহার কি রকম, ধর্ম্ম কি—ইত্যাদি সব বিষয় তিনি খুঁটিয়ে তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন। ইয়োরোপের ধর্ম্মগুরু তখন রোমের 'পোপ্'। পোপের বিষয় অনেক আলোচনা হ'ল। পোলো দু' জন তাতার ভাষায় কথা বলতে পারতেন, তাই আলাপের কোন অসুবিধা হ'ল না। কুবলাই তাঁদের কথাবার্ত্তায় খুব তুষ্ট হলেন।

নিজের আমীর ওমরাদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কুবলাই একদিন দুই ভাইকে বললেন,—'আপনাদের এক কাজ করতে হবে। আমার দূত হ'য়ে আপনাদের যেতে হবে 'পোপ্' মহাশয়ের কাছে। আমার



নিকোলো ও ম্যাফিয়োকে কুব্‌লাই খাঁ স্বর্ণফলক দিচ্ছেন

From Sir Henry Yule's "Book of Marco Polo" (John Murray).

একজন আমীর 'কোগাতল্' আপনাদের সঙ্গে যাবেন।' যে সব কাজ করতে হবে তাঁরা মোটামুটি শুনলেন; কুবলাই পোপ্‌কে তাতার ভাষায় লেখা একখানি পত্রও দিলেন। পত্রে লেখা ছিল অনেক কথা। কুবলাই পোপ্‌কে বলেছিলেন নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত এক শো লোককে পাঠিয়ে দিতে; তাঁরা তর্ক ক'রে এ দেশের লোককে যেন বুঝিয়ে দিতে পারেন যে এদের দেবতারা কিছুই নয় এবং খৃষ্টানদের ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। কুবলাই পোলোদের আরও ব'লে দিয়েছিলেন যেন তাঁরা ফি'রে আসবার সময় জেরুসালেম্ থেকে পবিত্র তেল আনেন। জেরুসালেম্ নগরে প্রভু যিশুখ্রীষ্টের সমাধির সমুখে যে প্রদীপ জ্বলে তারই একটু তেল আনতে হবে।

চিঠি ছাড়া কুবলাই দু'ভাইকে আর একটা জিনিষ দিয়েছিলেন,—সে হচ্ছে একটি সোনার ফলক। ফলকের ওপর 'কুবলাই'এর রাজ-চিহ্ন ক্ষোদা ছিল। মঙ্গোল সাম্রাজ্যের যে কোন খানে এই ফলক নিয়ে নির্ভয়ে, কোন অসুবিধা ভোগ না ক'রে যাওয়া যেত। পথ চলবার যদি অসুবিধা হয়, ঘোড়া, লোকজন, নৌকার অভাব যদি হয়, সে অঞ্চলের শাসনকর্ত্তাকে এই ফলক দেখালেই তিনি ঘাড় হেঁট ক'রে সব জোগাড় ক'রে দেবেন; খাওয়া, দাওয়া, থাকা, শোওয়া এ সবেরও ভার শাসনকর্ত্তার ওপর পড়বে, আর খরচপত্র দরকার হ'লে তিনি দেবেন। সোনার ফলকের এত মহিমা!

সম্রাটের ফলক সঙ্গে থাকাতে পোলোদের কোন অসুবিধা বা বিপদ হ'ল না। অবশ্য তাঁদের কিছু কিছু অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছিল; কিন্তু তার ওপর মানুষের কোন হাত ছিল

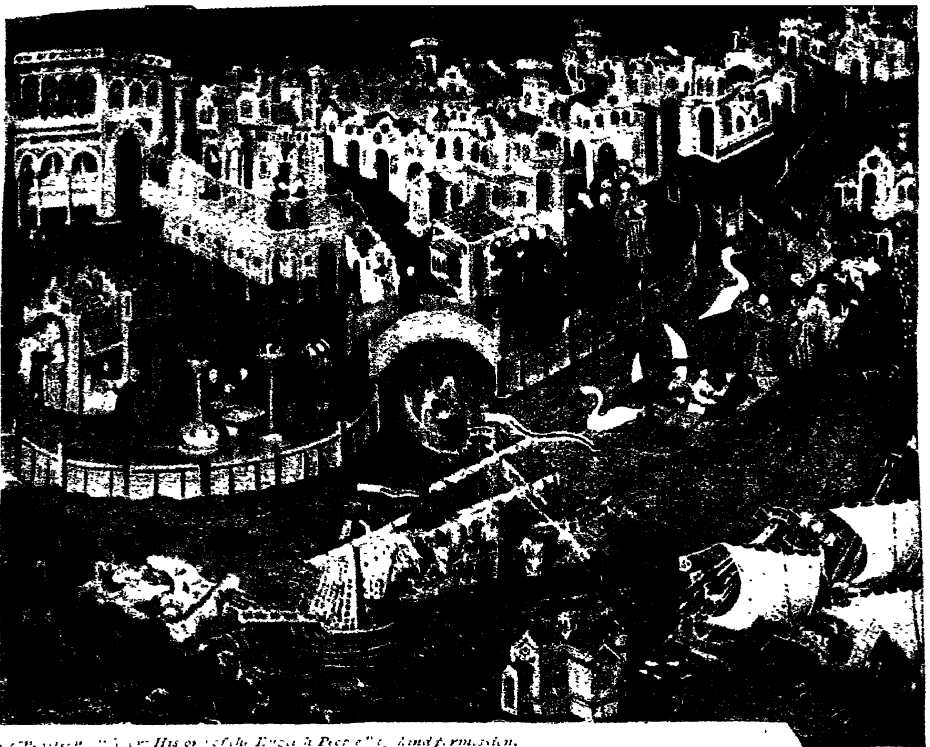
না। অতিরিক্ত বরফ বা বৃষ্টি প'ড়ে কিম্বা নদীর জল বে'ড়ে উ'ঠে তাঁদের পথ মাঝে মাঝে বন্ধ ক'রে দিয়েছিল। এইজন্য 'গাজা' বন্দরে পৌঁছতে তাঁদের তিন বছর লাগে।

'গাজা' থেকে তাঁরা এলেন 'একর' নগরে। সে ১২৬৯ খ্রীষ্টাব্দের কথা। সেখানে তাঁরা শুনলেন, রোমে যিনি পোপ্ ছিলেন তিনি মারা গিয়েছেন, আর তাঁর জায়গায় নতুন পোপ্ এখনও করা হয় নি। খবর শু'নে পোলো দুজনের মন দ'মে গেল। পোপের প্রতিনিধি একজন 'একর' নগরে ছিলেন, নাম তাঁর ছিল 'থিয়োবল্‌ড্'। তিনি এঁদের পরামর্শ দিলেন দিন কতক অপেক্ষা করতে।

কতদিন অপেক্ষা করতে হবে তার তো কোন ঠিক ছিল না। দুই ভাইতে মি'লে পরামর্শ করলেন,—এই ফাঁকে একবার দেশে ঘু'রে আসা যাক। আর ভিনিস্‌ও ইটালিতে, 'রোম'ও ইটালিতে। রোমে যখন নতুন 'পোপ্' হবেন তখন ভিনিস্ থেকে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার সুবিধাও হবে। সুতরাং দেশে যেতে আর আপত্তি কি?

ভিনিসে এসে নিকোলো তাঁর ছেলে 'মার্কো'কে প্রথম দেখলেন; 'মার্কো'র বয়স তখন প্রায় পনের বছর। নিকোলোর স্ত্রী আগেই মারা গিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে আর দেখা হ'ল না।

দেশে মাস কতক কেটে গেল। নিকোলো ও ম্যাফিয়ো আবার ফি'রে চললেন। বালক মার্কোকে তাঁরা সঙ্গে নিলেন। মার্কোর দেশ-ভ্রমণ এই ভাবেই সুরু হ'ল।



... from History of the English People ... kind permission.

পোলো কয়জন ভিনিস্ ত্যাগ ক'রে যাচ্ছেন

৪

বিদেশে মার্কো পোলো

সতের বছর বয়সে মার্কো বিদেশে বে'র হলেন। পঁচিশ বছরের মধ্যে আর তিনি বা তাঁর বাবা ও কাকা দেশের মুখ দেখতে পান নি। এই পঁচিশ বছর তিনি নতুন নতুন দেশ দেখে বেড়িয়েছেন, নতুন নতুন লোকের অদ্ভুত অদ্ভুত ভাষা শুনেছেন; শেষে এমন অবস্থা হয়েছিল যে তিন জনের চেহারা ও কথাবার্ত্তার ঢঙ বদলে গিয়েছিল; তাঁরা নিজেদের ভাষায় ভাল ক'রে কথা কেমন ভাবে বলতে হবে তা পর্য্যন্ত প্রায় ভু'লে গিয়েছিলেন।

১২৭১ খ্রীষ্টাব্দে তিন জনে 'একর' নগরীর দিকে যাত্রা করলেন। প্রতিনিধি থিয়োবল্‌ড্‌ অনুমতি দিলেন, তাঁরা জেরুসালেমে গিয়ে পবিত্র সমাধির প্রদীপ থেকে তেল নিয়ে আসতে পারবেন। তাঁরা তেল নিয়ে ফি'রে এলে পরে প্রতিনিধি তাঁদের হাতে 'কুবলাই'এর নামে পত্র দিলেন; চিঠিতে লেখা থাকল কি কারণে এঁদের এত দিন দেরী হ'ল।

পোলো তিন জন লেয়াস্‌ বা আলেক্‌জাণ্ড্রেটার দিকে যাত্রা করলেন। তাঁরা সেখান থেকে জোগাড়যন্ত্র ক'রে পূব দিকে বেরিয়ে পড়বার আগেই খবর এল,—নতুন পোপ্‌ ঠিক করা হয়েছে, থিয়োবল্‌ডই পোপ্‌ হয়েছেন। তাঁর নাম হ'ল পোপ্‌ দশম 'গ্রিগরী'।

পোলো তিনজনকে 'একরে' ফিরিয়ে আনা হ'ল। 'গ্রিগরী' 'কুবলাইকে' অন্য চিঠি লিখে দিলেন আর দু'জন খ্রীষ্টান পাদ্‌রী বা সন্ন্যাসীকে ঠিক ক'রে দিলেন, তাঁরা পোলোদের সঙ্গে কুবলাইএর কাছে যাবেন। সম্রাট চেয়েছিলেন এক শো জন পণ্ডিত,—গেলেন মাত্র দু'জন। তখনকার দিনে অত দূরে ইচ্ছা ক'রে যেতে কি বেশী লোক রাজী হয়? নতুন পোপ্‌ এই দুজনকে নানা রকম ক্ষমতা দিয়েছিলেন; আর কুবলাইকে দেবার জন্য পত্র ও দামী দামী উপহারও এঁদের হাতে দেওয়া হ'ল।

পাদরী দুজনকে বেশী দূর যেতে হ'ল না। সেই সময় বিবার্স বন্দুকদার নামে একজন সুলতান আর্ম্মেনিয়া আক্রমণ ক'রে খুন, লুটপাট আরম্ভ ক'রে দিয়েছিলেন। সুলতান বড় ভয়ঙ্কর লোক ছিলেন। পোলোদের যেখান দিয়ে যেতে হবে সেই অঞ্চলে তাঁর অত্যাচার আরম্ভ হয়েছে শু'নে পাদ্‌রী দু'জন চিঠি পত্র, উপহার সব পোলোদের হাতে দিলেন, সঙ্গে যাবার সাহস আর করলেন না।

পোলো তিন জন দক্ষিণে অনেকটা ঘু'রে চলতে লাগলেন। মার্কোর বাপ, কাকা অনেক বিপদের মুখে পড়েছেন, ভয় তাঁদের কেটে গিয়েছিল। মার্কো ছেলেমানুষ, কাজেই উৎসাহ বেশী; তা ছাড়া এ অঞ্চলের কাণ্ড কারখানা সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানতেন না, সুতরাং বিপদ যে কি রকম হ'তে পারে সে-বিষয়ে তাঁর কোন ধারণাই ছিল না; তাই বিপদের আশঙ্কা করবার কোন কারণও তাঁর হয় নি।

সাড়ে তিন বছর লেগেছিল এঁদের ফিরে যেতে। শীতকালের দারুণ শীত, বরফ, জল ঝড়ের জন্য মাঝে মাঝে তাঁদের আটক থাকতে

হয়েছিল। কুবলাই তখন ছিলেন 'কেমেন্‌ফু' নামে একটা বড় সহরে। জায়গাটির আসল নাম কাইপিং-ফু, সেখানে গ্রীষ্মকালে সম্রাট লোকজন নিয়ে বাস করতেন। সহরটি চীনের বিরাট প্রাচীরের বাইরে, 'পিকিন্'থেকে 'কালগন্' হ'য়ে যেতে ৩৬৭ মাইল। কুবলাই যখন খবর পেলেন যে পোলোরা আসছেন, তাঁর ভারি আহ্লাদ হ'ল। তিনি যে এঁদের আবার দেখতে পাবেন এ আশা এক রকম বোধ হয় ছেড়েই দিয়েছিলেন। এখন তাঁরা আসছেন শু'নে তিনি লোক পাঠিয়ে দিলেন তাঁদের সেখানে নিয়ে আসতে ও যা কিছু দরকার হবে তা তাঁদের জুগিয়ে দিতে। তখনও তাঁদের আসতে ৪০ দিন দেরী।

সম্রাটের সমুখে এসে পোলো তিনজন উবুড় হ'য়ে সটান শুয়ে প'ড়ে তাঁকে নমস্কার করলেন। কুবলাই তাঁদের উঠতে বললেন; তার পর পথের কষ্ট, বিপদ, পোপের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কি কি হয়েছিল ইত্যাদি বিষয় বলবার হুকুম করলেন। তাঁরা সব কথা ব'লে পোপের পত্র ও উপহার তাঁকে দিলেন। কুবলাই খুব সন্তুষ্ট হ'য়ে তাঁদের কাজের প্রশংসা করলেন। পবিত্র তেলটি তিনি খুব ভক্তির সহিত নিয়ে, যত্ন ক'রে তু'লে রাখবার হুকুম দিলেন।

শেষে কুবলাইএর চোখ পড়ল মার্কোর ওপর। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,—'এটি কে ?'—নিকোলো উত্তর দিলেন,—'এটি আপনার গোলাম, আমার ছেলে।' কুবলাই শু'নে খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন। সভায় সকলেরই আনন্দ যে পোলোরা এসেছেন।

সম্রাটের উৎসাহ পেয়ে মার্কো তাতার ভাষা শিখতে ও

তাতারদের আচার ব্যবহার জানতে লাগলেন। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি গোটাকতক ভাষায় কথা কইতে শিখলেন, আর চারটি ভাষায় লিখতে, পড়তে পর্য্যন্ত পারতেন।

মার্কো কাজের লোক হ'য়ে উঠেছেন দেখে কুবলাই একটা কাজের ভার দিয়ে তাঁকে একটা দূর জায়গায় পাঠালেন। সেখানে যেতে ছ'মাস লাগে। সম্রাট মার্কোকে ব'লে দিলেন,—তুমি যে কাজ ক'রে আসবে শুধু তার বিবরণ পেয়ে আমি খুসি হবো না, যে সব দেশ দেখবে তার অধিবাসীদের আচার ব্যবহার কি রকম, আমি জানতে চাই; আর জানতে চাই কোথায় কি কি অদ্ভুত নতুন কাণ্ড ঘটছে; এই সব আমাকে যদি বলতে পার তা হ'লে আমি খুব খুসি হবো।

মার্কো যা যা করা উচিত এবং যা করলে সম্রাটের আহ্লাদ হবে তাই ক'রে ফি'রে এলেন। তাঁর কাছে নতুন নতুন কথা শু'নে কুবলাইএর ভারি আনন্দ। তিনি বললেন,—"এ ছোকরাটি যদি বাঁচে তা হ'লে একটা কাজের লোক ও বড় লোক হবে দেখছি।"

কুবলাই মার্কোকে আরও অনেক কাজের ভার দিয়েছিলেন; সেই সব কাজ উপলক্ষে তাঁকে সাম্রাজ্যের নানা দূর দেশে ও সাম্রাজ্যের বাইরে নানা জায়গায় যেতে হয়েছিল। মঙ্গোলদের প্রাচীন রাজধানী 'কারাকোরম্', দক্ষিণ ইন্দো-চীনের 'চম্পা' এসব জায়গায় তিনি গিয়েছিলেন;—আরও গিয়েছিলেন ভারতবর্ষে, সুমাত্রা, পারস্য উপসাগরে। এ ছাড়া জাপান, আবিসিনিয়া,

সকোট্রা প্রভৃতি আরও দূর জায়গার খোঁজ নিয়েছিলেন ও সেই সব অঞ্চলের নানা গল্প সংগ্রহ করেছিলেন।

এই রকম ক'রে অনেক বছর কাটল। মার্কোর বাবা ও কাকার মন বড় খারাপ হ'য়ে উঠল, তাঁদের আর কিছু ভাল লাগছিল না। তাঁদের মনে হচ্ছিল যে বাড়ী ফি'রে যেতে পারলে যেন বাঁচেন। ধন রত্ন তাঁরা যথেষ্টই পেয়েছিলেন, টাকার লোভে বিদেশে থাকবার ইচ্ছা আর তাঁদের ছিল না। তাঁরা আরও ভাবছিলেন কুবলাই বুড়ো হ'য়ে পড়েছেন, যদি তিনি মারা যান, তাঁদের দেশে ফেরা সহজ হবে না।

একদিন কুবলাইএর মনে বেশ স্ফূর্ত্তি রয়েছে দেখে নিকোলো খুব সম্মান দেখিয়ে নিবেদন করলেন যে সম্রাট যদি তাঁদের তিন জনকে বাড়ী ফি'রে যাওয়ার অনুমতি দেন, তা হ'লে তাঁরা কৃতার্থ হন। কুবলাই ব্যস্ত হ'য়ে তাঁকে বললেন,—"কেন তোমরা বাড়ী যেতে চাও? এতখানি পথ যেতে কত বিপদ আপদ হ'তে পারে। তোমাদের যদি টাকাকড়ির দরকার হ'য়ে থাকে আমি তোমাদের যা আছে তার দ্বিগুণ দিচ্ছি। আমি তোমাদের বড় স্নেহ করি, তোমাদের ছেড়ে দিতে আমি পারি না।"

এর ওপর তো আর কথা বলা চলে না। পোলোরা দেশে ফেরবার আশা ছেড়ে দিলেন। কিন্তু অদ্ভুত উপায়ে একটা সুযোগ জু'টে গেল।

'লিভাণ্টে'র মালিক অর্থাৎ এসিয়ার পশ্চিম অঞ্চলের সুলতান আর্গ্‌হনের স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন চীনের মেয়ে;

তাই আর্গ্‌হন্‌ কুবলাইএর কাছে তিনজন দূত পাঠিয়ে দিয়ে জানালেন যে এঁদের সঙ্গে একজন ঐ বংশের মেয়েকে পাঠিয়ে দেওয়া হোক্‌। তাঁর আগেকার স্ত্রী এসেছিলেন চীন থেকে; সেই স্ত্রী মরবার সময় এই রকম ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে তাঁর মৃত্যুর পর আর্গ্‌হন্‌ যেন চীন থেকে সেই বংশের কোন মেয়েকে আনিয়ে বিয়ে করেন।

কুবলাই খোঁজ ক'রে আর্গ্‌হনের জন্য একটি সুন্দরী পাত্রী ঠিক করলেন। নাম তাঁর 'কোগাচীন্‌'—আর্গ্‌হনের আগেকার স্ত্রী যে বংশের মেয়ে ইনিও সেই বংশের। বয়স তাঁর সতের। আর্গ্‌হনের লোকজন 'কোগাচীন্‌'কে নিয়ে চ'লে গেল। কিন্তু মাস কতক পথ চ'লে তাদের সবাইকে ফি'রে আসতে হ'ল। মাঝে যে সব দেশ ছিল তাদের মধ্যে মারামারি, কাটাকাটি বেধে রক্তারক্তি চলছিল; চারদিকে অশান্তি, তার মধ্যে দিয়ে পথ চলা নিরাপদ নয় এই ভেবে তাঁরা আবার কুবলাইএর কাছে ফি'রে এলেন।

মার্কো সেই সময় ভারত অঞ্চল থেকে ফিরেছেন; সম্রাটের হুকুমে গোটাকতক জাহাজ নিয়ে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। তিনি কুবলাইকে সেই সব জায়গার অদ্ভুত অদ্ভুত বিবরণ সব শোনাচ্ছিলেন, আর বলছিলেন সমুদ্র-পথে কোন ঝঞ্ঝাট বা বিপদ তাঁকে ভোগ করতে হয় নি। সেই সব কথা আর্গ্‌হনের দূতদের কানে উঠল। তাঁরা গিয়ে পোলোদের সঙ্গে একবার কথাবার্ত্তা ব'লে সম্রাটের কাছে গিয়ে প্রার্থনা করলেন, তাঁরা জলপথে আর্গ্‌হনের কাছে যাবেন, তবে সমুদ্র-পথের সম্বন্ধে তাঁদের কোন

জ্ঞান নেই, সে জন্য সম্রাট যেন অনুগ্রহ ক'রে পোলোদের অনুমতি দেন তাঁদের সঙ্গে যেতে। পোলো তিন জন সমুদ্রে বেড়িয়েছেন,—জাহাজে চড়েছেন, সমুদ্র সম্বন্ধে তাঁদের বেশ জানা আছে, তাঁরা যদি দূত কয়জনের সঙ্গে যান, এঁদের অনেকটা সাহস হয়।

কুবলাই কথাটা শু'নে বেশ খুসি হলেন না, কিন্তু দূতদের প্রার্থনায় অগত্যা পোলোদের ছেড়ে দিতে স্বীকৃত হ'লেন। তিনি পোলো তিন জনকে ডাকিয়ে তাঁদের খুব স্নেহ দেখালেন, আর ব'লে দিলেন কাজ মিটিয়ে, দেশ দেখে তাঁরা যেন আবার ফি'রে আসেন। কুবলাই তাঁদের দু'খানা সোনার ফলক দিলেন। কুবলাইএর বিশাল সাম্রাজ্যের যেখানেই তাঁরা যান না কেন এই ফলক সঙ্গে থাকলে তাঁদের কোন ভয়ের কারণ থাকবে না, যা যখন দরকার তখনই পাবেন,—তা লোকজনের সাহায্যই হোক্, থাকবার, পথ চলবার ব্যবস্থাই হোক্, আর তাঁদের সঙ্গে যত লোক জন থাকবে তাদের খাবার ব্যবস্থাই হোক্। যেবার নিকোলো ও ম্যাফিয়ো পোপের সঙ্গে দেখা করতে যান সেবারও কুবলাই তাঁদের এই রকম একখানা সোনার ফলক দিয়েছিলেন,—পূর্ব্বেই তা বলা হয়েছে।

কুবলাই পোলোদের আরও বলে দিয়েছিলেন তাঁরা যেন তাঁর দূত হয়ে পোপ্, স্পেনের রাজা, ইংরেজদের ও ফরাসীদের রাজা ও ইয়োরোপের অন্যান্য খ্রীষ্টান্ রাজাদের সঙ্গে দেখা করেন।

তার পর আর্গ্হনের দূত তিন জন ও কোগাচীনের সঙ্গে তাঁরা যাত্রা করলেন। কুবলাই পোলোদের মণিরত্ন অনেক দিলেন, আর দু'বছরের মত পথ খরচও দিয়েছিলেন।



দেশের দিকে

চীন থেকে তাঁরা যাত্রা করলেন তের চৌদ্দখানা জাহাজ নিয়ে। প্রত্যেক জাহাজে ছিল চারটে মাস্তুল, আর এক একখানা জাহাজে নয়খানা পাল খাটাবার ব্যবস্থা ছিল। চার পাঁচ খানা জাহাজে প্রায় আড়াই শো করে মাল্লা ছিল।

তিন মাস জাহাজ চালিয়ে এলেন তাঁরা একটা দ্বীপে। মার্কো এর নাম বলেছেন জাভা। বাস্তবিকই সেটা জাভা নয়, সেটা সুমাত্রা। সে কালের ভ্রমণকারীরা প্রায় সকলেই এই ভুলটা করতেন।

এই সমুদ্র-যাত্রায় অমঙ্গল, দুর্ঘটনা ঘটেছিল অনেক। মাঝি মাল্লা ছিল অনেক, কিন্তু তাদের মধ্যে ছ'শো জন মরেছিল। আর্গ্‌হনের দূত তিন জনের মধ্যে দু'জন মরেছিলেন, বেঁচে ছিলেন শুধু এক জন, নাম তাঁর 'কোজা'। পোলোরা কেউ মরেন নি। কোগাচীনের জন্যই এত কাণ্ড; সুখের বিষয় তাঁর কিছু হয় নি।

সুমাত্রায় যখন তাঁরা এলেন তখন ঝড় বৃষ্টির সময়, তাই সেখানে তাঁরা তিন মাস দেরী ক'রে তার পর জাহাজ ছাড়লেন। পারস্যে পোঁছতে তাঁদের আরও দেড় বছর লেগেছিল। 'জেটন্‌' থেকে জাহাজ ছেড়ে পারস্যে যেতে ছাব্বিশ মাস লেগেছিল। জেটনের এখনকার নাম 'চোয়ান্‌-চু-ফু'; আগে ইয়োরোপে তার নাম ছিল

'চিন্ চু'। মাল্লারা অনেকে মরেছিল সেই জন্যই বোধ হয় এত দেরী হয়েছিল।

তাঁরা যখন আর্গ্হনের রাজ্যে এলেন তখন আর্গ্হন আর বেঁচে নেই। আর্গ্হনের ছেলে 'ঘাজান' শেষে কোগাচীনকে বিয়ে করেন।

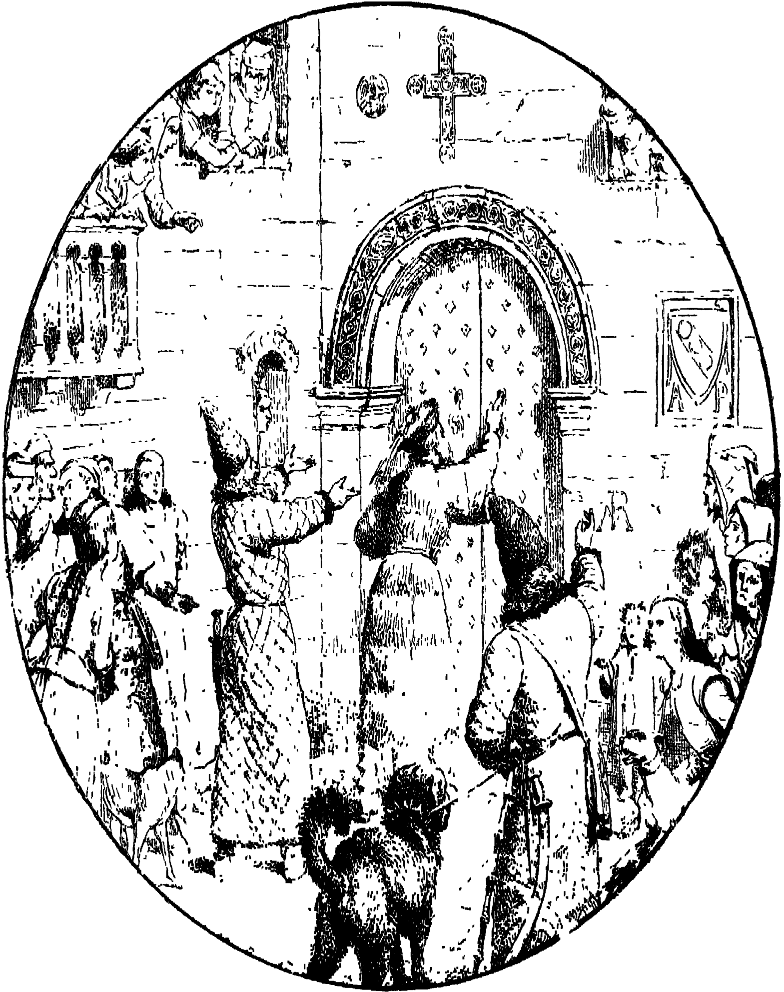
যখন পোলোরা 'হরমজে' নামলেন তখন আর্গহনের ভাই 'কিয়াকাতু' পারস্য ও আশপাশের দেশ শাসন করছিলেন; ঘাজান তখন ছিলেন রাজ্যের উত্তর সীমান্তে ষাট হাজার সৈন্য নিয়ে, পাছে শত্রুরা দেশে ঢোকে সেই জন্য ঘাটি আগলে। কিয়াকাতুর কথা মত পোলোরা কোগাচীনকে ঘাজানের কাছে রেখে এলেন। তার পর নিজেরা মাস কয়েক কিয়াকাতুর কাছে থাকলেন। বেশী দিন থাকতে তাঁরা সাহস করলেন না; কারণ তাঁরা তাতার দেশে এত বছর কাটিয়ে এটা বুঝেছিলেন শীঘ্রই একটা রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটবে। সুতরাং দেরী করলে বাড়ী ফিরতে পারবেন কি না সন্দেহ, এই ভেবে তাঁরা কিয়াকাতুর কাছ থেকে বিদায় নিলেন। তিনি তাঁদের চারটি সোনার ফলক দিলেন; এক একটা হাত খানিক লম্বা ও আঙ্গুল পাঁচেক চওড়া। ফলক কয়টিতে লেখা থাকল,—এঁদের যা দরকার তাই দিতে হবে, যেন এঁদের কোন অসুবিধায় পড়তে না হয়; যারা এই হুকুম না মানবে তাদের প্রাণদণ্ড হবে। পোলোরা এই জন্য ঐ অঞ্চলে পথে বিশেষ কষ্ট পান নি, সময়ে সময়ে পথের বিপদ থেকে তাঁদের রক্ষা করবার জন্য দু'শো ঘোড়-সওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেত। পথে যেতে যেতে তাঁরা শুনলেন

যে কুবলাইএর মৃত্যু হয়েছে। খবর শু'নে তাঁদের মনে চীনে ফিরবার যেটুকু ইচ্ছা ছিল তাও লোপ পেল।

তাঁরা 'ট্রেবিজণ্ডে' গেলেন, সেখান থেকে গেলেন 'কনস্তান্তিনোপলে', তার পর 'নিগ্রোপণ্ট্' হ'য়ে ১২৯৫ খ্রীষ্টাব্দে এলেন ভিনিসে।

ভিনিসে পৌঁছে তাঁরা গেলেন নিজেদের বসত বাড়ী। সেখানে গিয়ে তাঁরা পড়লেন মহা মুস্কিলে। তাঁদের বাড়ীর লোক, আত্মীয় স্বজনের ধারণা ছিল তাঁরা অনেক কাল আগে ম'রে গিয়েছেন। তারা এঁদের চিনতেই পারল না। তাঁদের চেহারা হ'য়ে গিয়েছিল অন্য রকম; দেখলে অনেকটা তাতার দেশের লোক ব'লেই মনে হ'ত; নিজেদের ভাষা প্রায় তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন; তাঁদের কাপড় চোপড়ের ছাঁট কাট অদ্ভুত রকমের ছিল। তাঁরা যেন তাতার দেশের লোক এ ধারণা প্রথম দেখাতে সবারই মনে হ'ত। কাজেকাজেই তাঁদের আত্মীয় স্বজনের ভুল হওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

পোলোরা ভেবে চিন্তে একটা মতলব ঠিক করলেন, যাতে আত্মীয় স্বজনের মনে কোন সন্দেহ না থাকে, আর ভিনিসের সকলে তাঁদের খাতির করে। পোলো বংশের সকলকে একদিন তাঁরা নিমন্ত্রণ করলেন। যেখানে ভোজের ব্যবস্থা হয়েছিল সেখানে পোলো তিন জন লাল সাটিনের লম্বা পোষাক প'রে উপস্থিত হ'লেন। ভোজের আয়োজন হয়েছিল খুব ভাল রকম। অতিথিরা হাত ধুয়ে খেতে বসলেন; এদিকে এঁরা সাটিনের পোষাক ছেড়ে লাল রেশমের পোষাক পরলেন, আর হুকুম দিলেন আগেকার



পোলো তিনজন ভিনিস্ শহরে ফিরে এসেছেন

From Sir Henry Yule's "Book of Marco Polo" (John Murray).

পোষাক সব কেটে কুটে চাকর বাকরেরা ভাগ ক'রে নিক্। দু' একটা জিনিষ খাওয়া হ'য়ে গেলে এঁরা ঘর থেকে বেরিয়ে লাল ভেলভেটের পোষাক প'রে এলেন; রেশমী পোষাকগুলোও চাকর-দের দেওয়া হ'ল, তারপর এ পোষাকগুলোও চাকরেরা পেল; এর পর তাঁরা সাধারণ পোষাক প'রে এসে অতিথিদের বললেন যে এই রকম দান মঙ্গোলদের প্রত্যেক ভোজেই হ'য়ে থাকে।

তখন যাঁরা খেতে বসেছিলেন তাঁদের মধ্যে আস্তে আস্তে কথা চলতে লাগল। একজন বললেন, "নিকোলো ও ম্যাফিয়োর চেহারা যেন চেনা চেনা বোধ হচ্ছে!" আর একজন তাতে সায় দিলেন। ক্রমে সকলের মুখেই অতি আস্তে আস্তে ঐ একই কথা। খাওয়া শেষ হ'ল। চাকরেরা পাত্র সব নিয়ে ঘর থেকে চ'লে গেল; তখন মার্কো তিনটে পোষাক নিয়ে এলেন। এই তিনটে গায়ে দিয়ে মার্কো, মার্কোর বাবা ও কাকা বাড়ীর দুয়ারে এসে দাঁড়িয়ে-ছিলেন, তখন কেউ তাঁদের চিনতে পারে নি। পোষাক তিনটির ভেতরকার সেলাই কাটতেই হুড় হুড় ক'রে বড় বড় দামী পদ্মরাগ-মণি, হীরে জহরত বেরিয়ে এল।

আর অবিশ্বাসের কারণ কি থাকতে পারে? অতিথিরা এক-বাক্যে ব'লে উঠলেন,—"ঠিক! ঠিক! আমরা চিনতে পেরেছি! অনেক দিন হ'য়ে গিয়েছে বটে, তবু আপনার লোককে কি কেউ ভুলতে পারে?" টাকার এমনি মহিমা! সহরের যে যেখানে ছিল সকলে এসে তিনজনের সঙ্গে কোলাকুলি ক'রে তাঁদের নাম করতে লাগল।

৬

মার্কোর ভ্রমণ-কাহিনী কেমন ক'রে লেখা হ'ল

যখনই কুবলাইএর সম্বন্ধে পোলো গল্প করতেন তখন লাখ কথাটা খুব ব্যবহার করতেন। কুবলাইএর লাখ লাখ টাকা বছর বছর আসে, সহরগুলোতে লাখ লাখ টাকা, কুবলাইএর লাখ লাখ সৈন্য, বাগানে লাখ লাখ বিঘে জমি, লাখ লাখ তাঁর চাকর! লাখ ছাড়া পোলোর কথা ছিল না, তাই দেশের লোকে উপহাস ক'রে তাঁর নাম দিল 'লাখী' ; তাঁদের বাড়ীর সঙ্গে পর্য্যন্ত 'লাখী' কথাটা জুড়ে দেওয়া হ'ল।

দু'এক বছর মার্কোর সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু শোনা যায় নি। সে সময় 'ভিনিস্', 'জেনোয়া' আর 'পিসা',—এই তিনটি সহরে দারুণ বিবাদ চলছিল। দু'একটা যুদ্ধে ভিনিস্ জেনোয়াকে হারিয়ে দেয়, কিন্তু জেনোয়া জয়ের আশা না ছেড়ে নানা রকম যোগাড়-যন্ত্র করতে লাগল। পোলোদের আসার এক বছর আগে জেনোয়া জলযুদ্ধে ভিনিস্‌কে হারিয়ে দিল। বছর তিন চার পরে জেনোয়া ভাল ভাল জাহাজ নিয়ে আর একবার যুদ্ধ করবার জন্য আড্রিয়াটিক উপসাগরের দিকে চলল। ভিনিসও জাহাজ পাঠিয়ে দিল। যুদ্ধে একখানা জাহাজ মার্কোর অধীনে থাকল। এবারও ভিনিসের হার হ'ল। সাত হাজার ভিনিসের লোক বন্দী হয়েছিল, তার মধ্যে মার্কোও ছিলেন।



ভিনিসে পোলো বংশের গৃহের প্রবেশ দ্বার

From Sir Henry Yule's "Book of Marco Polo" (John Murray).

মার্কোকে মুক্ত করবার জন্য অনেক চেষ্টা ভিনিস্ থেকে করা হয়; পণ হিসাবে অনেক টাকা ধ'রে দেওয়া হবে এমন কথা পর্য্যন্ত বলা হ'ল; কিন্তু মার্কো মুক্তি পেলেন না। মার্কোর বাবা দেখলেন তাঁর একমাত্র ছেলে,—তাঁর অত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, অন্য জায়গায় আটক থাকলেন, সুতরাং সম্পত্তি ভোগ করবে কে? তিনি তাই শেষ বয়সে আবার বিয়ে করলেন। এই বিয়ের ফলে পরে তাঁর তিনটি সন্তান হয়।

জেনোয়া-জেলে আটক হ'য়ে থেকে মার্কো একটা বড় কাজ ক'রে ফেললেন। সেই হিসাবে তাঁর বন্দী হওয়াটা পৃথিবীর পক্ষে ভালই হয়েছিল। কারণ তিনি যে সব দেশ দেখেছেন তার একটা কাহিনী ওই জেলে ব'সে লেখা হ'ল।

মার্কো এসিয়ার চারটে ভাষায় লিখতে জানতেন বটে, কিন্তু ভিনিসের ভাষা,—যেটা তাঁর মাতৃভাষা,—সেটা খুব ভাল জানতেন ব'লে বোধ হয় না। সুতরাং নিজে ইচ্ছা ক'রে কোন বই সম্ভবতঃ তিনি লিখতেন না। কিন্তু জেনোয়াতে তাঁর সঙ্গে 'রষ্টিসিয়ানো' নামে আর একজন বন্দী থাকতেন, বাড়ী ছিল তাঁর 'পিসা' সহরে। তিনি লেখাপড়া জানতেন, নিজে দু'একখানা গল্পের বইও লিখেছিলেন। মার্কোর কাহিনী শু'নে তাঁর খুব ইচ্ছা হ'ল সেগুলো একখানা বইতে লিখে ছাপিয়ে দেবেন। মার্কোকে বুঝিয়ে বলাতে তিনি মুখে মুখে গল্প বলতে রাজী হ'লেন। রষ্টিসিয়ানো শু'নে শু'নে সে সব কাগজে লি'খে নিতে লাগলেন।

মার্কোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত যা বে'র হল তার অনেক ভাষায় অনুবাদ

হয়। ইটালী দেশের নানা ভাষায় তার অনুবাদ তো হ'লই, তা ছাড়া স্পেনিস্, পর্ত্তুগীজ্ এমন কি আইরিশ্ ভাষাতেও তার অনুবাদ হয়। প্রায় তিনশো' বছর পরে 'রামুসিয়ো' অনেক পরিশ্রম ক'রে একটা বই বে'র করেন, সেটাতে অনেক নতুন জিনিষ ছিল, আর অনেক ব্যাপার ঠিক ক'রে লেখা হয়েছিল। রামুসিয়ো মার্কোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত একখানি তাঁর এক বন্ধুর কাছ থেকে পেয়েছিলেন। এ বইখানা সম্ভবতঃ মার্কোর নিজের হাতে পাশে লেখা নতুন কতকগুলি বিষয় দেওয়া একটা বইএর লাটিন অনুবাদ।

এসব ব্যাপার তো পরে ঘটেছিল। রষ্টিসিয়ানো মার্কোর বৃত্তান্ত তাঁর মুখে শু'নে লি'খে নিলে পর মার্কো মুক্ত হন। তিনি ভিনিসে এসে বিয়ে করেন। তাঁর ছেলে হয় নি ; তিনটি মেয়ে ছিল, নাম তাদের 'মরেটা', 'ফ্যান্টিনা', আর 'বেলেলা'।

মার্কো যখন খালাস পেয়ে ফি'রে আসেন তখন তাঁর বাপ জীবিত ছিলেন কিনা সন্দেহ। মার্কোর কাকা ম্যাফিয়ো এরপর প্রায় বছর পনের বেঁচে ছিলেন। ১৩২৪ খ্রীষ্টাব্দে সত্তর বছর বয়সে মার্কোর মৃত্যু হয়। মরবার আগে তিনি যে 'উইল' করেন তা এখনও দেখতে পাওয়া যায়। তিনি 'উইলে' যে সব দান ক'রে গিয়েছেন, তা থেকে বোঝা যায় না যে তিনি লাখপতি ছিলেন।

পোলোদের পুত্র-পৌত্রের বংশ আন্দাজ ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দে লোপ পায়। আরও পরে পোলোদের দৌহিত্র বংশের খবর পাওয়া যায়। মার্কো থেকে পাঁচ পুরুষ পরে 'মার্ক্ আণ্টোনিয়ো ট্রেভিসানো' ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ভিনিসের 'ডিউক্' বা শাসনকর্ত্তা হয়েছিলেন।

৭

ভ্রমণ-কাহিনীর প্রথম অংশ

মার্কো অনেক কথাই ব'লে গিয়েছেন। তার মধ্যে অনেক নতুন খবর ছিল, নতুন বলেই লোকের কাছে তা অদ্ভুত ঠেকেছিল; তাই সকলে তখন তা বিশ্বাস করে নি। আজকালকার ভ্রমণকারীরা, যাঁরা ঐ সব অঞ্চল ঘু'রে দেখে এসেছেন, তাঁরা বুঝেছেন মার্কো যা যা বলেছেন সব ঠিক কথা। তবে মার্কো এ-সব দেখে শু'নে অনেক দিন পরে রষ্টিসিয়ানোকে মুখে মুখে ব'লে গিয়েছিলেন রষ্টিসিয়ানো নানা জায়গার নাম লিখতে হয়ত কিছু গোলমাল করেছেন। মার্কোর ভ্রমণ বৃত্তান্তে যে সব নাম পাওয়া যায় তা বড় গোলমেলে। হয়তো মার্কো একভাবে নাম উচ্চারণ করেছিলেন, রষ্টিসিয়ানো অন্যভাবে সেগুলো লিখেছেন। তা ছাড়া মার্কো যা নিজের চোখে দেখেন নি, পরের কাছ থেকে শুনেছেন তার মধ্যে কিছু ভুল থাকা বেশ সম্ভব। যাই হোক, মার্কোর বৃত্তান্তে ভুল যা আছে তা ঠিক কথাগুলোর তুলনায় খুবই সামান্য। আজকালের পণ্ডিতরা অনেক পরিশ্রম ক'রে মার্কোর ভ্রমণবৃত্তান্তে দেওয়া নামগুলো মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করেছেন। সব জায়গা আজ কাল চেনা দায়। তবু প্রায় সব নামই—তা লোকের নামই হোক, আর জায়গার নামই হোক—ঠিক ক'রে নিতে পারা গিয়েছে।

তিনি 'আর্ম্মিনিয়া'র বর্ণনা ক'রে ভ্রমণকাহিনী আরম্ভ করেছেন। তিনি দু'টা আর্ম্মিনিয়ার উল্লেখ করেছেন,—একটা 'বড় আর্ম্মিনিয়া', আর একটা 'ছোট আর্ম্মিনিয়া'। তিনি এ দু'টার বেশী বিবরণ দেন নি, কারণ এ অঞ্চলে ভিনিস্ ও জেনোয়ার বণিকদের গতিবিধি ছিল। তিনি বলেছেন,—আর্ম্মিনিয়াতে অনেক নগর ও কেল্লা আছে। এখানকার ভদ্রলোক সব এক কালে খুব সাহসী বীরপুরুষ ছিল, কিন্তু ক্রমে তাদের অধঃপতন ঘটেছে, তারা একেবারে অপদার্থ হ'য়ে পড়েছে। 'বড় আর্ম্মিনিয়া'র উত্তর অংশে 'জর্জিয়া'র দিকে এক রকম তেল পাওয়া যায়। এত বেশী তেল মাটি থেকে বেরোয় যে এক সঙ্গে একশো জাহাজ বোঝাই করা যেতে পারে। মার্কো যে জায়গার কথা বলেছেন সেটা আর বুঝতে কষ্ট হয় না। 'বাকু' ও 'বাটুম' বন্দর এখনও পেট্রোলিয়মের জন্য বিখ্যাত হ'য়ে রয়েছে।

তার পর তিনি একটি প্রাচীন প্রাচীরের কথা বলেছেন; 'ডারবেণ্টে' সেকেন্দর শাহ এটি তৈরী করেছিলেন উত্তর দিক হ'তে শত্রুর আক্রমণ রোধ করবার জন্য। কাস্পীয় সাগরের তীরে যে দেবদারু কাঠ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে তারও উল্লেখ আছে। তখনকার কালে এই সব অঞ্চলের কোথায় কি পাওয়া যায়, লোকদের আচার ব্যবহার কেমন ছিল ইত্যাদি অনেক বিষয় তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লেখা আছে। এসিয়ার লোক নতুনের ভক্ত নয়; দু' শো, চারশো বছর আগে দেশে যে অবস্থা ছিল সে অবস্থা সহজে বদলে যায় না। তাই আজকাল ঐ সব দেশে যাঁরা গিয়েছেন, তাঁরা নিজেদের চোখে দেখা জিনিষ ও কানে-শোনা

কথার সঙ্গে মার্কো পোলোর বৃত্তান্তের মিল দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে যান।

কাস্পীয় হ্রদের দিকে যাওয়ার পথের বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি 'টিফ্‌লিসে' রেশম তৈয়ারীর কথা বলেছেন; তখনকার কালেও 'মোসল্‌' নগর তূলার আবাদ ও কাপড়ের জন্য বিখ্যাত ছিল; 'মোসল্‌' নাম হ'তেই 'মসলিন্‌' নামের উৎপত্তি।

কুর্দ্দীস্থানের অধিবাসীরা সে সময়েও যে খুব দুর্দ্দান্ত ছিল তা মার্কোর বিবরণ থেকে জানা যায়; তারা বড় খারাপ লোক ছিল, আর তাদের কাজ ছিল বণিকদের জিনিষ লুঠ করা।

মার্কো পরে 'য়্যাসাসিন্‌' বা গুপ্ত হত্যাকারীদের সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন। এই দলের লোকদের কাজ ছিল খুন করা। এদের সর্দ্দার ছিল একজন বুড়ো। পাহাড়ের ওপর এর আড্ডা ছিল তাই এর নাম হয়েছিল—পাহাড়ের বুড়ো। লোকটি যেমন ধূর্ত্ত, তেমনি নিষ্ঠুর। একটি উপত্যকার ওপর সে একটি অতি সুন্দর বাগান ও প্রাসাদ তৈরী ক'রে রেখেছিল। সেখানে হরেক রকম আমোদ আরামের জিনিষ ছিল। সে প্রাসাদে কারও ঢুকবার উপায় ছিল না, কারণ সম্মুখেই ছিল একটা ভারি শক্ত কেল্লা; যত শত্রুই আসুক না কেন, সেটা জিতে নেবার সাধ্য তাদের হ'ত না। বুড়োর অধীনে একদল যুবক থাকত; যারা যুদ্ধ করতে ভালবাসে এমন জোয়ান ছেলে সব বাছাই ক'রে সে নিত। তাদের মধ্যে থেকে এক একবার জন কতককে নিয়ে, তাদের এক রকম নেশার জিনিষ খাইয়ে দিয়ে অচৈতন্য ক'রে সেই প্রাসাদের মধ্যে

আনা হ'ত। সেখানে সুন্দর সুন্দর জিনিষপত্র দেখে, খাওয়া দাওয়ার সুখ ও নানা আরাম ভোগ ক'রে তাদের মনে হ'ত—এই-ই বুঝি স্বর্গ। দিন চার পাঁচ পরে আবার নেশায় অচৈতন্য ক'রে তাদের বাইরে নিয়ে আসা হ'ত। তখন বুড়ো তাদের জিজ্ঞাসা করত,—"তোরা এতদিন ছিলি কোথায় ?" মূর্খ তারা, কিছু তলিয়ে বুঝবার ক্ষমতা তাদের ছিল না ; তারা উত্তর দিত,—"স্বর্গে ছিলাম।" তখন বুড়ো বলত,—"আমার অনুগ্রহেই তোরা স্বশরীরে স্বর্গে যেতে পেরেছিলি। যদি সব বিষয়ে আমার হুকুম মেনে কাজ করতে পারিস্, নিশ্চয় জানবি তোরা সবাই স্বর্গে যেতে পারবি।" ফলে এই হ'ল,—এই সব লোকের মরণের ভয় একেবারে ঘু'চে গিয়েছিল ; কারণ তারা জানত, সর্দ্দারের হুকুম তামিল করতে যদি তাদের মরণও হয়, তা হ'লেও তারা স্বর্গে চ'লে যেতে পারবে। বুড়োর কাজ ছিল লুঠপাট করা ; আর যাদের শত্রু ব'লে মনে হ'ত তাদের পিছনে লোক লাগিয়ে তাদের খুন করা। 'ডামাস্কস্' অঞ্চলে এবং 'কুর্দ্দীস্থানে' বুড়োর দু'জন পাকা সাকরেদ্ ছিল, তারাও বুড়োর মত বদ্ কাজ ক'রে দিন কাটাত। আশপাশের সকলেই বুড়ো ও বুড়োর এই খুনে দলকে ভয় করত। 'হলাকু খাঁ' এই বুড়োর দফা রফা করেন ; তিনি বুড়োর কেল্লা তিন বছর ধ'রে ঘেরাও ক'রে জিতে নিয়ে বুড়োকে মেরে ফেলেন ও তার খুনী দল ভেঙ্গে দেন।

'হলাকু খাঁ' কি রকম ক'রে বোগ্দাদ্ সহর জিতে নিয়েছিলেন তার বিবরণ মার্কো দিয়েছেন। মার্কো বলেছেন,—বোগ্দাদে

অনেক সোনার কাজ ও রেশমের জিনিষ হয়, সেখানকার বিশ্ব-বিদ্যালয়ে নানা বিদ্যার আলোচনা হয়। বোগ্‌দাদ্‌ যে কত বড় সহর ছিল তা মার্কোর বিবরণ থেকে বেশ বোঝা যায়।

বোগ্‌দাদ্‌ থেকে পোলোরা গিয়েছিলেন 'তাব্রিজ' সহরে। এটিও বেশ বড় জায়গা, আর এখানে অনেক লোকের বাস, সোনা ও রেশমের কাজ হ'ত অনেক। ভারতবর্ষ, বোগ্‌দাদ্‌ প্রভৃতি জায়গা হ'তে এখানে মাল আমদানী হ'ত, আর সেই সব মাল ইয়োরোপে নিয়ে যাওয়ার জন্য ইটালীর বণিকরা, বিশেষতঃ 'জেনোয়া'র লোক এখানে দলে দলে আসত।

বারো দিনের পথ চ'লে মার্কো পারস্যে এসেছিলেন। পারস্যের এক কালে খুব খ্যাতি ও ক্ষমতা ছিল, কিন্তু তাতার জাতি দেশটির তখন সর্ব্বনাশ করেছিল। মার্কো এই প্রসঙ্গে পারস্যে প্রচলিত একটা গল্প বলেছেন। গল্পটি এই—

একজন সাধু পুরুষ জন্মেছেন শু'নে তিনজন রাজা পূবদেশ হ'তে তাঁকে দেখতে গেলেন; শিশুকে উপহার দেবার জন্য তাঁরা নিয়ে চললেন তিন রকম জিনিষ,—সোনা, এক রকম গুগ্‌গুল-ধূপ, যা পূজা প্রভৃতি ধর্ম্মকর্ম্মে পোড়ান হয়, আর এক রকম গুগ্‌গুল, যা ওষুধের কাজে লাগে। তাঁরা ভেবেছিলেন যদি শিশু সোনা নেন তা হ'লে বুঝতে হবে তিনি রাজা, যদি প্রথম রকম গুগ্‌গুল নেন, তা হ'লে জানা যাবে যে তিনি ভগবান, আর দ্বিতীয় রকম গুগ্‌গুল নিলে জানতে হবে যে তিনি চিকিৎসক। শিশু যেখানে জন্মেছিলেন সে জায়গায় তাঁরা এলেন। তিন জনের মধ্যে যাঁর বয়স সব চেয়ে

কম, তিনি প্রথমে তাঁকে দেখতে গেলেন। তিনি গিয়ে দেখেন শিশুর বয়স ঠিক তাঁর মত। তার পর তাঁর চেয়ে বয়সে বড় যিনি, তিনি গিয়ে দেখেন শিশুর বয়স ঠিক তাঁরই মত। তৃতীয় জনও গিয়ে দেখলেন তাই। তিন জনেই ভারি আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন। পরে তিন জন যখন একত্র হ'য়ে তাঁরা কে কি দেখেছেন সে-বিষয়ে গল্প করলেন, তখন তাঁরা আরও আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন। তখন তাঁরা পরামর্শ ক'রে ঠিক করলেন, তাঁরা তিন জন এক সঙ্গে গিয়ে তাঁকে দেখবেন। এক সঙ্গে গিয়ে তাঁরা দেখলেন শিশু দেখতে ঠিক শিশুরই মত ; তাঁর বয়স তেরো দিন, তাঁকে তেরো বছরের খোকার মতই দেখাচ্ছিল। তাঁরা ভক্তিতে গদ গদ হ'য়ে তাঁকে নিজেদের আনা উপহার দিলেন। শিশু তিন রকমের উপহারই নিয়ে একটি ছোট ডালাবন্ধ বাক্স তাঁদের দিলেন। বাক্স নিয়ে তিন জন দেশের দিকে চললেন।

যখন পথ চলতে চলতে কিছুদিন কেটে গেল তাঁদের ইচ্ছা হ'ল বাক্সটি খু'লে দেখেন তার মধ্যে কি আছে। তাঁরা সেটি খু'লে দেখেন ভেতরে একখণ্ড পাথর। তাঁরা পাথরটা দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন, শিশু কেন যে তাঁদের এটা দিলেন তা বুঝতেই পারলেন না।

সব জিনিষের বা ব্যাপারের এক একটা অর্থ থাকে। যখন রাজা তিন জন তাঁদের আনা উপহার শিশুকে দিলেন, শিশু তা সব কয়টিই নিয়েছিলেন ; তাঁরা তাই দেখে ভেবেছিলেন যে ইনিই প্রকৃত ভগবান, প্রকৃত রাজা, আর প্রকৃত চিকিৎসক। এ ধারণাটা তাঁরা ঠিকই করেছিলেন, কিন্তু পাথরটা দেওয়ার অর্থ তাঁরা খুঁজে

পলেন না। সেটির অর্থ—তাঁদের মধ্যে যে বিশ্বাস জন্মেছে সেটি পাথরের মত দৃঢ় হবে। এ অর্থ তাঁরা বুঝতে না পেরে একটি কুয়োর ভেতর পাথরটি দিলেন ফেলে; অমনি সঙ্গে সঙ্গে আকাশ থেকে অগ্নিশিখা নেমে কুয়োর ভেতর ঢুকতে লাগল। যখন রাজা তিন জন এই কাণ্ড দেখলেন তাঁরা বিস্ময়ে অবাক্ হ'য়ে গেলেন। তাঁরা এটা বুঝলেন যে পাথরের মানে আছে, আর সে মানে সাধারণ লোকে বুঝবে না। তখন পাথরখানা ফেলে দেওয়ার জন্য তাঁদের মনে ভারি অনুতাপ হ'তে লাগল। তখন সে আগুন থেকে একটু আগুন নিয়ে তাঁরা দেশে এসে একটা সুন্দর ভাল মন্দির তৈরী ক'রে তা'তে রেখে দিলেন। সেখানকার লোকে অনবরত সে আগুন জ্বালিয়ে রাখত, দেবতা জ্ঞান ক'রে তার উপাসনা করত, আর যত হোম, যাগযজ্ঞ হ'ত, সব ঐ আগুন থেকে নিয়ে করা হ'ত।

প্রাচীনকালে পারস্যের লোকে আগুনের পূজা করত। তাই মনে হয়, যীশুখ্রীষ্টের গল্পের মধ্যে আগুনের গল্প ঢুকিয়ে তারা একটা নতুন গল্পের সৃষ্টি করেছিল।

পোলোর বইতে পারস্যের সব নগরের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাদের নাম একটু আধটু বদলে নিলে আজকালকার অবস্থার সঙ্গে অনেকটা মি'লে যায়। এখনকার কালে পারস্যে যাঁরা অনেক দিন কাটিয়েছেন, তাঁরা বলেন পোলো সে-দেশের যে বিবরণ দিয়ে গিয়েছেন তা প্রায় ঠিক।

মার্কো বলেছেন,—পারস্যে ভাল ভাল ঘোড়া পাওয়া যায়; এখান থেকে ঘোড়া ভারতবর্ষে চালান গিয়ে বিক্রী হয়। এখানে

ভাল ভাল গাধাও আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গাধার দাম অনেক সময় ঘোড়ার চেয়ে বেশী, কারণ গাধা খায় কম, বোঝা বয় বেশী, আর হাঁটে অনেক দূর। উটও আছে, কিন্তু উটগুলি খুব তাড়াতাড়ি চলতে পারে না। উট একেবারে না থাকলে এদেশে মুস্কিল, কারণ এমন অনেক জায়গা আছে, যার আশপাশে বহু দূরের মধ্যে ঘাস জন্মায় না।

মার্কো 'তাব্রিজ দিয়ে পারস্যে ঢু'কে 'কাজবিন্' হ'য়ে 'সেবা'য় পৌঁছেন। 'সেবা' এখনও আছে, নাম তার এখন 'সেভা'; 'সেবা' 'তিহারাণে'র পঁচিশ ক্রোশ দক্ষিণে, এখন তার ভাঙ্গাচোরা অবস্থা। 'সেবা'র কথা বলতে গিয়েই মার্কো 'তিনজন ঋষি'র গল্প করেছেন। তিনি তার পর যান 'ইয়েজ্‌দ্' নগরে; নগরটি রেশমের কাজের জন্য বিখ্যাত। তার পর 'কারমান্' প্রদেশের কথা। মার্কো এর প্রশংসা করেছেন। 'কারমান্' পারস্যের পূর্ব্ব সীমান্তে। এখানে পাহাড়ে অনেক ভাল ভাল পাথর, দামী রত্ন পাওয়া যায়; অনেক অস্ত্র, যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম এখানে তৈরী হয়। এখানকার স্ত্রীলোকের হাতের শিল্প কাজ বিখ্যাত; তারা সূঁচ দিয়ে রেশমের কাপড়ে সব রকম জীবজন্তুর মূর্ত্তি বুনতে পারে।

তারপর আট দিনের পথ চ'লে পোলোরা একটা পাহাড়ে পৌঁছেছিলেন। সমতল ভূমির ওপর অনেক নগর ও কেল্লা, কিন্তু পাহাড়ের ওপর গোটা কতক রাখালের কুঁড়ে ঘর ছাড়া লোকের বসতি ছিল না; তবে ফলের গাছ ছিল অনেক। এই অঞ্চলে শীতকালে এত ঠাণ্ডা পড়ে যে লোকে অনেক কাপড় চোপড় গায়ে জড়িয়েও

শীতের কষ্ট ভোগ করে। পাহাড় পেরিয়ে আবার একটা সমতল ভূমি। এ অঞ্চলে বেদানা, 'পীচ্' আরও নানারকম ফল জন্মায়। পোলো এখানকার এক রকম বড় ষাঁড়ের কথা বলেছেন, তাদের লোম শাদা, পাতলা ; শিং ছোট্ট, কিন্তু সূঁচাল নয়, মোটা। উটের মত পিঠে তাদের কুঁজ। তারা খুব ভার বৈতে পারে। যখন তাদের পিঠে ভার চাপাবার দরকার হয়, তারা উটের মত হাঁটু গেড়ে বসে, তার পর বোঝা চাপান হ'লে আবার উ'ঠে দাঁড়ায় ; এই রকম ভাবে ভার নিতে তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এ অঞ্চলের ভেড়াও অদ্ভুত। সেগুলো গাধার মত দেখতে বড়, আর তাদের প্রকাণ্ড মোটা লেজ, ওজনে এক একটা লেজ প্রায় সের পনের। এদের মাংস বেশ ভাল। ভেড়ার বর্ণনা থেকে বোঝা যায় মার্কো দুম্বা ভেড়ার কথাই বলেছেন।

এ সব দেখতে গেলে অঞ্চলটা যে ভাল ছিল তা বলতে পারা যায়। কিন্তু সেখানে একটা ভয়ের কারণ ছিল, সে হচ্ছে 'কারাউনা' নামে একদল ডাকাতের উৎপাত। লোকের ধারণা ছিল,—তাতাররা ছিল এদের বাপ, মা সব ছিল ভারতবর্ষের মেয়ে। সম্ভবতঃ এ ধারণা ভুল। বোধ হয় তাতার সৈন্যদের মধ্যে যারা সব চেয়ে বদ তাদের 'কারাউনা' বলা হ'ত। এদের মধ্যে মঙ্গোল, তুর্কী, কুর্দ্দ আরও কত কি ছিল। তারা যে শুধু এই সমতল ভূমির ওপর অত্যাচার ক'রে বেড়াত তা নয় ; তারা ভারতবর্ষের মধ্যেও ঢুকেছিল লুঠতরাজ করতে, এমন কি সম্ভবতঃ লাহোর পর্য্যন্ত পৌঁছেছিল। আজকালকার হাজারা জাতি ও বেলুচীরা বোধ

হয় তাদের বংশধর। ঘিলজাই পার্ব্বত্য জাতি হাজারাদের নাম দিয়েছে মোগল।

এ অঞ্চলে আর একটা উৎপাত ছিল, সেটা এক রকম শুকনো কুয়াসা; সাধারণতঃ আমরা যে কুয়াসা দেখি তার মধ্যে জলের অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণা থাকে। কিন্তু এ কুয়াসায় জলের লেশমাত্রও থাকে না, তাতে চারদিক যেন অন্ধকার হ'য়ে যায়। মার্কো বলেন,—'কারাউনা'রা মন্ত্রতন্ত্রের জোরে এই কুয়াসার অন্ধকার সৃষ্টি করত। এই অন্ধকারে গা ঢেকে ঐ ডাকাতের দল লুঠ করতে বেরোয়। তাদের পথ ঘাট সব জানা, পাশাপাশি ঘোড়া ছুটিয়ে তারা চলে, তাদের কোন কষ্ট হয় না। মার্কো একবার তাদের হাতে প্রায় ধরা পড়েছিলেন। তিনি কোন রকমে ভগবানের দয়ায় পরিত্রাণ পেয়ে কাছাকাছি একটা গ্রামে পালিয়ে প্রাণ বাঁচান; কিন্তু তাঁর দলের সাত জন ছাড়া বাকী সকলে 'কারাউনা'দের হাতে পড়েছিল। ডাকাতরা তাদের কতকলোককে গরু বাছুরের মত বিক্রী করেছিল; আর জন কতককে মেরে ফেলেছিল।

'কারাউনা'দের স্বভাবই ছিল এই। তাদের হাতে বুড়ো বুড়ো লোক পড়লে মেরে ফেলত, কারণ বুড়োদের বেচে তো পয়সা পাওয়া যাবে না, বুড়ো চাকর কিনবে কে? যাদের বয়স কম তারাই অন্য লোকের ক্রীত দাস হ'য়ে প্রাণে বেঁচে রইত। তবে 'কারাউনা'রা সত্য সত্যই অন্ধকার সৃষ্টি করতে পারত না; যখন অন্ধকার হ'ত তারা নিজের কাজের সুবিধা ক'রে নিত। তাদের ভয়ে গ্রামের

লোক গ্রামের চারধারে মাটির উঁচু দেওয়াল গেঁথে বাস করত।

এই সমতল অঞ্চলের ওপর দিয়ে সাত দিনের পথ চললে 'হর্‌মজ্‌' বন্দরে পৌঁছান যায়। শেষের দিকের পথ মোটেই ভাল নয়, একেতো তখন সেটা 'উৎরাই'—অর্থাৎ ওপর থেকে নীচের দিকে নামতে হয়, তা ছাড়া পথে রাহাজানির ভয়ও ছিল খুব।

'হর্‌মজ্‌' তখন পারস্যের জমির ওপর ছিল, তার পর তাতারদের আক্রমণের ভয়ে বন্দরটি দ্বীপের ওপর বসান হয়। আট শো বছর আগে হর্‌মজ্‌ একটি বিখ্যাত বন্দর ছিল; এখন এটি সামান্য একটি গ্রাম, এর যা কিছু ব্যবসা বাণিজ্য, সব 'বন্দর আব্বাসে' উ'ঠে গিয়েছে।

মার্কো 'হর্‌মজে'র খুব প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন,—সে অঞ্চলে নদী ও খেজুর গাছ যথেষ্ট, পাখীও নানা রকম আছে। 'হর্‌মজ্‌' বন্দরে নানা দেশ থেকে বণিকেরা সব আসে; মশলা, মণি, মুক্তা, সোনা রূপার কাজকরা কাপড় চোপড়, হাতির দাঁতের জিনিষ সব ভারতবর্ষ থেকে 'হর্‌মজে' আমদানী হয়। দেশী বিদেশী লোকের ভিড়ে বন্দরটি সব সময় সরগরম থাকে। মার্কো 'হর্‌মজে'র রাজার নাম বলেছেন রোশেনাদ্‌ ইব্‌ন্‌ আহমদ্‌; ইনি 'কারমানে'র সুলতানের অধীন। যদি কোন বণিক হর্‌মজে মরেন তাঁর সম্পত্তি রাজাই পান। এ অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে অসহ্য গরম পড়ে; লোকে জলের মধ্যে ঘর তৈরী ক'রে তখন তার মধ্যে বাস করে। দুপুর বেলা এমন গরম হাওয়া চলে, যে লোকে দম

আটকে মারা পড়ে; তাই প্রাণের দায়ে যতক্ষণ না হাওয়া থামে, ততক্ষণ তারা একগলা জলে দাঁড়িয়ে থাকে। কি রকম ভীষণ অবস্থা তখন হয় তার একটা গল্প মার্কো করেছেন। হর্‌মজের রাজা খাজনা দেন নি ব'লে 'কারমানে'র স্থলতান তাঁর বিরুদ্ধে হাজার ছয় সাত ফৌজ পাঠিয়ে দেন; ষোল শো ঘোড় সওয়ার আর পাঁচ হাজার পদাতিক এল হর্‌মজ্ আক্রমণ করতে। যে লোকটা পথ দেখাবার জন্য আসছিল তার হ'ল পথ ভুল; সৈন্যেরা রাত কাটাবার জন্য এক জায়গায় থামল। পর দিন সকালে বাতাস উঠল, সাত হাজার সৈন্য দম বন্ধ হ'য়ে মারা পড়ল। পাছে মড়া পচার দুর্গন্ধে দেশে রোগ, মড়ক ছড়িয়ে পড়ে, তাই হর্‌মজের লোকে তাদের গোর দিতে গেল। গর্ত্ত খুঁড়ে যখন তারা এক একটা মড়ার হাত ধ'রে টানতে গেল তখন শুধু হাত খানা দেহ থেকে খু'লে এল। গরম হাওয়ায় মড়া সব শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে উঠেছিল।

মার্কো সেখানকার লোক ও জাহাজ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলেছেন। অধিবাসীরা রুটি বা মাংস খায় না; তাদের খাদ্য হ'ল খেজুর, নোনা মাছ ও পেঁয়াজ। তাদের জাহাজ মোটেই শক্ত ছিল না; কারণ জাহাজের তক্তা সব লোহার পেরেক দিয়ে আঁটা হ'ত না; কাঠের গোঁজ ও নারকেলের ছোবড়ার তৈরী দড়ি দিয়ে তক্তা সব আঁটা থাকত। যেমন আলু কি তামাকের নাম তখন ইয়োরোপে কেউ জানত না, সেই রকম নারকেলের নামও তখন ইয়োরোপের লোকে শোনে নি। মার্কো তাই নারকেলের নাম দিয়েছেন

'ভারতবর্ষের বড় বাদাম'। নারকেলের খোসা বা ছোবড়া থেকে কেমন ক'রে ঘোড়ার বালাম্‌চির মত লম্বা লম্বা আঁশ বে'র করা হয়, মার্কো তার বিবরণ দিয়েছেন; আর বলেছেন সেই আঁশ দড়ির মত পাকিয়ে কেমন ক'রে শক্ত করা হয়, আর তাই দিয়ে কেমন ক'রে জাহাজের তক্তা এঁটে ফেলা হয়। ছোব্‌ড়ার দড়ি যা তৈরী হয় তা বেশ শক্ত, জলে তা পচে না, ছোট খাট সমুদ্রের ঢেউ তার ক্ষতি করতে পারে না। এক একখানা জাহাজের একটা মাস্তুল, একটা পাল, একটা হাল থাকত; জাহাজের পাটাতন ছিল না; তবে মাল বোঝাই ক'রে তার ওপর একটা ঢাকা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। জাহাজের কাঠের ওপর আলকাতরা দিয়ে রঙ্‌ তারা করত না, শুধু মাছের তেল ঘ'ষে দিত। এই রকম জাহাজে চ'ড়ে সমুদ্রের ওপর দিয়ে দূরে যেতে হ'লে প্রাণ হাতে ক'রেই যেতে হ'ত। ভারতবর্ষের সঙ্গে হর্‌মজের বেশ বাণিজ্য চলত; অনেক মাল, অনেক ঘোড়া হর্‌মজ্‌ থেকে জাহাজে ক'রে ভারতবর্ষে রপ্তানী হ'ত। জাহাজগুলো একেতো মজবুত নয়, তার ওপর সমুদ্রে ঐ অঞ্চলে খুব বেশী ঝড় হয়; ফলে মালসুদ্ধ অনেক জাহাজ ভেঙ্গে সমুদ্রে তলিয়ে যেত।

পোলোরা দক্ষিণে হর্‌মজ্‌ পর্য্যন্ত এসেছিলেন কেন ঠিক বুঝা যায় না। তাঁরা তুর্কীস্থানের মধ্য দিয়ে বরাবর পূর্ব্বদিকে যান নি তার কারণ 'লিভাণ্ট্‌' অঞ্চলের মালিক 'হলাকু'র সঙ্গে ভল্গানদীর তীরে তাতারদের যে দল ছিল তাদের রাজা 'বর্কা'র ঝগড়া চলছিল। কিন্তু তাঁরা যখন 'কারমানে' এসেছিলেন তাঁরা অনায়াসে উত্তর-পূব দিকের পথ ধ'রে যেতে পারতেন। তা না গিয়ে তাঁরা

এলেন আরও দক্ষিণে 'হর্‌মজে'। পোলোরা ব্যবসাদার লোক, বোধ হয় তাঁরা 'হর্‌মজে' বাণিজ্যের কথা শু'নে সেখানে এসেছিলেন। আরও হয়তো তাঁদের মতলব ছিল সেখান থেকে জাহাজে চেপে তাঁরা পূব দিকে যাবেন, আর সেখানে গিয়ে জাহাজের অবস্থা দেখে হয়ত তাঁরা সে মতলব ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাই বোধ হয় অগত্যা তাঁরা আবার 'কারমানে'র দিকে চললেন; তবে যে পথ তাঁরা ধরলেন সেটা অন্য পথ। 'কারাউনা'দের ভয়েই বোধ হয় তাঁরা পথ বদলেছিলেন। এই পথটার সম্বন্ধে মার্কো বেশী কিছু বলেন নি। সে জায়গাটা সমতল কিন্তু সেখানে রুটি যা তৈরী হয় জলের দোষে তা প্রায় অখাদ্য। সেখানে মাটি থেকে এক রকম গরম জলের ফোয়ারা উঠত; সে সব ফোয়ারায় অনেকে স্নান করত, কারণ সে জলের অনেক গুণ ছিল; তাতে অনেক রোগ সহজে সেরে যেত।

এতদিন মোটের ওপর ভাল জায়গার ওপর দিয়েই পোলোদের পথ গিয়েছিল। ক্রমে এখন খারাপ জায়গার মধ্যে দিয়ে তাঁদের যেতে হ'ল। এ সময় যে ভাল পথ, বড় সহর তাঁরা একেবারে পান নি তা নয়। তবে অনেক জায়গাতেই তাঁদের পার হ'তে হয়েছিল ছোট, বড় অনেক মরুভূমি। মরুভূমিতে অনেক অসুবিধা, বিপদ ছিল; তার মধ্যে সব চেয়ে বড় হ'ল জলের কষ্ট। মার্কোর বিবরণ থেকে তখনকার মরুভূমির এক একটা সুন্দর ছবি পাওয়া যায়।



মরুভূমির মাঝে মার্কো পোলো

'কারমান্' থেকে উত্তর দিকে তিন দিন ঘোড়া চালিয়ে একটা মরুভূমির মধ্যে পোলোরা এলেন। পথ বড়ই খারাপ; সঙ্গে জল নিয়ে না এলে দারুণ কষ্ট পেতে হয়, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্তও যেতে পারে। কিছু দিন আগেও যাঁরা সেই মরুভূমি পার হয়েছেন, তাঁরাও এই একই কথা বলছেন। তা হ'তে বেশ বুঝা যায় মার্কো বাজে কথা বলেন নি।

মার্কো বলেছেন,—প্রথম তিন দিন ভাল খাবার জল একেবারে মিলবে না। গোটা কতক জলাশয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তার জলের রঙ্ সবুজ, যেন লতা পাতা পচান জল, আর যেন নুন গোলা। সে জল যে খাবে, তা মানুষই হোক্ আর পশুই হোক্, তার পেটের অসুখ করবেই। চার দিনের দিন মাটির তল দিয়ে ব'য়ে যাচ্ছে এমন একটা নদী পাওয়া যায়। পারস্যের এই অঞ্চলে এ রকম অন্তঃসলিলা নদীর কথা খুব প্রাচীন বইতেও লেখা আছে। তার পরেও দিন তিন চার ধ'রে পথের এই ভীষণ অবস্থা। সুখের মধ্যে এই যে সেখানে 'কারাউনা' বা হিংস্র বুনো জানোয়ারের উৎপাত নেই। শেষের কয় দিন পথে মাঝে মাঝে বুনো গাধা দেখা গিয়েছিল।

সাত দিন পরে একটা বড় সহরে তাঁরা এলেন, মার্কো তার নাম দিয়েছেন 'কবিন্‌হাম্‌'। সেখানে ইস্পাতের ওপর পালিশ ক'রে বড় বড় আয়না তৈরী হয়, আর চোখের জন্য এক রকম কাজল পাওয়া যায়। খনি থেকে দস্তার চাপ উঠিয়ে তা আগুনে গলিয়ে কি উপায়ে দস্তা ও 'টুট্টি' নামে জিনিষ তৈরী হ'ত তার বিবরণ মার্কো দিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন এই 'টুট্টি' চোখের রোগে ভাল ঔষধ।

'কবিন্‌হাম্‌' সহর ছাড়িয়ে আবার মরুভূমি; তা পার হ'তে আটদিন লাগে। এর মধ্যেও গাছপালা, ফলমূল, জল পাওয়া যায় না। জল যা পাওয়া যায় তা অতি বিশ্রী, পশুতে পর্য্যন্তও তা ছোঁয় না।

এই মরুভূমি পার হ'লে পারস্যের উত্তর সীমান্তে এক প্রদেশে পৌঁছান যায়। সেখানে অনেক সহর ও কেল্লা আছে। মার্কো জায়গাটার প্রশংসা করেছেন। তিনি একটা অদ্ভুত গাছের কথা বলেছেন, নাম তার 'সূর্য্যের গাছ' বা 'শুকনো গাছ'। বেশ বড় গাছ, পাতার একদিক শাদা আর একদিক সবুজ। বাদামের মত এক রকম ফল এর হয়, তবে তার মধ্যে কিছু থাকে না, শুধু খোসাই সার। কাঠের রঙ্‌ হলদে, বেশ শক্ত, ভারী কাঠ। ক্রোশ পঞ্চাশের মধ্যে অন্য কোন গাছ নেই, কেবল একদিকে পাঁচ ক্রোশ দূরে অন্য রকম গাছ দেখতে পাওয়া যায়। অধিবাসীরা মার্কোকে বলেছিল যে এইখানে সেকেন্দর শাহ পারস্যরাজ দরায়ুসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। সহরগুলোতে ভাল ভাল জিনিষ আছে, আবহাওয়াও

ভাল ; অধিবাসীদের চেহারাও ভাল। মার্কো বলেছেন ঐ অঞ্চলের স্ত্রীলোকদের মত এমন সুশ্রী স্ত্রীলোক তিনি আর কোথাও দেখেন নি।

পোলোরা তারপর 'খোরাসান্' ও আফগানিস্থানের পশ্চিম অংশ দিয়ে চললেন। তাঁরা যে পথ দিয়ে গিয়েছিলেন তা ঠিক এখন বুঝবার উপায় নেই। শেষে তারা 'বল্‌খ্' নগরে পৌঁছলেন। এক কালে 'বল্‌খ্' খুব বড় বড় ও সুন্দর সুন্দর প্রাসাদে পূর্ণ ছিল, কিন্তু জেঙ্গিস্ খাঁ তার দফা রফা করেছিলেন। পোলোরা যে সময় গিয়েছিলেন, তখন তার ভাঙ্গাচোরা অবস্থা. লোকের সংখ্যাও ক'মে গিয়েছিল।

'লিভাণ্ট্' অঞ্চলে তাতার রাজার অধিকারের শেষ সীমা ছিল 'বল্‌খ্'। তার পর বারো দিন ধ'রে যে দেশের মধ্য দিয়ে তাঁরা পথ চলেছিলেন সেটা ছিল যেন শ্মশান; সেখানে কোন জন-মানব ছিল না। ডাকাতের অত্যাচারে ও সৈন্যদের যাওয়া আসায় লোকেরা দেশ ছেড়ে পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিল। ও দেশে নদী ও শিকার করবার পশু ছিল বিস্তর। সেখানে সিংহও পাওয়া যেত। পথে খাবার মিলত না ; তাই পথিকেরা দিন কতকের খাবার সঙ্গে নিয়ে পথ চলত। ওখানে নুনের পাহাড়ের কথা পোলো বলেছেন। ত্রিশ দিনের দূরের পথ হেঁটে লোকে আসত এখান থেকে নুন নিতে ; লোহার গাঁথি দিয়ে নুন ভাঙ্গতে হ'ত, এত শক্ত পাহাড়ের গা। এ অঞ্চলটায় খাবার বেশ পাওয়া যায়। পুরুষেরা মাথায় হাত দশেক লম্বা মোটা দড়ি জড়িয়ে পাগড়ীর মত করত, বুনো পশুর চামড়া দিয়ে তা'রা পোষাক করত।

তার পর পোলোরা এলেন 'কিশ্‌ম' নগরে, তার আশ পাশে পাহাড়ের ওপর অনেক কেল্লা, মাঝ দিয়ে ব'য়ে যাচ্ছে এক নদী।

এখান থেকে তিনদিনের পথ চ'লে মার্কো এলেন 'বাদাক্‌শানে'। লোকে বলে এখানকার রাজারা সেকেন্দর শাহর বংশধর। সেকেন্দর পারস্যের রাজা দরায়ুসকে হারিয়ে দিয়ে তাঁর মেয়েকে বিয়ে করেন। 'বাদাক্‌শানে'র রাজবংশ এঁদের থেকেই জন্মেছে,—অন্ততঃ মার্কো তাই শুনেছিলেন।

দেশটা মণি-রত্নে ভরা। পাহাড়ের গায়ে খনি থেকে এই সব খুঁড়ে বে'র করা হয়। মার্কোর বাপ, কাকা দামী পাথরের ব্যবসা করতেন, কাজেই মণি-রত্ন সম্বন্ধে খোঁজ খবর করা মার্কোর পক্ষে স্বাভাবিক। মার্কো বলেছেন যে 'বাদাক্‌শানে'র রাজা নিয়ম ক'রে দিয়েছেন,—তাঁর হুকুম বা পরোয়ানা না নিয়ে যে মণি খুঁড়ে বে'র করবে তার প্রাণ যাবে। মণি খুঁড়বার সম্বন্ধে এত ধরাবাঁধা বা কড়াক্কড়ি না থাকলে এত বেশী মণি বা দামী পাথর বে'র হবে যে তার আর কোন দাম থাকবে না। সেখানে খনি থেকে রূপা, সীসা প্রভৃতি ধাতুও পাওয়া যেত। দেশটা ঠাণ্ডা; সেখানে ভাল ভাল ঘোড়া ছিল, তাদের খুর এত শক্ত যে 'নাল' মারবার দরকার হ'ত না, শুধু খুর নিয়েই তারা পাহাড়ের পথে ছুটতে পারত। ভাল শিকরে পাখীও সেখানে মিলত। ভাল যব গম সেখানে জন্মাত; আখরোটের ও তিলের তেলের কথাও মার্কো বলেছেন। সেখানকার নদী সব ভাল, সমতল ভূমি বড় ও পাহাড়গুলো উঁচু ও খাড়াই। অসুখ হ'লে পাহাড়ের ওপর গিয়ে দিন দুই তিন বাস

করলে লোকের অসুখ সেরে যায়। মার্কো নিজে বছর খানেক অসুখে ভু'গে এই রকমে সেরেছিলেন। সেখানকার পুরুষদের সম্বন্ধে মার্কো বলেছেন যে তারা পশুর চামড়া পরে ও ভাল তীর ছুঁড়তে ও শিকার করতে পারে। মেয়েদের পোষাক একটু অদ্ভুত ছিল। সেখানকার লোকের ধারণা ছিল, যে স্ত্রীলোককে যত মোটা দেখাবে সে তত সুন্দর। তাই স্ত্রীলোকেরা কোমরে ষাট সত্তর গজ কাপড় জড়িয়ে রাখত।

এ অঞ্চল সম্বন্ধে মার্কো খুব বেশী বিবরণ দিয়েছেন, তার কারণ তিনি এখানে অসুখে প'ড়ে প্রায় এক বছর ছিলেন, কাজেই সে সময় তিনি অনেক জিনিষ দেখতে শুনতে পেয়েছিলেন। এখানকার খোঁজ বড় একটা কেউ রাখত না। মার্কোর পরে অনেক বছরের মধ্যে এখানে কোন ইয়োরোপের লোক আসে নি।

মার্কো নিজে একজন ছোট্টখাট্ট জহুরী; তিনি বলেছেন এখানে প্রবালের আদর খুব বেশী। ইয়োরোপ থেকে এখানে যে প্রবাল আমদানী হ'ত তা খুব বেশী দরেই বিক্রী হ'ত।

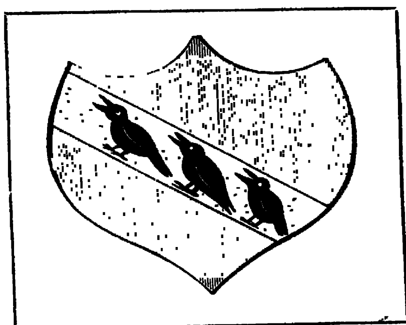
ভারতবর্ষ বা কাশ্মীর সম্বন্ধে তিনি আর বেশী কিছু বলেন নি; তারপর তিনি পামির অঞ্চলে এলেন,—এটা 'বাদাকশানে'র উত্তর-পূব দিকে। মার্কো বলেছেন,—"বাদাক্শান রাজ্যের পর রাজার ভায়ের রাজ্য, তার পর আর একটা প্রদেশ। এইটার পর তিন দিন ধ'রে 'চড়াই' আরম্ভ—অর্থাৎ উঁচু ঢালু পাহাড়ে উঠতে হয়, শেষে একটা খুব উঁচু পাহাড় দেখা যায়; দুই পাহাড়ের মধ্যে একটা বড় হ্রদ আছে; সমতলভূমির ওপর দিয়ে একটি সুন্দর নদী ব'য়ে যাচ্ছে; নদীর তীরে

এত ভাল ঘাস জন্মায় যে রোগা ঘোড়া বা ষাঁড় যদি দশ দিন সেখানে চরে তা হ'লে মোটা হ'য়ে যাবে।" এটা মার্কোর নিজের কথা—একটুও না বদলে তু'লে দেওয়া হয়েছে। নদীটির নাম অক্সাস্।

মার্কো বলেছেন সেখানে বুনো পশু যথেষ্ট। এক রকম বুনো প্রকাণ্ড ভেড়ার কথা তিনি বলেছেন, শিঙ্ তার ছয় বিঘত লম্বা আর বেশ মোটা। সেখানকার রাখালেরা এই শিঙ্ থেকে খাবার রাখবার জন্য বড় বড় বাটি তৈরী করে, আর খোঁয়াড়ের বেড়া দেবার জন্যও তাদের শিঙ্ কাজে লাগায়।

মার্কো এই সব কথা যখন বলেছিলেন তাঁর দেশে তা আজগুবি বলে হেসে লোকে উড়িয়ে দিয়েছিল; কেউ এ সব কথা বিশ্বাস করতে চায় নি। যখন পাঁচ শো' বছরেরও পরে 'ক্যাপ্টেন্ জন্ উড্' ঐখান দিয়ে যাবার সময় ঐ ভেড়া স্বচক্ষে দেখে তার বিবরণ পৃথিবীর লোককে জানিয়ে দিলেন,—সে হ'ল ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের কথা,—তখন পৃথিবীর সকলে বুঝল, মার্কো বাজে কথা ব'লে যান নি। এখন পোলোর নাম অনুসারে ঐ জাতের ভেড়ার নাম দেওয়া হয়েছে।

মার্কো এই অঞ্চলটার নাম বলেছেন 'পামির', সেই নাম এখনও চলছে। মার্কো ব'লে গিয়েছেন এই অঞ্চলটির এক দিক থেকে আর এক দিকে যেতে বারো দিন লাগে। লোকের বাস এখানে নেই; পথিক যারা যাবে তাদের খাবার দাবার সঙ্গে নিয়ে পথ চলতে হয়। জায়গাটা এত ঠাণ্ডা যে কোন পাখী সেখানে দেখা যায় না। মার্কো ঐ দেশের আর একটা মজার কথা বলেছেন



পোলোদের কুলমর্য্যাদা চিহ্ন



Photo: E. J. Manty

পামির অঞ্চলের ভেড়া

'সেখানে আগুন জ্বালা হ'লে বেশ দাউ দাউ করে জ্বলে না, আর তার তাত ও ভাল হয় না।' অন্য জায়গায় আগুনের ওপর জল বসিয়ে জ্বাল দিলে জল টগ্ বগ্ ক'রে ফু'টে ওঠে, আর জলের মধ্যে যা থাকে তা সিদ্ধ হয়। এখানে জল ফু'টে ওঠে কিন্তু জিনিষ সিদ্ধ হয় না। এর কারণ বিজ্ঞানের বইতে বুঝিয়ে দেওয়া আছে। উঁচু জায়গায় জল অল্প তাত পেলেই ফু'টে ওঠে। পামির অঞ্চল বেশ উঁচু জায়গা, তাই কম তাতে জল ফুটে ওখানে। আগুন যে দাউ দাউ ক'রে কেন জ্ব'লে ওঠে না, মার্কো তাও বুঝতে পারেন নি; তা'র কারণ আগুন জ্বালা হ'ত সরু সরু ছোট কাঠ কিম্বা গোবরের ঘুঁটে দিয়ে; অত উঁচু জায়গায় বায়ুও খুব হাল্কা; সেই জন্যই আগুনের তেজ কিছু কম ব'লেই মনে হ'ত।

পামির থেকে মার্কো গিয়েছিলেন পূব দিকে ও উত্তর-পূব দিকে। চল্লিশ দিন ধ'রে তাঁরা পাহাড় পর্ব্বত, নদ নদী পার হ'য়ে চলেছিলেন; পথে লোকালয়, গাছপালা বড় একটা ছিল না। পর্ব্বতের ওপরে কুঁড়ে ঘর বেঁধে অসভ্য লোক বাস করত; তাদের কাজ ছিল শিকার করা, বুনো পশুর চামড়া ছিল তাদের কাপড়। তারা মোটেই লোক ভাল ছিল না। দেশটার নাম মার্কো দিয়েছিলেন—'পালো' বা 'বলোর'। ইয়ার্কন্দের দক্ষিণে এ দেশ।

তার পর এলেন তিনি 'কাশ্গারে'। এটা খাঁকান অর্থাৎ সম্রাট কুবলাইএর অধীন ছিল। জায়গাটি বেশ ভাল; এখানে আঙুর ও অন্যান্য ফলের বাগান, তূলা, শণের গাছ আছে; জমিও

উর্ব্বর। বাণিজ্যের জন্য এখানকার অনেক বণিক দেশ বিদেশে যায়। এখানে একদল খ্রীষ্টানের বাস ছিল।

পোলো এইবার 'সমরকন্দের' কথা বলেছেন। তিনি সেখানে নিজে যান নি, বোধ হয় বাবা, কাকার কাছে গল্প শু'নে থাকবেন। এটাও কুবলাইএর অধীন। এখানেও একদল খ্রীষ্টান বাস করত, তবে মুসলমান অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের বেশ সদ্ভাব ছিল না। সহরটি বেশ বড় ও বিখ্যাত। এ অঞ্চলে ভাল ভাল বাগান ও উর্ব্বর জমি ছিল।

ইয়ার্কন্দের সম্বন্ধে দু'চার কথা বলেই মার্কো তাঁর বিবরণ শেষ করেছেন :—'অধিবাসীরা হাতের শিল্প কাজ বেশ ভাল করে, কিন্তু বেশীর ভাগ লোকের গলায় গলগণ্ড আর পায়ে গোদ ; জলের দোষেই এ রোগ হ'য়ে থাকে।'

'খোটান' সম্বন্ধে তিনি বলেছেন,—'এ অঞ্চলে জিনিষ পত্তরের কিছু অভাব নেই কিন্তু লোকে লড়াই ভালবাসে না ; হাতের শিল্পে এদের নাম খুব।'

তার পর মার্কো এলেন 'চারকন্' নামে এক অঞ্চলে। তিনি এটাকে একটা প্রদেশ বলেছেন, আর বলেছেন এখানে কেল্লা, নগর অনেক রয়েছে ; এক রকম দামী পাথরও পাওয়া যায় এখানে। তবে জায়গাটা বালিতে ভরা, ভাল জল খুব কমই মেলে, বেশীর ভাগ জল পানের উপযুক্ত নয়। ও প্রদেশটায় আগে যেটুকু আবাদের জমি ছিল, এখন তাও বালিতে ঢেকে নষ্ট হ'য়ে গিয়েছে।

এইবার ভীষণ মরুভূমির পথ আরম্ভ হ'ল। চীনের লোকে একে 'বালির মহাসমুদ্র' বলে। আজকালকার মানচিত্রে এর নাম 'গোবি মরুভূমি'। তার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ, যেটা 'টাক্‌লামাকান্' মরুভূমির দক্ষিণ দিক, সেইটাই তিনি পার হয়েছিলেন; চারকন্ থেকে বেরিয়ে তিনি 'লপে' এসে পৌঁছেছিলেন। আসতে তাঁর পাঁচ দিন লেগেছিল। 'সার্ অরেল্ ষ্টীন্' ঠিক করেছেন, আজকালকার 'চর্ক্‌লিক'ই লপ্। মার্কো বড় মরুভূমির মধ্যে ঢোকেন নি, তা পার হ'তে নাকি এক বছর লাগত।

'সার্ অরেল্ ষ্টীন্' 'অষ্ট্রিয়া'র লোক। তিনি এই অঞ্চলে ঘু'রে ঘু'রে বেড়িয়ে খুব নাম করেছেন। আর এক জন বিখ্যাত ভ্রমণকারী 'স্বেন্ হেডিন্'। এঁর বাড়ী 'সুইডেনে'। স্বেন্ হেডিন্‌ও পৃথিবীর অনেক জায়গায় ঘুরেছেন। তিনি 'টাকলামাকান্' মরুভূমি পার হয়েছিলেন ব'লে লোকে প্রথমে তাঁর নাম জেনেছিল। এই অঞ্চলে ঘু'রে তাঁরা যে বিবরণ দিয়েছেন তা থেকে বুঝতে পারা যায় মার্কোর অনেক কথাই সত্য।

এই সব মরুভূমি এখন অতি ভীষণ জায়গা, মার্কোর সময়েও ভীষণ ছিল। কিন্তু এক কালে এখানে বড় বড় গ্রাম, সহর ছিল; কত লোক এখানে বাস করত! 'সার্ অরেল্ ষ্টীন্' ও 'স্বেন্ হেডিন্' মরুভূমির নানা জায়গা খুঁড়ে অনেক পুঁথিপত্র, পুরানো জিনিষ, নানা রকম সুন্দর সুন্দর কাঠের কাজ, ছবি প্রভৃতি পেয়েছেন। এ থেকে জানা যায় এক কালে সেখানে সভ্য লোকে বাস করত। ক্রমে মরুভূমি সব গ্রাস করেছে, বালি উ'ড়ে এসে

প’ড়ে সব ঢেকে দিয়েছে, কিম্বা যেখানে নদী বা জলাশয় ছিল সব শুকিয়ে গিয়েছে, আর তাতে মরুভূমির আকার বেড়ে গিয়েছে। মার্কোর সময় যা অবস্থা ছিল এখন অবস্থা তার চেয়ে আরও ভীষণ হ’য়ে দাঁড়িয়েছে।

‘চারকন্’ থেকে পাঁচ দিন লাগে ‘লপ্’ পৌঁছতে। মার্কো বলেছেন,—পথে জল একেবারেই মেলে না, যদি বা মেলে তা খাওয়া এক রকম অসম্ভব। ‘লপে’ পৌঁছে বিশ্রামের জায়গা পাওয়া যায়। মার্কো বলেছেন,—যে সব বণিক বা পথিক বড় মরুভূমির মধ্যে ঢুকবে, তারা এই খানে সব দরকারী জিনিষ জোগাড় ক’রে নেয়। মরুভূমির মধ্যে ঢু’কে যদি খাবার ফুরিয়ে যায়, সঙ্গে যে সব উট, গাধা থাকে তাদের মেরে মাংস খেয়ে লোকে নিজেদের প্রাণ বাঁচায়। এই মরুভূমির মধ্যে যেতে হ’লে পথিকরা উটই বেশী সঙ্গে নেয়, কারণ তাদের বার বার খেতে দিতে হয় না, আর খুব ভারী বোঝা তারা ব’য়ে নিয়ে যেতে পারে। মার্কো আরও বলেছেন,—‘লপ’ ত্যাগ ক’রে মরুভূমিতে ঢুকতে হয়। মরুভূমিটা লম্বালম্বি এত বড় যে লোকে বলে এক দিক থেকে আর এক দিকে পার হ’য়ে যেতে এক বছরেরও ওপর লাগে; আর এত চওড়া যে এখান থেকে আড়াআড়ি গিয়ে এটা পার হ’তে অন্ততঃ এক মাস লাগে।

বড় মরুভূমিতে জীব-জন্তু, পশু-পক্ষী নেই। কিন্তু লোকের মুখ থেকে শোনা একটা অদ্ভুত কথা মার্কো বলেছেন,—মরুভূমিতে অপদেবতা বাস করে; তারা পথিকদের ভুলিয়ে তাদের প্রাণ নাশ

করে। পথিকরা রাতে মরুভূমির ওপর দিয়ে যাবার সময় যদি কেউ পিছিয়ে পড়ে, বা দলের সঙ্গে না গিয়ে পিছনে ঘুমিয়ে থাকে, তা হ'লে সে যখন দল ধরবার জন্য তাড়াতাড়ি চলতে থাকে সে শুনতে পাবে ভূতে কথা বলছে ; এই ভূতগুলোর কথা শু'নে তার মনে হবে এরাই বুঝি তার সঙ্গী। কখনও বা ভূতে তার নাম ধ'রে ডাকে ; ফলে সে এমনি বিপথে চ'লে যায় যে দলের সঙ্গে দেখা হয় না, মরুভূমির মধ্যে একলা অজানা পথে ঘু'রে ঘু'রে তার প্রাণ বে'র হয়। এই রকমে অনেকে মারা গিয়েছে। কেউ বা কখন কখন শোনে যেন অনেক লোক দল বেঁধে দূরে চলেছে। উট গাধা প্রভৃতি যা সঙ্গে চলে, তাদের গলায় ঘণ্টা বা ঘুঙুর বেঁধে দেয়, তাই, তারা দলছাড়া হ'য়ে বেশী দূরে যেতে পারে না। ঘুমাবার সময় একটা নিশানা খাড়া ক'রে দেওয়া হয়, যাতে পরদিন কোন্ দিকে চলতে হবে সেটা দেখিয়ে দেওয়া থাকে। যদি কেউ ঘুমিয়ে প'ড়ে থাকে সে উ'ঠে এই নিশানা দেখে ঠিক পথে চ'লে দলের সঙ্গ ধরতে পারবে। এত ব্যবস্থা ক'রে তবে মরুভূমি পার হ'তে হয়।

'সার অরেল্ ষ্টীন্' বলেছেন যে অন্ততঃ একবার তাঁর মনে হয়েছিল, তিনি ও তাঁর চীনে কর্ম্মচারী 'চ্যাং স্থ ইয়ে' যেন মরুভূমিতে এই রকম এক অস্পষ্ট শব্দ শুনেছিলেন। শব্দটা যে ভূতের কথা নয় তা নিশ্চয়, হয়তো বালি থেকেই ওরকম শব্দ হ'য়ে থাকে।

ত্রিশ দিনের পর মার্কো 'সাচিউ' নগরে এলেন। 'সাচিউ' কথার মানে 'বালির সহর'।

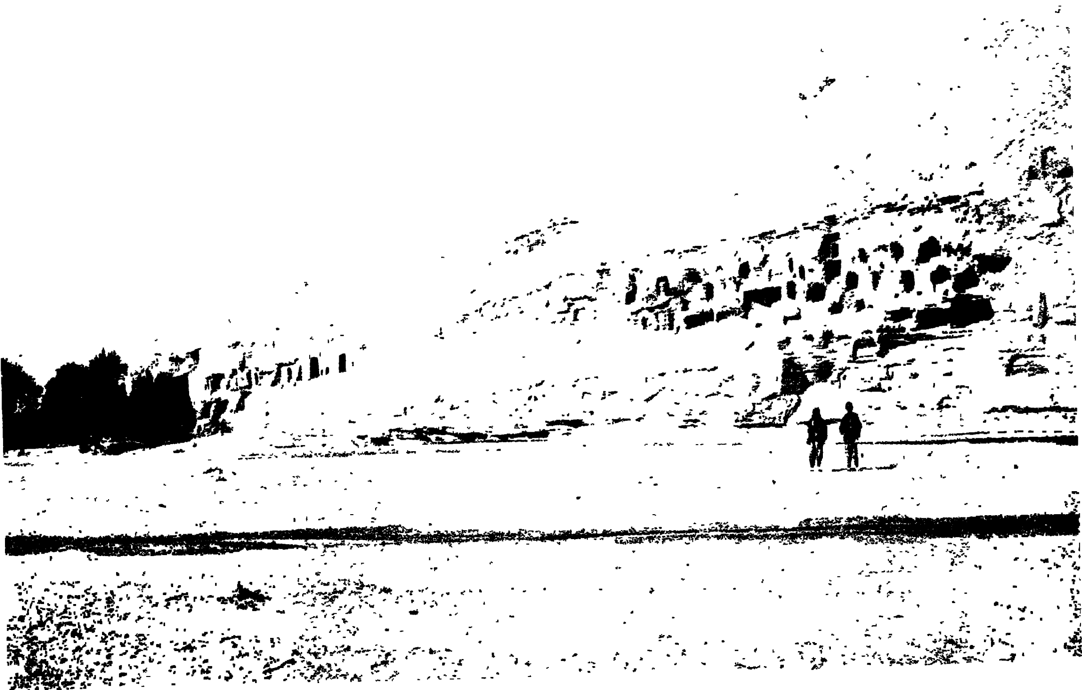
৯

মঙ্গোলদের দেশে মার্কো

'সাচিউ' চীনের সীমানায়—মরুভূমির পূর্ব্বদিকে, একেবারে শেষ সীমায়। এখানে কিছুদিন আগে 'সার্ অরেল্ ষ্টীন্' একটা সন্ন্যাসীদের গুহা আবিষ্কার করেছেন। গুহার মধ্যে অনেক পুঁথি, ছবি প্রভৃতি পাওয়া গিয়েছে; এখন সে-সব বিলাতের যাদুঘরে আছে। সার্ অরেল্ ষ্টীন্ জায়গাটাকে এর চীনে নাম 'টন্ হুয়াঙ্গ্' দিয়েছেন। মার্কো কিন্তু ও প্রদেশটার নাম দিয়েছিলেন 'টাঙ্গট্'; কতকগুলো তিব্বতী লোক এখানে একটা স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিল; মঙ্গোলরা তাদের নাম দিয়েছিল 'টাঙ্গট্', সেই নাম অনুসারে প্রদেশটার নাম হয়েছিল 'টাঙ্গট্'। আজকাল যেটাকে 'কাংসু' প্রদেশ বলে, সেটাকে মোটামুটি 'টাঙ্গট্' বলা যেতে পারে। 'টাঙ্গট্' নামটা এখনও আছে; মঙ্গোলরা, এমন কি চীনেরাও সময়ে সময়ে তিব্বতকে এই নামে ডাকে।

'টাঙ্গটে'র জন্য জেঙ্গিস্ খাঁ অনেক হাঙ্গামে পড়েছিলেন; তিনি কয়েকবার এটা আক্রমণ করেছিলেন। শেষ বারের আক্রমণে এটা জয় হয় কিন্তু যুদ্ধে জেঙ্গিসের গায়ে তীর বিঁধেছিল, তাতেই তিনি মারা পড়েন।

মার্কো এই জায়গাটার সম্বন্ধে বলেছেন,—ওখানকার বেশীর ভাগ



হাজার বুদ্ধের গুহা

লোক দেবমূর্ত্তি পূজা করে, অর্থাৎ তারা বৌদ্ধ, গৌতম বুদ্ধের উপাসনা করে। 'বৌদ্ধ' নাম তিনি করেন নি। তিনি আরও বলেছেন যে এখানে এক শ্রেণীর জন কতক খ্রীষ্টান ও জন কতক মুসলমানও বাস করে। যারা দেবমূর্ত্তির পূজা করে, তাদের বড় বড় মঠ ও মন্দির আছে; অনেক রকম দেবমূর্ত্তিও আছে। এদের ভাষা নতুন ধরণের—সম্ভবতঃ সেটা তিব্বতী ভাষা। এরা ব্যবসা বাণিজ্য করে না, জমি চাষ করে; ফসল জন্মানই এদের কাজ।

'এখানে অনেক দেবমূর্ত্তি আছে, এখানকার লোকে ছেলে জন্মালে উৎসবের দিনে খুব ভক্তি ক'রে দেবমূর্ত্তির সমুখে ভেড়া বলি দেয়',—এই ব'লেই এদেশের বিবরণ মার্কো শেষ করেছেন। 'হাজার বুদ্ধের গুহা',—যেখানে 'সার্ অরেল্ ষ্টীন্' নতুন নতুন জিনিষ আবিষ্কার ক'রে কত দিন কাটিয়েছেন,—সে সম্বন্ধে মার্কো কিছু উল্লেখ করেন নি।

গাছের ছালের তৈরী কাগজে দাস, দাসী, ঘোড়া, উট, পোষাক প্রভৃতির ছবি এঁকে ছবিশুদ্ধ মৃতদেহ কেমন ক'রে 'টাঙ্গট্' অঞ্চলে পোড়ান হয়, মার্কো তার বিবরণ দিয়েছেন; এই সব ছবি পোড়ানর মানে,— যে সব জিনিষ লোকজনের ছবি পোড়ান হ'ল পরলোকে মরা লোকটি অত দাসদাসী আর ঐ সব ঐশ্বর্য্য ভোগ করবে।

তার পর মার্কো 'কামুল্' ও 'চিং ইন্ তালাস্' প্রদেশের কথা বলেছেন। বোধ হয় আজকাল ঐ দুই প্রদেশের নাম 'কবুডো'। দুই প্রদেশেই অনেক নগর। 'কামুল্' প্রদেশে জিনিষ পত্র বিস্তর পাওয়া যায়। অধিবাসীদের ভাষাটা আলাদা; তারা দেবমূর্ত্তি

পূজা করে, আর তাদের কাজ হ'ল শুধু খেলা ধূলা, নাচ গান, লেখা পড়া আর আমোদ প্রমোদ। বড় মরুভূমিটা 'কামুলে'র এক দিকের সীমানা, আর এক দিকে একটা ছোট মরুভূমি আছে। 'কামুলে'র পরে 'চিং ইন্ তালাস্' প্রদেশ, এরও এক দিকে মরুভূমি। এখানে জন কতক খ্রীষ্টানের বাস, মুসলমানও আছে, আর বাকী লোকে মূর্ত্তিপূজা করে। এই প্রদেশে লোহার খনি আছে।

তার পর তিনি 'কাম্পিচু'তে এলেন। 'কাম্পিচু'র নাম এখন কাঞ্চৌ। এখানে পোলোরা পূরো এক বছর ছিলেন। মার্কো বলেছেন,—এখানে অনেক মঠ, মন্দির, ও ছোট বড় অনেক দেবমূর্ত্তি আছে। এখানকার সন্ন্যাসীরা পবিত্রভাবে জীবন কাটায় কিন্তু সাধারণ লোকের আচরণ প্রায় পশুর মতো।

'কাম্পিচু' থেকে মরুভূমি পার হ'য়ে 'কারাকোরম্' সহরে আসতে চল্লিশ দিন লাগে। এটা বেশ বড় জায়গা, বেড় তিন মাইল, মাটির প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, কারণ সেখানে পাথর নেই। কাছেই দুর্গ, দুর্গের ভিতর শাসনকর্ত্তার প্রাসাদ। এই খানে তাতারদের আগে আড্ডা ছিল। মার্কো তার পর জেঙ্গিস্ খাঁ কেমন ক'রে বড় হ'লেন তার বিবরণ দিয়েছেন।

তাতাররা আগে উত্তরদিকে 'কুর্গা' ও 'বর্গু' অঞ্চলে বাস করত; সেখানে ছিল বড় বড় প্রান্তর; সহর, নগর তাদের ছিল না; ছিল কেবল পশু চরবার মাঠ, নদী ও হ্রদ। তাদের নিজেদের রাজা ছিল না; 'আউঙ্গ্ খাঁ' নামে এক রাজাকে তারা রাজা ব'লে মানত, আর নিজেদের পশুর দশ ভাগের এক ভাগ তাঁকে বছর বছর দিত।

ক্রমে ক্রমে তাতারদের সংখ্যা এত বাড়তে লাগল যে আউঙ্গ্ খাঁর ভয় হ'ল; তিনি তাদের এদিকে ওদিকে ছন্নছাড়া ক'রে রাখবার মতলব করলেন, কারণ তিনি ভেবেছিলেন নানা জায়গায় দলভাঙ্গা হ'য়ে থাকলেই তাদের ক্ষমতা ক'মে যাবে। সেই জন্য তিনি একটু একটু ক'রে তাদের ছত্রভঙ্গ করবার চেষ্টা করলেন। তাতাররা তাঁর মতলব বুঝতে পারল। এ রকম কাণ্ড বেশী দিন চললে নিজেদের ক্ষমতা লোপ পাবে জেনে তারা সবাই মি'লে উত্তর দিকে চ'লে গেল, আর আউঙ্গ্ খাঁকে রাজকর দেওয়া বন্ধ করল।

এইভাবে কিছু কাল গেল। অবশেষে ১১৬২ খ্রীষ্টাব্দে তাতাররা নিজেদের মধ্যে থেকে একজন সাহসী ও জ্ঞানী লোককে বেছে নিয়ে রাজপদে বসাল। এঁরই নাম জেঙ্গিস্ খাঁ। জেঙ্গিস্ অন্যায় কাজ কিছু করতেন না, তাই তাঁর প্রজারা তাঁকে ভালবাসত। তাঁর নাম ক্রমে প্রসিদ্ধ হ'য়ে উঠল। তিনি অনেক দেশ জয় করলেন। শেষে তাঁর ক্ষমতা ও সম্মান এত বাড়ল যে তিনি আউঙ্গ্ খাঁর মেয়েকে বিয়ে করবার প্রস্তাব ক'রে তাঁর কাছে দূত পাঠালেন। আউঙ্গ্ খাঁ এতে বড় অপমান বোধ করলেন। তিনি জেঙ্গিস্‌কে তিরস্কার ক'রে শাসিয়ে তাঁর দূতকে হাঁকিয়ে দিলেন।

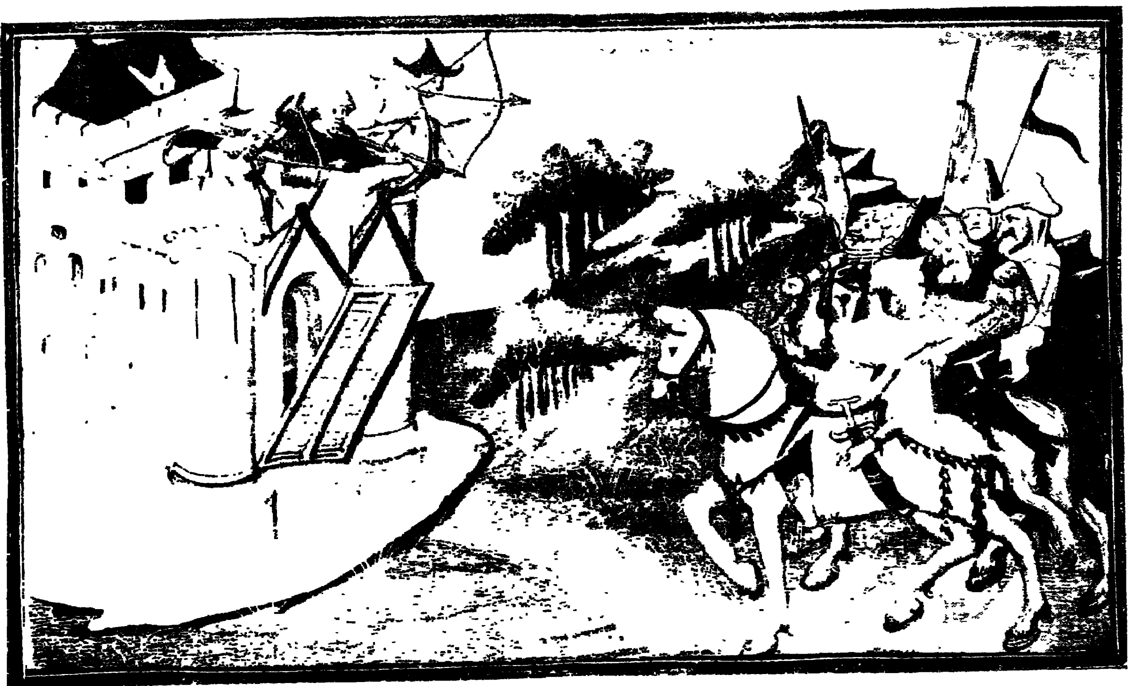
জেঙ্গিস্ খাঁ রেগে প্রকাণ্ড সৈন্যদল একত্র ক'রে যুদ্ধযাত্রা করলেন। তিনি যে জায়গায় তাঁবু খাটালেন তার নাম 'টাণ্ডক্'। তার ক্রোশ কতক দূরে আউঙ্গ্ খাঁ তাঁর বিশাল সৈন্যদল নিয়ে এগিয়ে এলেন।

জেঙ্গিস্ খাঁ দৈবজ্ঞদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন যুদ্ধের ফল কি

হবে। তারা একটা কাঠি চি'রে দু'দিকে দু'খানা রাখল ; একটার নাম তারা দিল জেঙ্গিস্ খাঁ, আর একটা কাঠির নাম দিল আউঙ্গ্ খাঁ। তার পর বলল,—যুদ্ধে যার জয় হবে তার নামের কাঠি অন্য কাঠিটার ওপর এসে লাগবে। তার পর মন্ত্র আওড়ানর সঙ্গে জেঙ্গিসের নামের কাঠি অন্য কাঠির ওপর এসে পড়ল। খ্রীষ্টান দৈবজ্ঞদের মন্ত্রের জোরেই এটা হ'ল ব'লে, জেঙ্গিস্ এর পর খ্রীষ্টানদের খুব খাতির করতেন।

যুদ্ধে জেঙ্গিসেরই জয় হ'ল, কারণ লড়াই হ'বার আগেই তার ফল জানতে পেরে তাঁর সৈন্যদের মনে খুব উৎসাহ হয়েছিল। আউঙ্গ্ খাঁ মারা পড়লেন। তাঁর রাজ্য, তাঁর ধনদৌলত সব জেঙ্গিসের হাতে গিয়ে পড়ল।

তাতারদের যুদ্ধ করবার রীতি মার্কো বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,—যুদ্ধ করবার আগে তাতারদের নাকাড়া বাজাবার ঘটা হয় খুব। তার শব্দ হয় এত ভীষণ যে মনে হবে আকাশ বুঝি ভেঙ্গে পড়ছে। তাদের অস্ত্র শস্ত্র, সাজ সজ্জা বেশ ভাল ও দামী। ধনুর্ব্বাণ, তরোয়াল ও গদা তাদের অস্ত্র। ধনুকই তাদের প্রধান অস্ত্র, তাদের মত তীরন্দাজ পৃথিবীতে মেলে না। মোষের চামড়া ও অন্যান্য শক্ত চামড়ায় তাদের বর্ম্ম তৈরী হ'ত। এক একজন তাতার রাজার সঙ্গে এক লাখ ঘোড়-সওয়ার থাকত ; প্রতি দশ জনের ওপর এক জন কর্ত্তা, প্রতি এক শো জনের ওপর এক জন, প্রতি হাজারের ওপর এক জন, প্রত্যেক দশ হাজার সওয়ারের ওপর এক জন কর্ত্তা বা সেনাপতি থাকত। এ ব্যবস্থার সুবিধা



জেঙ্গিস্ খাঁর মৃত্যু

From "Livre des Merveilles," by permission of the Bibliothèque Nationale.

এই যে দশ জন সেনাপতিকে হুকুম দিলেই রাজার কাজ মিটে যেত।

তাতার-সেনার খাবার ছিল জ্বাল দিয়ে ঘন করা বা শুকনো ঘোড়ার দুধ। তারা এই ক্ষীর দুধ সঙ্গে নিয়ে যেত। যদি তা ফুরিয়ে যেত, তারা ঘোড়ার শরীরের একটা শির কেটে রক্ত চু'যে খেত।

তখন ইয়োরোপের লোকে 'কন্‌ডেন্স্‌ড্‌ মিল্ক' বা ঘন দুধের কথা জানত না। এই ঘন দুধ আজ কাল টিনের মধ্যে বা শিশিতে থাকে, গরম জলে একটুখানি মিশিয়ে নিলেই একবাটি দুধের কাজ হয়। ইয়োরোপের লোকে এ কথা জানত না ব'লে মার্কোর এই বিবরণ বিশ্বাস করে নি। কিন্তু তাতারদের সৈন্যের মধ্যে এই ঘন দুধের প্রচলন খুব বেশী ছিল। অন্য দেশের লোকে যেমন গরু বা মোষের দুধ খায়, তাতারদের পান করবার জিনিষও তেমনি—ঘোড়ার দুধ। এর নাম 'কুমিস্‌'। মার্কো বলেছেন,—যখন সৈন্যরা দূরে লড়াই করতে যায়, তারা শুকিয়ে ঘন করা এই দুধ দু'টা চামড়ার বোতলে পূ'রে নেয়; প্রত্যেক সওয়ারের সঙ্গে সের পাঁচেক এই ক্ষীর দুধ থাকে। এ ছাড়া মাংস রাঁধবার জন্য একটা মাটির পাত্র, আর আশ্রয় ও বিশ্রামের জন্য একটা ছোট তাঁবু তাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকত।

যখন তারা শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে, তারা একেবারে চড়াও হ'য়ে হাতাহাতি যুদ্ধ লাগিয়ে দেয় না। তারা শত্রুর চারদিকে ঘোড়া ছুটিয়ে ঘুরতে থাকে এবং অনবরত তীর ছোঁড়ে। কখনও

বা তারা পালিয়ে যাওয়ার ছল ক'রে ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়, শত্রুরা যেমন পাছু পাছু আসে, অমনি মুখ ফিরিয়ে তাদের ওপর বাণ ছাড়ে। তাদের ঘোড়া সব এমনি শেখান যে তারা কুকুরের মত একবার এদিক একবার ওদিক ছুটতে থাকে; শত্রুরা তাই তাতারদের সঙ্গে কোন মতে পেরে ওঠে না।

তাতারদের যুদ্ধ-যাত্রার সময় রসদ পত্রের ভার কিছু থাকে না, খাওয়ার হাঙ্গামা তাদের কিছুই নেই; কষ্ট সহ্য করবার ক্ষমতা তাদের অসাধারণ; বিশ্রামের জন্য বড় বড় তাঁবু খাটাবার দরকার তাদের হয় না। তাদের এমনি শিক্ষা যে ঘোড়ার পিঠের ওপর তারা ঘুম দিতে পারে। ঘোড়া আপন মনে চরছে, সওয়ার পিঠের ওপর ঘুমুচ্ছে, এ একটা অদ্ভুত ব্যাপার। দরকার হ'লে তাতার সওয়ার তাও পারে। তা ছাড়া তীর ছোঁড়ায় তারা খুব পটু। এক এক জন তাতারের কাছে ষাটটি বাণ থাকে, ত্রিশটি হাল্কা, ছোট্ট সূঁচাল মাথা, এগুলো দূর থেকে ছুঁড়বার জন্য; আর ত্রিশটি ভারী, বড় মাথা, এগুলো কাছ থেকে ছুঁড়বার জন্য; এই গুলো দিয়েই শত্রুর বেশী ক্ষতি করা হ'ত। তীর ফুরিয়ে গেলে তারা তরোয়াল, গদা আর বর্শা নিয়ে লড়াই করত। এ সব মার্কোর কথা। এমন যোদ্ধাদের সঙ্গে লড়বে কে? তাই তারা অনায়াসে ইয়োরোপের প্রায় 'রাইন' নদীর তীর পর্য্যন্ত এগিয়ে মেরে, কেটে, পুড়িয়ে, লু'ঠে দেশ ছারখার ক'রে দিয়েছিল।

যুদ্ধের রীতি নীতি সম্বন্ধে খবর দেওয়া ছাড়া মার্কো তাতারদের অন্যান্য আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক খবর দিয়েছেন। তাদের

অনেক গরু, ভেড়ার পাল প্রভৃতি থাকত। গ্রীষ্মকালে যেখানে গরু, ভেড়ার জন্য ঘাস পাওয়া যায় এমন জায়গায় তারা থাকে। শীত-কাল এলে তারা গরম দেশে চলে যায়; এই জন্য সময়ে সময়ে তাদের ছু' তিন মাস ধ'রে নতুন জায়গার সন্ধানে চলতে হয়। তাদের থাকবার ঘর তৈরী করা শক্ত কিছু নয়। গোল গোল ঘর, সরু কাঠ বা বেতের ওপর পুরু পশমের কাপড় দিয়ে মোড়া। অন্য জায়গায় যাবার সময় তারা ঘর বাড়ী চার চাকার একটা গাড়ীর ওপর বসিয়ে দেয়, কারণ তাদের ঘরগুলো এমনি ভাবে তৈরী যে সেগুলোকে ভাঁজ করা, বাড়িয়ে দেওয়া, খাটান, নামান প্রভৃতি সহজেই করা যেতে পারে। তাদের একটা অদ্ভুত নিয়ম ছিল, তারা যেখানেই তাদের এই তাঁবু-ঘর নিয়ে গিয়ে আবার বসাত, ঘরের ছুয়োর সব সময় দক্ষিণ-মুখো ক'রে রাখত। তাদের গাড়ীগুলো ছিল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড। পোলোদের সময়কার এক জন লোক গাড়ীর সমুখের কিম্বা পিছনের দিকে চাকা ছু'টির মধ্যে কতটা ফাঁক আছে মাপতে গিয়ে দেখেন, একটা চাকা হ'তে আর একটা চাকা প্রায় ১৪ হাত দূরে, চাকার 'ধুরা' বা যে লম্বা কাঠের ছুই দিকে চাকা ঘুরতে থাকে, সেটি জাহাজের মাস্তুলের মত মোটা ও বড়। বাইশটা ষাঁড়ে—এক এক সারে এগারটা—এই প্রকাণ্ড গাড়ী টানত।

এ ছাড়া ছই বা ছাউনী দেওয়া ছোট আর বেশ সুন্দর এক গাড়ী তাদের থাকত। এই গাড়ীতে তারা স্ত্রী, ছেলেপিলে, জিনিষ-পত্র নিয়ে যেত। এগুলো ছু'চাকার গাড়ী, ষাঁড় কিম্বা উটে এ

গাড়ী টানত। এর ছাউনী তৈরী হ'ত মোটা পশমী কাপড়ে, সে কাপড় এত পুরু যে বৃষ্টি বাদলে তার কিছুই করতে পারত না, তার মধ্যে দিয়ে এক ফোঁটা জলও ভেতরে ঢুকত না।

মার্কো তাতার স্ত্রীলোকদের গুণের প্রশংসা করেছেন। সংসারের সব কাজ তারা করে, ঝগড়া বকাবকি তারা মোটেই করে না। এক এক জন তাতারের অনেক স্ত্রী থাকে, কিন্তু প্রথম স্ত্রীরই সম্মান বেশী। এই সব সতীনদের মধ্যে বেশ সদ্ভাব। পুরুষদের কাজ কেবল শিকার, বাজ পাখী উড়িয়ে পাখী মারা, যুদ্ধ বিদ্যা শেখা ও দরকার হ'লে যুদ্ধ করা। ছেলেবেলা থেকে তাতাররা তীর ছুঁড়তে শেখে। তাদের খুব ভাল শিকরে অর্থাৎ পাখী শিকার করতে পারে এমন পোষা বাজ পাখী থাকত, তাদের কুকুরগুলোও খুব ভাল। যাদের পোষা গরু, ঘোড়া বা উট থাকে, তারা তাদের গায়ে একটা চিহ্ন দিয়ে মাঠে চরবার জন্য ছেড়ে দেয়; সঙ্গে রাখাল বা 'সহিস' কেউ থাকে না। যদি কেউ কারো ঘোড়া চুরি করে, শাস্তি তার মৃত্যু; তরোয়াল দিয়ে তার কোমর কেটে দু'খণ্ড ক'রে ফেলা হয়; দামী বা ভাল জিনিষ চুরি করলেও এই শাস্তি। কম দামী বা সামান্য কোন জিনিষ চুরির শাস্তি লাঠির ঘা। জিনিষ অনুসারে লাঠির ঘা বাড়ে বা কমে। সাত ঘা থেকে আরম্ভ ক'রে এক শো ঘা লাঠির ব্যবস্থা আছে; অনেক সময় লাঠির ঘাএর চোটে চোরের মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটে।

তাতারদের বিশ্বাস যে স্বর্গে এক পরমেশ্বর আছেন। তাঁর কাছে তারা বুদ্ধি ও স্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা করে। তাদের ঘরে

দেবতার এক ছোট মূর্ত্তি থাকে ; মূর্ত্তিটি তারা গরম কাপড়ে জড়িয়ে রাখে। দেবতার নাম 'নতিগে'। এই দেবতাকে তারা খুব ভক্তি করে, কারণ তাদের ধারণা, এঁরই অনুগ্রহে তারা সন্তান ও শস্য পায়। এই দেবতার বাঁ দিকে তাঁর দেবীর মূর্ত্তি, ও সমুখে দেবতার সন্তানদের মূর্ত্তি গড়িয়ে তারা রাখে। নিজেরা খাওয়ার আগে তারা দেবমূর্ত্তির মুখে মাংসের চর্ব্বি লাগিয়ে দেয়, এবং খানিকটা মাংসের ঝোল দুয়ারের বাইরে অন্য অন্য দেবতাদের উদ্দেশে ফেলে দেয়। এই রকম ক'রে দেবতাদের খাইয়ে তারা নিজেরা খেতে বসে।

তাতারদের রাজারা মরলে তাঁদের গোর দেওয়ার ব্যবস্থা সম্বন্ধে মার্কো যা বলেছেন তা বেশ নতুন কথা। জেঙ্গিস্ খাঁর বংশের সম্রাট বা রাজপুত্র কেউ মরলে তাঁকে 'আলতাই' পর্ব্বতের ওপর গোর দেওয়া হয়। যেখানেই তিনি মরুন না কেন, মৃতদেহ নিয়ে সেখানে যাওয়া হয় ; তার জন্য যদি একশো দিনের পথ হাঁটতে হয় তবু এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। সম্রাটের মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার সময় যদি পথে কাহারও সঙ্গে দেখা হয়, তার আর রক্ষা নেই। "পরলোকে সম্রাটের কাজ কর গে যাও"—ব'লে তখনই তাকে কেটে ফেলা হয়। সম্রাটের ভাল ভাল ঘোড়াগুলোকেও মেরে ফেলা হয়। কুবলাইএর আগেকার সম্রাট মঙ্গ্‌কু খাঁর মৃত্যুর পর যখন মৃতদেহ আলতাই পর্ব্বতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন সঙ্গে যে সব সৈন্য চলছিল তারা হাজার দশেক লোককে এইভাবে মেরে ফেলেছিল!

'বগু´'র প্রান্তরের কথা আগেই বলা হয়েছে। বর্গু´ অঞ্চলটা সম্ভবতঃ 'বৈকাল্' হ্রদের আশপাশের দেশ। মার্কো বলেছেন,— 'কারাকোরম্' ও আলতাই পর্ব্বত ছেড়ে চল্লিশ দিন উত্তর দিকে চললে 'বগু´' অঞ্চলে আসা যায়। 'বগু´' অঞ্চলের দক্ষিণ থেকে উত্তর সীমানায় যেতে ষাট দিন লাগে। এখানকার লোক বড় অসভ্য; তারা পশু শিকার ক'রে মাংস খায়। এখানে হরিণ যথেষ্ট পাওয়া যায়; লোকে হরিণের মাংস খুব খায়, আবার হরিণ পু'ষে তার পিঠের ওপর চড়ে। মার্কোর কথা থেকে বোঝা যায় যে তিনি বল্গা হরিণের কথা বলেছেন। এখানে শীত প্রচণ্ড, শীতকালে সব পশু পক্ষী দেশ ছেড়ে পালায়, তাই লোকে গ্রীষ্মকালে যা শিকার করতে পারে তাই খেয়ে শীতকালও কাটাতে হয়। শস্য বা মদ এখানে মেলে না। এখানকার লোক কুবলাই খাঁর অধীন।

এখান থেকে মহাসমুদ্র চল্লিশ দিনের পথ। সমুদ্রের কাছে একটা বড় পাহাড় আছে; সেখানে হাড়গিলে পাখী ও 'শিকরে'র বাসা। সেখান থেকে ভাল ভাল শিকরে কুবলাইএর জন্য আনা হয়।

'বৈকাল্' হ্রদ অঞ্চলে মার্কো নিজে যান নি। সে অঞ্চল যে আপন চোখে দেখে এসেছে এমন একজন লোকের কাছ থেকেই তিনি সাইবিরিয়ার অধিবাসীদের বৃত্তান্ত শুনেছিলেন। যে 'আল্তাই' পর্ব্বতে জেঙ্গিস্ খাঁর কবর আছে, সেটা সাইবিরিয়ার দক্ষিণের 'বড় আল্তাই' পর্ব্বত নয়; খুব সম্ভব এটি 'উর্গা' সহরের কাছে, বনজঙ্গলে ঢাকা উঁচু একটি পাহাড়। এর নাম 'বুর্কান্ কালদুন্'; এ কথাটির মানে, 'ভগবানের পাহাড়'। কুবলাই গ্রীষ্মকালে বাস করবার

জন্য যে চারটি প্রাসাদ চার জায়গায় করেছিলেন তার একটি এই 'আল্‌তাই' পর্ব্বতের গাছের ছায়া-ঢাকা কোন একটা জায়গায় তৈরী হয়েছিল।

উত্তরদিকের দেশ বা সমুদ্রের সম্বন্ধে আর কিছু না ব'লে মার্কো নিজের দেখা সব জায়গার বিবরণ দিয়েছেন। জায়গাগুলো কোথায়, তা ঠিক ক'রে বলা কঠিন। বোধ হয় তিনি আজ কালকার 'উঙ্‌চাং'এর উত্তর দিক দিয়ে গিয়েছিলেন। মার্কো বলেছেন,—'কাম্পি-চু'র পূর্ব্বদিকে 'এরগুইউল্‌' রাজ্য, আশপাশে আরও দুই একটা রাজ্য আছে, এসব কুবলাইএর অধীন। এগুলোর মধ্যে এক শ্রেণীর খ্রীষ্টান, আর কিছু কিছু মুসলমানের বাসও আছে। এই অঞ্চলে এক রকম ষাঁড় পাওয়া যায়। ইংরাজী বইতে এর নাম 'ইয়াক্‌'। আমরা একে চমরী গাই বলতে পারি, কারণ আমাদের দেশে এর লেজ আমদানী হয়; ঐ লেজ হ'তে চামর তৈরী হয়।

মার্কো বলেছেন,—'এগুলো বুনো ষাঁড়, দেখতে বড়—প্রায় হাতীর মতো।' আকারটা মার্কো বাড়িয়ে বলেছেন; বাস্তবিকই এগুলোর সঙ্গে হাতীর তুলনা হয় না। তার পর তিনি বলেছেন,—'এগুলো দেখতে বেশ, গায়ে শাদা, কালো লোম, ঘাড়ের লোম বিঘত তিনেক লম্বা ও ভারি সুন্দর, রেশমও বোধ হয় তার কাছে লাগে না; অন্য জায়গার লোম ছোট ছোট।' মার্কো লম্বা লোম কতকগুলো ভিনিসে নিয়ে গিয়েছিলেন, এত ভাল এগুলো তাঁর লেগেছিল। অনেক ষাঁড় পোষ মানে; তাদের বাছুর সব যখন বড় হয় তারা খুব ভার বয়; লাঙ্গলে জুড়লে তারা অন্য গরুর দ্বিগুণ কাজ করে।

এই অঞ্চলে যে মৃগনাভি পাওয়া যায়, মার্কো তাও উল্লেখ করেছেন। কস্তূরী হরিণের বর্ণনাও মার্কো দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,—'জন্তুটা ছাগলের মত, আকারে বড়, দেখতে হরিণের মত; তবে শিং নেই। চেহারাটা এর বেশ সুন্দর। পূর্ণিমার সময় এর পেটের তলে নাইএর কাছে ঘন রক্তের মতো একটা জিনিষের থলি হয়। পূর্ণিমার সময় লোকে তাকে শিকার ক'রে থলিটা বে'র ক'রে নিয়ে রোদে শুকোয়। এই রকম করলে উৎকৃষ্ট মৃগনাভি পাওয়া যায়। এর মাংসও খেতে ভাল।' মার্কো এর মাথা ও পা শুকিয়ে বাড়ী নিয়ে এসেছিলেন।

তার পর মার্কো এক জায়গায় এলেন, সেখানে উটের লোমের সুন্দর কাপড় হয়। পথের মধ্যে 'হোয়াঙ্গ হো' অর্থাৎ পীত নদীর একটা প্রকাণ্ড বাঁক পড়েছিল, সেটা পোলোরা ভাল ক'রে দেখে নিয়েছিলেন।

এখানে মার্কো খুব সম্ভবতঃ চীন দেশের বিরাট দেওয়াল দেখতে পেয়েছিলেন। এই দেওয়াল যিশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রায় দু'শো বছর আগেকার তৈরী; গোবি মরুভূমির হাওয়াতে এই দেওয়ালের কোন কোন স্থানে বালি জ'মে ঢেকে গিয়েছে; কোথাও বা হাওয়ার ঘায়ে মাটি খ'সে পড়েছে। দেওয়ালের ইটগুলি স্থানে স্থানে কাঁচা; ১৪ ইঞ্চি লম্বা, ৭ ইঞ্চি চওড়া ও ৪ ইঞ্চি পুরু ইটগুলি রোদে শুকিয়ে নিয়ে দেওয়াল গাঁথা হয়েছে; —মাঝে মাঝে ঝাউ গাছের ছোট ছোট ডাল পালা ইটের গাঁথনির ভেতর দেওয়া হয়েছে,—যাতে হাওয়ার ধাকাতে মাটি সহজে ঝ'রে



না পড়ে। অনেক স্থানে পাকা ইট ও গ্রেনাইট্ পাথর দিয়ে দেওয়াল গাঁথা। দেওয়ালের উপর স্থানে স্থানে দূরে দূরে পাহারা-ওয়ালাদের থাকবার ঘর রয়েছে—ওগুলো ১৫ ফিট স্কোয়ার, ২০ হ'তে ৩০ ফিট উঁচু; পাকা ইটের তৈরী। দেওয়ালটি ২০০০ মাইল লম্বা; উহা পাহাড়ের উপর দিয়ে, উপত্যকা, গিরিপথের ভিতর দিয়ে চ'লে গিয়েছে। উপরের দিকে উহা প্রায় ২০ ফিট চওড়া। এই দেওয়াল হোয়াংহো নদীর উপর দিয়ে চার স্থানে পেরিয়ে গেছে। মার্কো যখন এই দেওয়াল দেখেছিলেন তখনো এই দেওয়ালের জীর্ণ অবস্থা ছিল।

তারপর একটা নগরে গিয়ে তাঁরা দেখলেন সেখানে যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্রের কারখানা, ভাল ভাল অস্ত্র তৈরী হচ্ছে। সেখানকার এক পাহাড়ে খুব বড় রূপার খনি আছে, আর শিকারের জন্তুও খুব পাওয়া যায়। এই পাহাড়টাই বোধ হয় 'আলাশান্'।

তার পর চলতে চলতে এলেন তাঁরা কুবলাইএর তৈরী 'জানাডু' সহরে।

১০

কুবলাইএর রাজধানী

মার্কো প্রথম রাজধানীর নাম দিয়েছেন 'সাণ্ডু' বা শাংটু। ইংরাজী বইএ নামটা বদলে 'জানাডু' হ'য়ে গিয়েছে। এটা সম্রাটের গ্রীষ্মকালে বাস করবার জায়গা ;—'পিকিন্' থেকে 'কালগন্' হ'য়ে ৩৬৭ মাইল। আজ কালকার 'কাইপিংফু'র কাছে কুবলাইএর এই কীর্ত্তির ধ্বংসের অবশিষ্ট যা কিছু আছে তা এখনও দেখতে পাওয়া যায়।

ভিনিস্ ত্যাগ করার পর প্রায় চার বছর পথে পথে পোলোদের কেটে গিয়েছে। চার বছর পরে পোলোরা সাংটু সহরে এলেন। এসে যা দেখলেন তা ইয়োরোপের কোন রাজ্যের রাজধানীতেও তখন ছিল না।

পোলোরা ঢুকলেন একটা প্রকাণ্ড বাগানে। বাগানের চার-দিকে আট ক্রোশ লম্বা এক প্রাচীর; মধ্যে ফোয়ারা, নদী, ছোট ছোট প্রস্রবণ, মাঠ ও সম্রাটের প্রাসাদ; বাগানের মধ্যে 'শিকরে' ও বুনো জন্তুও ছিল। কুবলাইএর শিকারের সখ ছিল খুব; তিনি এক পোষা চিতা বাঘ নিয়ে মাঝে মাঝে ঘোড়ায় চ'ড়ে এই বাগানের মধ্যে বেড়াতেন।

এই বাগানে ছিল কুবলাইএর এক প্রাসাদ। বাড়ীটি মর্ম্মর পাথরে তৈরী; প্রত্যেক ঘর সোনালী আভায় ঝলমল, দেওয়ালে নানা রকম গাছ, লতাপাতা, পাখী, জীবজন্তু, মানুষের ছবি। ছবিগুলো এত সুন্দর ক'রে আঁকা যে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

বাগানে আর একটি প্রাসাদ ছিল; মার্কো বলেছেন সেটি বেতের তৈরী। বেতের বর্ণনা যা তিনি দিয়েছেন তা থেকে মনে হয়, এ বেত আর কিছুই নয়,—বাঁশ। প্রাসাদটি এমনি কায়দায় তৈরী যে সেটি ইচ্ছামত খু'লে ফেলে সম্রাট যেখানে হুকুম করেন সেইখানে নিয়ে গিয়ে আবার খাড়া করা যেতে পারে। এ প্রাসাদটির গায়েও সোনালী আভা, ভেতরে অতি সুন্দর কাজ করা।

মার্কো আরও বলেছেন,—'যে প্রাসাদের ছাদও বেতের তৈরী, বেতের গায়ে এমন ভাল পাকা রঙ দেওয়া যে যতই বৃষ্টি হোক না কেন, ছাদ কিছুতেই পচবে না। পাছে ঝড়ে প্রাসাদের ক্ষতি করে, সেই জন্য দু'শো রেশমী দড়া দিয়ে সেটি আটকান।'

জুন, জুলাই ও আগষ্ট—বছরের মধ্যে এই তিন মাস সম্রাট 'জানাডুতে' বাস করতেন। কখনও তিনি মর্ম্মর প্রাসাদে, কখনও বা বেতের প্রাসাদে থাকতেন। ২৮শে আগষ্ট তিনি পিকিন্ যাত্রা করতেন, তখন বেতের প্রাসাদ খু'লে নেওয়া হ'ত।

কুবলাইএর অধীনে যে সব রাজা ছিলেন তাঁরা শাদা মাদী ঘোড়া কুবলাইকে উপহার পাঠাতেন। তাঁর ঘোড়াশালায় দশ হাজারেরও বেশী শাদা ঘোড়া ছিল, সবগুলোই ধবধবে শাদা, একটুও অন্য রঙের ফুটকি দাগ তাদের গায়ে ছিল না। এদের মধ্যে যে সব মাদী

ঘোড়া ছিল, তাদের দুধ কুবলাই ও তাঁর পরিবারের লোক ছাড়া আর কেউ খেতে পেত না। যখন মাদী ঘোড়াগুলো মাঠে বেড়াতে যেত, তাদের কাছ দিয়ে কারো যাওয়ার হুকুম ছিল না; এমন কি সাম্রাজ্যের মধ্যে যাঁরা প্রধান প্রধান লোক, তাঁরাও হয় পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবেন, না হয় ঘু'রে অন্যদিক দিয়ে যাবেন;—সম্রাটের কাছে ঘোড়ার এমনি কদর ছিল। যে দিন সম্রাট পিকিন্ যাবেন সে দিন পথে এই সব মাদী ঘোড়ার দুধ ছড়িয়ে দেওয়া হ'ত; এই দুধ ছড়ানর উদ্দেশ্য,—পৃথিবী, বাতাস ও অপদেবতাদেরও দুধের ভাগ দেওয়া।

অপদেবতা, তন্ত্র, মন্ত্র এ সব সম্বন্ধে বিশ্বাস সে যুগে সব জাতির মধ্যেই ছিল। 'জানাডু'তে সম্রাটের সভায় অনেক তন্ত্র মন্ত্র জানা দৈবজ্ঞ ছিল, তারা নাকি ইচ্ছা করলে বৃষ্টি বাদল আনতে বা তাড়াতে পারত। তাদের নাম ছিল 'বক্‌ষি', তাদের জন্মভূমির নাম অনুসারে কখন কখন তাদের 'তিব্বতী' বা 'কাশ্মীরী' বলা হ'ত। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের নাম ছিল 'ভিক্ষু'। বোধ হয় এই 'ভিক্ষু' কথা হ'তেই 'বক্‌ষি' কথার স্থষ্টি হয়েছিল। 'বক্‌ষি'রা তিব্বতের লাল কাপড় চোপড় পরা লামা বা পুরোহিত ছাড়া আর কেউ নয়।

মার্কো এদের ইন্দ্রজাল বিদ্যার গোটা কতক পরিচয় দিয়েছেন। এরা নাকি আকাশ দিয়ে বাটি উড়িয়ে দিতে পারত, নদীর স্রোত উল্টা দিকে ফিরিয়ে দিতে পারত। কখনও বা তারা আকাশে একটা দড়া ছুঁড়ে দিয়ে একটা ছেলেকে তার ওপর উঠতে বলত, তার পর রেগে ছেলেটার পিছনে পিছনে উ'ঠে তাকে কুচি কুচি



লামা বা তিব্বত দেশের পুরোহিত

ক'রে কেটে মাটিতে ফেলে দিত। শেষে খণ্ড খণ্ড মাংস সব জু'ড়ে একটা লাথি মেরে তাকে বাঁচিয়ে দিত। *

মার্কো 'পিকিনে'র কথাও বলেছেন। এটা অবশ্য খুব প্রাচীন সহর! পিকিনের মানে—'উত্তর রাজধানী'। জেঙ্গিস্ খাঁ সহরটা ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দে অধিকার করেন। তার আগে এর নাম ছিল—'ইয়েন্‌কিং'। কুবলাইকে দৈবজ্ঞেরা বলেছিল,—'ইয়েন্‌কিং' বিদ্রোহী হবে; তাই তিনি ১২৬৪ খ্রীষ্টাব্দে 'তাতু' নামে একটা নতুন সহর এর পাশাপাশি একটা ছোট নদীর ওপারে স্থাপন করেন। এখন যেটা তাতারদের সহর আছে সেটা এই 'তাতু', আর যেটা চীনে সহর সেটা ছিল 'ইয়েনকিং'।

মার্কো সহরটার খুব প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন,—সহরটার বেড় চব্বিশ মাইল; এটা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা; প্রাচীর নীচের দিকে প্রায় বত্রিশ হাত চওড়া, আর উঁচু প্রায় ত্রিশ হাত, প্রাচীরের ওপরে বেড়াবার রাস্তা আছে, এত চওড়া সে প্রাচীর।

প্রাচীরের গায়ে ন'টা ফটক, মার্কো বলেছেন বারোটা। এক একটা ফটকের ওপর প্রাসাদের মত উঁচু এক একটা বড় জমকালো চূড়া; আর প্রত্যেক ফটকে হাজার লোক পাহারা দেয়। সহরে এত বাড়ী আর এত লোক যে ধারণা করতে পারা যায় না। প্রত্যেক ফটকের বাইরে এক একটা ছোট্ট নগর বা উপনগর—এই উপনগরগুলোতে আরও বেশী লোকের বাস। বিদেশী পথিক

---

* এই রকম ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারের বিষয় ভারতবর্ষেও অনেকে প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁদের দেওয়া বিবরণ নানা বইতে দেখা যায়।

এবং বণিক যারা আসে তারা উপনগরে থাকে। সহরের রাস্তার দু'ধারে দোকান। প্রতিদিন যত গাড়ী রেশম এখানে ঢোকে তা হাজারের কম নয়। 'এ সহরে এত দামী ও দুষ্প্রাপ্য জিনিষ আসে, ও এত বেশী পরিমাণে আসে যে পৃথিবীর আর কোন সহরে এমন আসে না; কারণ নানা দেশের লোক এখানে নানা জিনিষ নিয়ে আসে।'

পিকিনে রাত হ'লে একটা ঘণ্টা বাজান হ'ত; তিনটে ঘা পড়বার পর রাস্তায় আর কারো বে'র হবার হুকুম ছিল না। কেবল অসুখ বিসুখ করলে বা স্ত্রীলোকের সন্তান প্রসবের সময় হ'লে বাড়ীর লোকে কিছু আনবার জন্য বা কাউকে ডাকতে রাস্তায় বে'র হ'তে পারত। ত্রিশ চল্লিশ জন ক'রে পাহারাওয়ালা রাস্তায় ঘু'রে বেড়াত।

পিকিনের তখন নাম ছিল,—'কাম্বালু'। মার্কো 'কাম্বালু' সহরে কুবলাইএর যে প্রাসাদ ছিল তারও বিবরণ দিয়েছেন। এটা সম্রাটের শীতকালে থাকবার জায়গা।

প্রাসাদের চারধারে তিনটে বড় প্রাচীরের বেড। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রাচীরের মাঝে সৈন্যরা থাকত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রাচীরের মধ্যে আটটা বড় বাড়ী ছিল, সে গুলোতে সৈন্যদের যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম থাকত। একটায় ঘোড়ার জিন, লাগাম, রেকাব, একটায় তূণ, ধনুক, বাণ প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র,—এই ধরণের ব্যবস্থা ছিল।

তৃতীয় প্রাচীরের মাঝেও অনেকখানি জায়গা ছিল। তার মধ্যে আবার আটটা বাড়ী, এক একটায় সম্রাটের দরকারী জিনিষ

সব থাকত। তার পরও প্রাচীর ছিল, সেই সব প্রাচীরের মধ্যে কুবলাইএর প্রাসাদ। অত বড় প্রাসাদ কোনখানে ছিল না। মর্ম্মর পাথরের তৈরী একটা প্রকাণ্ড বেদীর ওপর প্রাসাদটি গাঁথা ; বেদীর ধারে ধারে অনেকটা জায়গা, মর্ম্মর পাথরের মোটা রেলিং দিয়ে ঘেরা।

প্রাসাদের ঘরগুলো সোনা রূপার পাত দিয়ে মোড়া, দেওয়ালের গায়ে জীবজন্তু, পাখী, 'ড্রাগন্', যোদ্ধা ও দেবতার মূর্ত্তি আঁকা। প্রাসাদ এক তালা, কিন্তু ঘর সব খুব উঁচু, আর ছাদ এত মজবুত যে মনে হয় তা চিরকাল খাড়া থাকবে। ছাদের গায়েও নানা ছবি, লতা পাতা আঁকা। ঘরে ঢুকবার জন্য দু' পাশে মর্ম্মর পাথরের সিঁড়ি।

প্রাসাদের বড় ঘরে সম্রাট ছ' হাজার লোককে এক সঙ্গে বসিয়ে ভোজ দিতে পারতেন—এত প্রকাণ্ড সে ঘর! এর চার ধারে ছোট ছোট ঘর। এক দিকে কতকগুলো ঘর ছিল, সেখানে সম্রাটের সোনা, রূপা, মণিমুক্তা থাকত।

প্রাসাদের ছাদের ওপরে লাল নীল সবুজ ও বেগুনে রঙের এমন শক্ত ও চক্চকে লেপ দেওয়া থাকত যে তা কাচের মত ঝক্ঝক্ করত।

প্রাসাদের চার ধারে যে সব দেওয়াল ছিল, তার কাছে কাছে অনেক গাছ পুঁতে দেওয়া হয়েছিল ; কোন কোন জায়গায় শিকারের পশু সব ছিল, তার মধ্যে কস্তূরী হরিণ, শাদা হরিণ, কাঠ বিড়ালী প্রভৃতি অনেক ছিল রাস্তা যত ছিল সব বেশ বাঁধানো। পশুদের

চরবার জমির চেয়ে রাস্তাগুলো ছিল হাত খানিক উঁচু, তাই তার ওপর কাদা হওয়া বা জল দাঁড়ান অসম্ভব ছিল। বৃষ্টির জল গড়িয়ে আশ-পাশের জমিতে চ'লে যেত, এতে জমির ওপরকার গাছপালাগুলোর উপকার হ'ত।

প্রাসাদের বাগানের মধ্যে একটা উঁচু ঢিবি তৈরী করা হয়েছিল। যেখানেই সুন্দর গাছ আছে খবর আসুক না কেন, সম্রাট হাতী পাঠিয়ে মাটি ও শিকড় সুদ্ধ সেটাকে আনিয়ে এখানে লাগাতেন। ঢিবির ওপর একটা বেশ কাজ করা ঘর ছিল, সেখান থেকে আশ পাশে অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যেত।

ঢিবি তুলবার জন্য যে সব জায়গা থেকে মাটি কেটে গর্ত্ত করা হয়েছিল' সেগুলোকে সম্রাটের হুকুমে বড় বড় পুকুর করা হয়; একটা পুকুরের মধ্যে নানা রকমের অনেক মাছও ছেড়ে রাখা হয়েছিল।

কুবলাইএর রাজধানী, কুবলাইএর প্রাসাদ ও সভা, তাঁর ধন-দৌলত, লোক-জন, হাতী-ঘোড়া প্রভৃতি দেখে মার্কোর ধারণা হয়েছিল—এত বড় সম্রাট আর কোন দেশে নেই বা কখনও হয় নি। তিনি কুবলাই সম্বন্ধে অনেক কথাই বলেছেন। তাঁর চার রাণী, ছেলে মেয়ে অনেকগুলি। ছেলেরা সবাই বীর ও সাহসী।

রাজপ্রাসাদের মেয়েগুলিকে এক সুন্দর উপায়ে বাছনি করা হ'ত। রাজকর্ম্মচারীদের নানাপ্রদেশে পাঠানো হ'ত একশো ক'রে সুন্দরী যুবতী প্রত্যেক প্রদেশ হ'তে নির্ব্বাচন ক'রে পাঠাতে। প্রত্যেক মেয়ের গায়ের রঙ, চুল, ভুরু, মুখ, ঠোঁট, হাত পায়ের গড়ন

ইত্যাদি পরীক্ষা ক'রে প্রত্যেক বিষয়ে একটা নম্বর দেওয়া হ'ত। সৌন্দর্য্যের সব বিষয় ধ'রে মোট নম্বর দাড়াত ২৪। যারা ২০ হ'তে ২৪ নম্বর পেত, তাদের সুন্দরী মেয়েদের শ্রেণীতে ধরা হ'ত। সব মেয়েদের পিকিনে এনে তাদের আর একটি কমিটির নিকট উপস্থিত করা হ'ত। কমিটি সব মেয়েদের দেখে চল্লিশ পঞ্চাশ জন সুন্দরীকে রাজপ্রাসাদের যোগ্য বলে বাছনি করতেন। কাজেই রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীরাই রাজবাড়ীতে স্থান পেতেন।

সম্রাট যৌবনে অনেক যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু মার্কো বলেছেন যে সম্রাট সিংহাসনে বসার পর একবার মাত্র যুদ্ধ করেছিলেন। কুবলাই যত যুদ্ধ করেছিলেন তার মধ্যে 'ইউন্নান্' প্রদেশে 'তালিফু' অঞ্চলে 'শান্' বা 'তাই' রাজ্য ধ্বংস করাটাই বড় কাণ্ড। এটি ১২৫৩ খ্রীষ্টাব্দের কথা। ধরতে গেলে এক হিসাবে এই জয়লাভের সঙ্গে আজকালকার শ্যাম রাজ্যের সম্পর্ক রয়েছে, কারণ এই যুদ্ধে 'শানে'রা হেরে গিয়ে দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল ; তার পর হ'তেই শ্যাম রাজ্যের উৎপত্তি।

সিংহাসনে ব'সে কুবলাইকে যে একবার যুদ্ধ করতে হয়েছিল সে ব্যাপারটিও বড় সোজা নয়। কুবলাইএর এক আত্মীয় বিদ্রোহী হন, নাম তাঁর 'নয়ান্'। নয়ানের বয়স তখন ত্রিশ, অনেক প্রদেশের মালিক তিনি, তিন লাখ ঘোড়-সওয়ার তাঁর তাঁবে ছিল। তাই তাঁর মাথা গরম হ'য়ে উঠল। তিনি ঠিক করলেন,—কুবলাইএর অধীন আর থাকা হবে না। সম্রাটের আর এক আত্মীয় 'কাইডু' সম্রাটের পরম শত্রু ছিলেন। 'নয়ান্' কাইডুর কাছে দূতের মুখে

ব'লে পাঠালেন,—আসুন, আমরা দু'দিক হ'তে দু'জনে কুবলাইকে আক্রমণ করি।

কুবলাই সব জানতে পারলেন ; তাড়াতাড়ি একলাখ পদাতিক ও লাখ তিন, চার ঘোড়-সওয়ার যোগাড় ক'রে তিনি চললেন নয়ানকে শাস্তি দিতে। পাকা যোদ্ধা তবু তিনি বেশী যোগাড় করতে পারেন নি ; প্রাসাদে ও বাগানে যে সব লোক জন থাকত তারাই ঘোড়া চ'ড়ে গিয়েছিল যুদ্ধ করতে। 'কুমিস্' খেয়ে দিনের পর দিন অবিরাম ঘোড়া ছুটিয়ে তারা কুড়িদিন পরে এক পাহাড়ে এসে হাজির হ'ল। পাহাড়ের নীচে সমতল ভূমিতে 'নয়ান' সৈন্য নিয়ে ছিলেন।

কুবলাই যে এত তাড়াতাড়ি এসেছিলেন তার কারণ ছিল। তাঁর মতলব ছিল নয়ানকে দল পাকান বা যোগাড়যন্ত্রের বেশী সময় না দেওয়া। সে মতলব সিদ্ধ হয়েছিল। 'নয়ানে'র ফৌজ কুবলাইএর সাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করবার উদ্যোগ করল। যুদ্ধের আগে তাতারদের নিয়ম,—বাজনা বাজিয়ে চেঁচিয়ে গান করা ; দুটো তার দেওয়া এক রকম যন্ত্র তাদের ছিল, সেইটা তারা বাজাত। কালমাক্ তাতাররা এই সেতারের নাম দিয়েছে—'বালা লাইকা'।

এই রকম গান বাজনা দুই দলে খানিকক্ষণ চলল ; তার পর যেই সম্রাটের 'নাকাড়া' বাজল, অমনি কাটাকাটি বেধে গেল। মার্কো বলেছেন, এত তীর ছোঁড়া হচ্ছিল যে আকাশ যেন অন্ধকার হ'য়ে গিয়েছিল, বৃষ্টির ধারার মত বাণ সব আকাশ থেকে পড়ছিল।

এত বড় ভয়ানক যুদ্ধ খুব কমই দেখা যায়। পদাতিক সৈন্য বাদ দিয়ে ধরলেও উভয় পক্ষে ঘোড়-সওয়ার সৈন্য সাড়ে সাত লাখের ওপর ছিল। এই যুদ্ধে সব সুদ্ধ কত লাখ লোক যে মারা পড়েছিল বলা যায় না।

যুদ্ধে নয়ানের হার হ'ল, তিনি আর তাঁর বড় বড় সর্দ্দার সব বন্দী হ'লেন। জেঙ্গিস্ খাঁর রক্ত তাঁর দেহে ছিল, তাই তাঁর মাথা না কেটে ফেলে, অন্য উপায়ে তাঁর প্রাণ বধ করা হ'ল। সম্রাট বংশের রক্ত পাছে মাটিতে পড়ে তাই তাঁকে একটা কম্বলে পূ'রে বার বার উলটে পালটে একবার তু'লে একবার ফেলে এমনি ক'রে থেঁতলান হ'ল যে তাতেই তাঁর প্রাণ বেরিয়ে গেল।

এটা তো গেল তাতারদের বিদ্রোহ। মার্কো চীনেদের একটা ছোট খাটো বিদ্রোহের কথাও বলেছেন। কুবলাই পূর্ব্ব পুরুষের রাজ্য হিসাবে চীন দেশটা পান নি; নতুন দেশ জিতে নিয়ে যেমন গায়ের জোরে শাসন করতে হয়, তিনিও চীনদেশ সেই ভাবে শাসন করতেন। সেই জন্য তিনি দেশী চীনেদের বিশ্বাস করতে পারতেন না, বিদেশীদের ওপরই বেশী নির্ভর করতেন; তাতার, মুসলমান বা খ্রীষ্টানদের বড় বড় কাজ দিতেন। তারাই তাঁর প্রাসাদে চাকরী পেত, আর যে সব কাজে বিশ্বাসী লোক দরকার সে সব কাজও তাদের দেওয়া হ'ত। এরা তাই চীনেদের হয়েছিল চক্ষুশূল।

আহমদ্ নামে একজন তুর্কীস্থানের মুসলমান 'সির দরিয়া'র তীর থেকে চীনে এসে কুবলাইএর কাছে বড় চাকরী পেয়েছিলেন। আহমদের ও তাঁর পঁচিশ ছেলের কঠোর ব্যবহারে চীনেরা খুব চ'টে

ছিল। কতকগুলো চীনে মতলব করল যখন 'জানাডু'র গ্রীষ্মাবাসে আহমদ থাকবেন, তখন তাঁকে মেরে ফেলতে হবে। এদের সর্দ্দার হ'লেন দু'জন সেনাপতি,—একজনের নাম 'চেন্ চু', তিনি এক হাজার সৈন্যের নেতা; আর এক জনের নাম 'ভান্ চু', তিনি দশ হাজার সৈন্যের নেতা। ষড়যন্ত্র বেশ পাকিয়ে উঠল। ঠিক হ'য়ে থাকল যে অমুক দিন একটা উঁচু জায়গায় আগুন জ্বেলে দেওয়া মাত্রেই, আশপাশের সহরে ঐ রকম আগুন জ্বালা হবে, আবার সেই সব আগুন দেখে দূরের সব সহরেও আগুন জ্বলবে; অমনি হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হবে, যেখানে যত দাড়ীওয়ালা লোক দেখতে পাওয়া যাবে তাদের সবাইকে খুন করা হবে। দাড়ীওয়ালা লোকের মানেই বিদেশী লোক, চীনের লোকের দাড়ী নেই: দাড়ী ছিল তাতারদের, মুসলমানদের আর খ্রীষ্টানদের। এই ভাবে বিদেশীদের মারবার মতলব ঠিক হ'য়ে গেল।

কিন্তু শেষে মতলব গেল ফেঁসে। কুবলাইএর ছেলে 'চিউকিউ'-এর সঙ্গে দেখা করবেন ব'লে আহমদ গেলেন প্রাসাদে; চেন্ চু প্রস্তুত হ'য়েই ছিলেন—তাঁর মাথা কেটে ফেলবার জন্য! কিন্তু সহরের রক্ষী সৈন্যদলের নেতা 'কোগাতাই' আহমদের সঙ্গে সঙ্গে আসছিলেন, তিনি ব্যাপার বুঝে 'ভান্ চু'কে একটা তীর ছুঁ'ড়ে মেরে ফেললেন আর নিজের সঙ্গে যে ক'জন রক্ষী সৈন্য ছিল তাদের হুকুম দিয়ে 'চেন্ চু'কে গ্রেপ্তার করালেন। চীনেদের দলের নেতা রইল না; তাই আগুন জ্বালিয়ে বিদ্রোহের সঙ্কেত আর দেওয়া হ'ল না। এই রকমে এ ব্যাপারের শেষ হয়।

কুবলাই নিষ্ঠুর ছিলেন না ; কারণ মার্কো বলেছেন, ঝড়বৃষ্টি বা পঙ্গপালের অত্যাচারে দুর্ভিক্ষ হ'লে তিনি প্রজাদের খাবার দিতেন। তাঁর প্রাসাদে গরীব দুঃখী লোক গেলে সকলে কাপড় ও এক এক খণ্ড রুটি পেত। প্রতি দিন প্রায় ত্রিশ হাজার লোক এই জন্য আসত। মোটের ওপর কুবলাইএর সাম্রাজ্যে শান্তি ছিল। বড় বড় সামন্ত আর সেনাপতিদের তিনি উৎসবের দিন ভোজ দিতেন। মার্কো এই সব ভোজের বিবরণ দিয়েছেন।

সম্রাট একটা উঁচু বেদীর ওপর খেতে বসতেন, তিনি থাকতেন দক্ষিণ মুখো হয়ে, তাঁর প্রধান রাণী তাঁর বাঁ দিকে বসতেন। সম্রাটের বংশের রাজপুত্ররা বসতেন তাঁর নীচের আসনে, তাঁদের মাথা সম্রাটের পায়ের চেয়ে উঁচু হ'য়ে থাকতে যাতে না পারে, এমন নীচু জায়গায় তাঁরা বসতেন। সামন্তরা, তাঁদের স্ত্রী আর সেনাপতিরা বসতেন আরও নীচের আসনে ; সার সার আসন এমন সাজান থাকত যে সম্রাট যেখানে ব'সে থাকতেন সেখান থেকে সব দেখতে পেতেন। তাঁরা খেতেন টেবিলে।

সৈন্যদের বসবার আসন ছিল কার্পেটের ওপর। ঘরের মধ্যে ভোজের ব্যাপার; বাইরে হাজার চল্লিশ লোক থাকত দাঁড়িয়ে, তাদের মধ্যে কুবলাইএর প্রজারাও থাকত ; তারা উপহার নিয়ে কুবলাইকে দিতে আসত ; আর থাকত বিদেশী লোক, তারা আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য জিনিষ নিয়ে দেখাতে আসত।

সম্রাটের কাছে একটা সুন্দর কাজ করা চৌকা দেরাজের মধ্যে একটা খাঁটি সোনার বড় পাত্র ছিল ; দেরাজটির গায়ে নানা জন্তুর

মূর্ত্তি, আর চারধারে সোনালী মাখান। পাত্রটির আশে পাশে ছোট ছোট পাত্র; বড় পাত্রের মধ্যে মদ বা দামী সুগন্ধ মশলা দেওয়া শরবৎ; তা থেকে ছোট ছোট পাত্রে মদ বা শরবৎ নেওয়া হ'ত। দেরাজের ওপর সম্রাটের পানপাত্র সাজানো থাকত, আর থাকত কতকগুলো খাঁটি সোনার তৈরী কলসী, তাদের এক একটির মধ্যে সাত আট জনের খাওয়া চলতে পারে সেই পরিমাণে মদ বা শরবৎ থাকত। এই কলসী এক একটা রাখা হ'ত দুই জনের মধ্যে; সেই সঙ্গে দু'টো সোনার বাটিও থাকত। যাঁরা ভোজ খেতে আসতেন, তাঁরা প্রত্যেকে এই বাটিতে শরবৎ বা মদ ঢেলে নিয়ে খেতেন। মহিলা যাঁরা খেতে আসতেন তাঁদেরও এই ব্যবস্থা ছিল। এই সব কলসী ও পান পাত্রের দাম খুবই বেশী। সম্রাটের সোনা রূপার থালা বাসন ও আর আর সোনারূপার জিনিষ এত ছিল যে কেউ সে রকম দেখেনি, বা শোনে নি, আর বললেও বিশ্বাস করতে চাইবে না।

জন কতক সামন্তের কাজ ছিল লোক জন এলে তাঁদের পদ অনুসারে ঠিক জায়গায় বসিয়ে দেওয়া। প্রত্যেক দুয়ারে দৈত্যের মত প্রকাণ্ড আকার দু'জন লোক দণ্ড হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত; তাদের কাজ ছিল, ঢুকতে গিয়ে চৌকাঠ কেউ যেন না মাড়িয়ে যায়,—এ দেখা। দু'এক জন সামন্ত পাশে দাঁড়িয়ে বিদেশী লোকদের সাবধান ক'রে দিতেন, তাঁরা যেন চৌকাঠে পা না দিয়ে ঘরে ঢোকেন, পা দিলে কপালে দুর্ভাগ্য আছে। যিনি চৌকাঠে পা দিতেন তাঁর পিঠে দু' এক ঘা দণ্ড পড়ত, কিম্বা তাঁর পোষাক কেড়ে নেওয়া হ'ত;

অর্থদণ্ড না দিলে তা আর ফেরত পাওয়া যেত না। ভোজ শেষ হ'লে লোকে যখন বেরিয়ে যেত, তখন কোন কড়াক্কড়ি ছিল না: কারণ কুবলাই জানতেন, ভোজে মদ খাওয়ার পর তাদের নিশ্চয়ই নেশা হবে, আর সে জন্য তাদের পাও এলোমেলো পড়বে।

কুবলাই ছিলেন খুব সৌখীন সম্রাট; দুর্গন্ধ তিনি সহ্য করতে পারতেন না। যে সব সামন্ত তাঁর খানসামার কাজ করতেন, তাঁদের নাক মুখ ঢেকে রাখতে হ'ত সোনার জরীর কাজ-করা রেশমী রুমালে। পাছে তাঁদের নাক মুখের কোন দুর্গন্ধ সম্রাটের খাবার অপবিত্র ক'রে দেয়, সেইজন্য এই ব্যবস্থা। সভার মেজে থুতু ফেলবার হুকুম ছিল না। আমীর ওমরা যাঁরা সভায় যেতেন, তাঁরা সঙ্গে একটা ছোট্ট পিক্‌দানী রাখতেন; থুতু ফেলবার দরকার হ'লে পিক্‌-দানীর মধ্যে ফেলে, ঢাকনী দিয়ে পাশে সরিয়ে রাখতেন।

যখন সম্রাট কিছু পান করতেন, ভোজে উপস্থিত যাঁরা থাকতেন সকলেই হাঁটু গেড়ে বসে মাথা নোয়াতেন, আর নানা রকমের বাজনা বেজে উঠত। ভোজের সময় বড় ঘরে ও আশ পাশে প্রায় হাজার পঞ্চাশ লোক থাকত; বাজনা শু'নে তারা বুঝত সম্রাট শরাব পান করছেন। এক একবার সম্রাটের মুখে কিছু শরাব গেলেই এইরূপ বাজনা বাজত। এ না হ'লে কি আর সম্রাটের খাওয়া হয়!

সম্রাটের জন্ম দিন ও বছরের প্রথম দিন ছিল সব চেয়ে বড় উৎসবের দিন। ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখ ছিল সম্রাটের জন্ম দিন। সেদিন বারো হাজার সামন্ত ও সেনাপতি সেজে গুজে আসতেন। কুবলাইএর পোষাকের যে রঙ্‌ ও ঢঙ্‌ তাঁদেরও সেই রকম রঙ্‌ ঢঙ্‌

হত; তবে কুবলাইএর পোষাক যেমন পিটিয়ে পাতলা করা সোনার পাতের তৈরী ছিল, তাঁদের সে রকম বা অত দামী পোষাক ছিল না। তাঁদের এক একটা সোনার কোমরবন্দ থাকত; কোমরবন্দ ও অন্যান্য পোষাক যা তাঁরা পরতেন সব সম্রাটের দেওয়া, পোষাকের কোন কোনটায় এত মণিমুক্তা বসান থাকত যে এক একটার দাম ছিল দশ হাজার মোহর।

এক একটা উৎসবে কুবলাই ও তাঁর আমীর ওমরা সব এক এক রঙের পোষাক পরতেন। এ সব পোষাক সম্রাটই তাঁদের দিতেন। বৎসরে সম্রাট তেরবার এই রকম পোষাক দান করতেন। উৎসবের সময় সম্রাটের রাজ্যের সব তাতার, ও তাঁর সাম্রাজ্যের অধীন সব রাজা ও শাসনকর্ত্তা তাঁকে ভাল ভাল উপহার দিতেন; কিন্তু এক একটা উৎসবে সম্রাটের খরচও হ'ত খুব। পৃথিবীতে তাঁর মত আর কোন সম্রাটেরই এ রকম খরচ করবার ক্ষমতা ছিল না।

বছরের প্রথম দিনের উৎসবেও এই রকম কাণ্ড হ'ত; তফাৎ ছিল এই যে সে দিন রাজা প্রজা, স্ত্রী, পুরুষ সকলকেই শাদা পোষাক পরতে হ'ত; আর সম্রাটকে উপহার যা দিতে হ'ত তার সংখ্যা ছিল নয়ের ন'গুণ। যদি কোন প্রদেশ থেকে ঘোড়া পাঠাত তবে একাশীটা ঘোড়া আসত, যদি কোন প্রদেশ থেকে সোনা আসত, তবে তারা পাঠাত একাশীটা মোহর। এই দিন দামী সাজ-পরা লাখ খানেক ঘোড়া কুবলাই উপহার পেতেন। সে দিন আমীর, ওমরা, দৈবজ্ঞ, ডাক্তার, পণ্ডিত, রাজপ্রাসাদে বা রাজ-সরকারে যারা চাকরী করত, সকলে প্রাসাদের বড় ঘরে জমায়েত

হ'তেন, আর বাইরে থাকত হাজার হাজার প্রজা। সকলে হাজির হ'লেই এক জন বড় পুরোহিত উ'ঠে উঁচু গলায় চার বার বলতেন, "মাথা নোয়াও", আর সকলে কুবলাইএর নাম লেখা একটা ফলকের কাছে মাথা নোয়াত; ফলকটি থাকত একটি সাজানো গোজানো বেদীর ওপর।

উৎসবে দেখবার মত একটা ব্যাপার ছিল,—সম্রাটের হাতীদের সারবন্দী হ'য়ে যাওয়া। পাঁচ হাজার হাতীর গায়ে দামী রঙীন কাপড় মু'ড়ে, এক একটার পিঠে নানারকম পাত্র আর মূল্যবান জিনিষ বোঝাই দু'টো বড় সিন্দুক চাপিয়ে তাদের চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'ত।

ভোজের পরে ভোজবাজী যারা জানে তারা এসে নিজেদের নানা কেরামতি দেখাত।

এতো গেল ভোজ, উৎসবের ব্যাপার। কুবলাইএর শিকারের ঘটাও ছিল খুব। তাঁর পোষা শিকরে, পোষা সিংহ ও চিতা থাকত। তাঁর দু'জন সামন্ত ছিল, তাঁদের পদবী ছিল 'চিনুচি'—অর্থাৎ 'শিকারী কুকুরের রক্ষক'। এঁরা দুই ভাই, এঁদের অধীনে দশ হাজার ক'রে লোক থাকত, এদের এক দলের পোষাক ছিল সব লাল, আর এক দলের নীল। এই দুই ভাইকে প্রত্যেক দিন এক হাজার জীব শিকার ক'রে এনে দিতে হ'ত; কুবলাইএর প্রাসাদের লোক জনের খাওয়া চলত এই সব জীবের মাংসে। যখন সম্রাট শিকার করতে বে'র হতেন, এই দুই জন সামন্ত সঙ্গে চলতেন। একজন দশ হাজার লোক ও পাঁচ হাজার ডালকুত্তা নিয়ে যেতেন ডান দিক দিয়ে, আর একজন তাঁর দলবল কুকুর

নিয়ে যেতেন বাঁ দিক দিয়ে। কুকুরগুলো সম্ভবতঃ তিব্বতী ডাল-কুত্তা। এরা খুব জোরাল; দরকার হ'লে দু'টো কুকুরে একটা চিতাবাঘ বা বুনো শূয়োর শিকার করতে পারত।

সম্রাট মার্চ্চ মাসের প্রথম দিনে শিকারে বে'র হ'তেন, তিন মাস তিনি ফিরতেন না। তাঁর সঙ্গে দশ হাজার শিকারী, পাঁচ শো শিকরে থাকত। শিকারীদের তাঁবে শিকরে বাজগুলো থাকত। এ ছাড়া জলচর পাখী শিকারের জন্য আলাদা শিকরে থাকত। শিকরে সব এক জায়গায় থাকত না। এখানে এক শো, আর এক জায়গায় দু' শো এই ভাবে পাখীগুলো ভিন্ন ভিন্ন লোকের তাঁবে রাখা হ'ত। লোকগুলোর পদবী ছিল 'টস্কাওল', তাদের প্রত্যেকের হাতে একটা ক'রে ছোট বাঁশী ও কাপড়ের বা চামড়ার ঢাকনী থাকত। বাঁশী বাজালেই শিকরে ফি'রে আসত, তখন তার মাথা ও চোখে ঢাকনী দিয়ে বেঁধে রাখা হ'ত।

'কুবলাই'এর তাঁবুও ছিল একটা বৃহৎ জিনিষ। সুন্দর সুন্দর তাঁবু ছিল তাঁর দশ হাজার; এতে দরকার হ'লে তাঁর ছেলেরা, সামন্ত, এবং তাদের স্ত্রী সকলে থাকতে পারত। যে তাঁবুতে দরবার হ'ত সেটার মধ্যে হাজার লোক ধরতে পারত। সেটা ও শোবার তাঁবুগুলো সিংহের চামড়ায় ঢাকা। তার ভেতরের দিকটা দামী লোম দিয়ে মোড়া।

মানুষের যে এত ঐশ্বর্য্য থাকতে পারে, লোকের তা ধারণাতেই আসে না। সেই জন্য পোলো যখন ভিনিসে এই মহাব্যাপার গল্প ক'রে বলতেন, সবাই মাথা নেড়ে অবিশ্বাসের হাসি হাসত। চোখে না দেখলে কি এ সব কেউ বিশ্বাস করতে চায়?

১১

চীনের কথা

কুবলাইএর অধীনে কাজ নিয়ে মার্কো অনেক জায়গায় ঘু'রে বেড়িয়েছিলেন। 'জানাডু' ও 'পিকিন্' ছাড়া তিনি আরও অনেক বড় বড় সহর দেখেছিলেন। তার মধ্যে 'মান্জি' প্রদেশের 'কিন্‌সে' সহরই প্রধান। মার্কো যে সহরের নাম 'কিন্‌সে' বলেছেন তার চীনে নাম 'কিংজু' অর্থাৎ 'রাজধানী'। আজকাল তার নাম 'হাংচৌ'।

প্রদেশটা আগে কুবলাইএর অধীন ছিল না। এটা তিনি জিতে নেন। প্রথমে তাঁর ফৌজ তিন বছর ধ'রে 'সাইয়ান্ ফু' অবরোধ 'করে'। নগরটি 'হান্' নদীর ওপর—নাম এখন তা'র 'সিয়াং ইয়াং'। জায়গাটা নেবার সময় পোলোদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল। পোলোদের সঙ্গে যারা চীনে গিয়েছিল তাদের মধ্যে একজন জার্মান্ আর একজন নেষ্টর সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টান ছিল। এরা দু'জনই কলকব্জার কাজে পটু ছিল, তাই এরা এমন তিনটি পাষাণ ছুঁড়বার কল তৈরী ক'রে দিল, যা থেকে চার মণ ওজনের পাথর কেল্লার মধ্যে ছুঁড়তে পারা যেত। 'সাইয়ান্ ফু'র লোকেরা তাতে ভয় পেয়ে অধীনতা স্বীকার করল। জায়গাটা নিতে অনেক দিন দেরী হয়েছিল ব'লে কুবলাই খুব চ'টে ছিলেন, এখন সেটা পেয়ে যে খুব খুসি হয়েছিলেন তা' বলাই বাহুল্য।

এর পর কুবলাই 'মান্জি' রাজ্য জয় করেন। মার্কো বলেছেন —ইয়াংসু নদী পার হ'য়ে মান্জি রাজ্যে যেতে হয়। এ রাজ্যে ঐশ্বর্য্য ধরত না, কিন্তু অধিবাসীরা অতিরিক্ত আয়েসী হ'য়ে পড়েছিল ব'লে একেবারে অকেজো হয়েছিল। তাই মার্কো বলেছেন— 'মান্জি'র লোক যদি যুদ্ধ করতে জানত, তা হলে পৃথিবী জয় করতে পারত। শুধু ধন দৌলত থাকলে কি হবে? সে ধন রত্ন রাখবার শক্তি চাই। কিন্তু তাদের শক্তি মোটেই ছিল না। মান্জির রাজা 'টুট্সং' অতি অপদার্থ, অসংযমী, কাপুরুষ ছিলেন। কুবলাইএর ফৌজ যখন দেশ আক্রমণ করে, তিনি তখন বেঁচে ছিলেন না। তাঁর দু'টি ছোট ছেলে হাজার খানিক জাহাজ নিয়ে পালিয়ে গেল। তাদের সঙ্গে নিয়ে যারা গিয়েছিল তারা ভেবেছিল সমুদ্রের মধ্যে কোন দ্বীপে গিয়ে আশ্রয় নেবে। লোকে ভাবে এক; হয় আর। একটি ছেলে,—তার বয়স বছর চারেক—'কাণ্টন্' থেকে কিছু দূরে জনমানবহীন একটি দ্বীপে গিয়ে মারা যায়; আর একটিকে কোলে নিয়ে এক মন্ত্রী জলে ঝাঁপ দেন, ফলে দু'জনেরই মৃত্যু হয়। পুরুষের যা সাধ্য হ'ল না, স্ত্রীলোকে তাই করবার চেষ্টা করেছিলেন। 'টুট্সং'এর বিধবা রাণী কিন্সে সহর রক্ষা করবেন ব'লে উদ্যোগ করলেন। কিন্তু কুবলাই ভাগ্যবান লোক; রাণীর চেষ্টায় কোন ফল হ'ল না। কারণ তাঁর মন্ত্রীরা ব'লে বসলেন—,"প্রাচীন কাল থেকে এ প্রবাদ চলে আসছে উত্তর দেশ হ'তে যে রাজা এদেশ অক্রমণ করবে—তার হাতে সুঙ্গ্ রাজবংশ লোপ পাবে। প্রাচীনদের এ প্রবাদ উপেক্ষা ক'রে আমরা যুদ্ধ করবো না"।

তাই রাণী হার স্বীকার ক'রে তাতারদের হাতে তাঁর সাধের কিন্‌সে সঁপে দিলেন। কুবলাই রাণীর সহিত খুব ভাল ব্যবহার করেছিলেন, ও যে সম্মান তাঁর পাওয়া উচিত সে সম্মান তাঁকে দেখিয়েছিলেন।

মার্কো 'সুচৌ' সম্বন্ধে বলেছেন অনেক কথা। এটা বেশ বড় সহর, এখানে অনেক পণ্ডিত, খুব বড় রেশমের কারবার, আর ছ'হাজার সেতু বা পুল আছে। শেষের কথাটা থেকে সহরটা যে কত বড় ও জমকালো ছিল তা' বুঝতে পারা যায়। ইয়োরোপের অনেকে সহরটিকে ফ্রান্সের রাজধানী 'প্যারি' সহরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু মার্কো হাংচৌ সহরের যতটা প্রশংসা করেছেন তত প্রশংসা সুচৌ সহরটাকে করেন নি। হাংচৌ দেখে তিনি মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিলেন তাই তিনি শতমুখে তার প্রশংসা করেছেন।

তিনি বলেছেন,—এই সহরটির বেড় এক শো মাইল। আর একজন খ্রীষ্টান পুরোহিত সে কালে এসিয়ার এই অঞ্চলের বিবরণ দিয়েছিলেন, তিনিও 'হাংচৌ'এর বিস্তার সম্বন্ধে এই কথা বলেছেন। আফ্রিকা ভ্রমণকারী ইবন্ বতুতা ভারতবর্ষ প্রভৃতি অনেক দেশ ঘুরেছিলেন; তিনি বলেছেন এই সহরের এক দিক হ'তে আর এক দিক যেতে তিন দিন লাগত। মার্কো তাই বলেছেন,—"এত বড় ও এত সুন্দর সহর পৃথিবীর আর কোথাও নাই। এখানে পাথরের তৈরী বারো হাজার পুল আছে; তাদের অধিকাংশই এত উঁচু যে তল দিয়ে বড় বড় জাহাজের বহর অনায়াসে চ'লে যেতে পারে।" পাছে কোন গোলযোগ হয় সেইজন্য বারো হাজার সেতুর প্রত্যেকটিতেই দশজন ক'রে প্রহরী থাকত। সহরের মধ্যে ত্রিশ মাইল বেড় এমন

একটা প্রকাণ্ড হ্রদ আছে, তার চার ধারে বড় বড় প্রাসাদ ও বাড়ী, মঠ ও মন্দির রয়েছে। হ্রদের মধ্যে দু'টো দ্বীপ, দ্বীপের ওপর এক একটি অতি সুন্দর বড় বাড়ী; বাড়ী দু'টি এত ভাল ক'রে সাজানো, যে দেখলেই মনে হবে যেন সম্রাটের প্রাসাদ।" 'মান্‌জি'র যিনি সম্রাট ছিলেন, তাঁর প্রাসাদের মত বড় বাড়ী পৃথিবীর কোথাও ছিল না। তার বেড় ছিল দশ মাইল, আর চারধারে ছিল মনোহর বাগান। সহরে তিন হাজার স্নানের জায়গা ছিল। এক একটি স্নানাগারে এক শো লোকে স্নান করতে পারত। অমন সুন্দর, অত বড় স্নানাগার আর কোথাও দেখা যেত না।

সহরের মধ্যে কত খাল, বাগান—যেন ভিনিস্ সহর পূব দিকে উ'ঠে এসেছে। বড় হ্রদের ওপর কত নৌকা, বজরা; লোকে তার ওপর চ'ড়ে ফূর্ত্তি করে। তীরের রাস্তাগুলো বেশ চওড়া ও বাঁধানো; রাস্তার দুধারে লোকের বাড়ী। বাড়ীর দরজার ওপর কর্ত্তার নাম লেখা। নতুন লোক যারা এসে হোটেলে ওঠে, তাদের নাম হোটেলওয়ালার লিখে রাখতে হ'ত। সহরে রাশি রাশি খাবার জিনিষ, প্রচুর মাছ, মাংস। দশটা বড় বাজারে হাজার হাজার লোক কেনা বেচা করছে। সহরের লোক গু'ণে শেষ করা যায় না। দিনে মরিচ যে কত খাওয়া হ'ত তা ভাবলে সহরের লোক ও তাদের খাওয়ার পরিমাণ সম্বন্ধে একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। সহরে ৪৩ বস্তা মরিচ প্রতিদিন লোকের পেটে যেত, এক একটা বস্তায় প্রায় তিন মণ ক'রে মরিচ থাকত। মার্কো এক জন কর্ম্মচারীর কাছে এই খবর পেয়েছিলেন।



হাংচৌএ 'পশ্চিম হ্রদে' একটা দ্বীপ

বাড়ীগুলো বেশীর ভাগ ছিল কাঠের তৈরী, তাই প্রায়ই অগ্নি-কাণ্ড হ'ত। আগুনের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ব্যবস্থাও ভাল ছিল। কোথায় আগুন লাগে দেখবার জন্য অনবরত একদল পাহারাওয়ালা ঘুরত, আর কাছাকাছি একটা পাহাড়ের ওপর একটা উঁচু বড় স্তম্ভ তৈরী ক'রে তার মাথায় একটা কাঠের তক্তা রাখা হয়েছিল; কোন খানে আগুন লাগলেই মুগুর দিয়ে তক্তায় ঘা মেরে চার দিকে জানিয়ে দেওয়া হ'ত; শব্দটা না কি অনেক দূর পর্য্যন্ত শোনা যেত।

নানা দেশ থেকে লোকে জাহাজে চ'ড়ে এখানে বাণিজ্য করতে আসত। কত রকম ভাল ভাল কাপড়, সোনা রূপার জিনিষ, মণি মুক্তা, কত অদ্ভুত জিনিষ যে তারা আনত তা বর্ণনা করা যায় না। ভারতবর্ষ থেকেও অনেক জিনিষ আমদানী হত।

মার্কো যে হ্রদটির কথা বলেছেন তার চীনে নাম 'সি-হু'; সাহেবরা তার নাম দিয়েছেন 'পশ্চিম হ্রদ'। সেটি এখনও দেখা যায়। মার্কো বলেছেন সেটির ত্রিশ মাইল বেড়। মার্কো 'মাইল' কথাটা 'লি' অর্থে নিয়েছেন। চীনে দূর জায়গা বোঝাবার জন্য বলে এত 'লি' দূরে, অত 'লি' দূরে। আমরা বলি 'ক্রোশ', ইয়োরোপের লোকে বলে মাইল আর চীনে বলে 'লি'। তিন 'লি' হলে এক মাইল হয়, অর্থাৎ আমাদের এক ক্রোশে ছয় লি। হ্রদটার চার ধারে পাহাড়; বেশী জল এখন নেই, জলের ওপর রাশি রাশি হলদে পদ্ম ফুল ভাসছে। এখানে চীন সম্রাটদের গ্রীষ্মকালে বাস করবার যে প্রাসাদ ছিল তা এখনও আছে, তবে তার মালিক এখন

এক জন পয়সাওয়ালা সদাগর ; তিনি বাড়ীর পুরানো ঠাট বজায় রাখবার জন্য অনেক পয়সা খরচ করেছেন।

সু-চ্-উয়ান্ প্রদেশের কথা মার্কো বলেছেন,—"এই প্রদেশটি চীন রাজ্যের মধ্যে সকলের চেয়ে সমৃদ্ধ ; এ অঞ্চলের রাজধানীতে প্রায় দশলাখ লোক বাস করে ; আর তার চার দিকের দেওয়ালের বেড় প্রায় ২০ মাইল। সহরটির মাঝখান দিয়ে প্রায় আধ মাইল চওড়া এক নদী চলে গিয়েছে সমুদ্রের পানে। এই নদীর নাম কিয়াংসুয়ে ; তাতে অসংখ্য নৌকো, পানসী, বজরা থাকত। এ নদীকে এখন "মীন্" নদী বলে,—উহা ইয়াংস্থ নদীর এক উপনদী। এই উপ-নদী দিয়ে বাণিজ্যের এত বেশী জিনিষ পত্তর চলাচল করে যে তা না দেখলে কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না। নদীর ওপর দিয়ে একটি পাথরের সেতু এখনো দেখা যায়। উহা সাত কদম চওড়া, আধ-মাইল লম্বা ছিল। সেতুর দুধারে মার্বেবল পাথরের সারি সারি থামের ওপর সেতুর ছাদ ছিল। সেতুর ওপর আফিস, দোকান পাট বসত,—এই সব আফিসে বাণিজ্যের শুল্ক আদায় হ'ত ; এই শুল্কও দৈনিক প্রায় ৮ হাজার টাকার কম নয়।"

প্রায় সতের বছর ধ'রে মার্কো চীন ও আশ পাশের দেশে ঘুরেছিলেন; চীন সাম্রাজ্য সম্বন্ধে তিনি অনেক কথাই বলেছেন ; চীনের সহর, চীনের নদী, চীনের লোকের আচার ব্যবহার, চীনের জিনিষপত্র এসব বিষয়ে তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে অনেক কথা লেখা আছে। ইয়াংস্থ নদীর বর্ণনা করবার সময় তিনি বলেছেন,—"এটিকে নদী না ব'লে সাগর বললেই ভাল হয়।" তিনি 'সিন্জু'তে পনের হাজার জাহাজ

এক সঙ্গে দেখেছিলেন। 'সিন্‌জু'র এখনকার নাম 'ইচিং সিয়েন্'। মার্কো বলেছেন,—"ইয়োরোপে খ্রীষ্টানদের দেশে সমস্ত নদী ও সমুদ্রের ওপর যত জাহাজ-ভরা ধনরত্ন, মালপত্র ভাসে, তার চেয়ে বেশী জিনিষ, বেশী টাকার মাল ভাসে এই এক ইয়াংস্থ নদীর ওপর"।

কুবলাইএর কাগজের টাকা অর্থাৎ 'নোটে'র কথা মার্কো বলেছেন। তুঁত গাছের ভেতরকার কাঠ আর বাহিরের ছাল, এ ছু'য়ের মাঝখান থেকে এক রকম কালো কাগজের মত পাতলা ছাল পাওয়া যেত; সেই কাগজ নানা আকারে কেটে নানা রকম 'নোট' তৈরী হ'ত। তার পর কুবলাইএর বড় বড় কর্ম্মচারীরা সেগুলোর ওপর নাম সই ও শীল মোহর ক'রে দিতেন; তার পর সম্রাটের কোষাধ্যক্ষ সম্রাটের শীল মোহরে সিঁদূর মাখিয়ে তার ওপর ছাপ দিতেন। যে দিন 'নোট' বে'র হ'ত সে দিন খুব ঘটা ও জাঁকজমক হ'ত। এ নোট নিতে অস্বীকার করলে শাস্তি ছিল মৃত্যু। তবে নোট পুরানো হ'য়ে ছিঁড়ে গেলে কিছু পয়সা দিয়ে বদলে নতুন নোট নেওয়া যেতে পারত।

এই নোট সেকালে লোকে যে খুব পছন্দ করত না তা ঠিক। এই নোট বেশী বে'র করার জন্য চীনের মঙ্গোল রাজবংশ লোপ পায়। পারস্থেও মার্কোর সময় নোটের চলন হয়; ছত্রিশ বছর পরে ভারতের তগলক্ সুলতান মহম্মদ ভারতে এই রকম নোট চালাবার চেষ্টা করেন। এই তুই দেশেও এর ফল সাঙ্ঘাতিক হয়েছিল।

মার্কো পিকিনের মন্ত্রী সভার কথা বলেছেন। সভাতে বারো জন সামন্ত ব'সে কাজ করতেন; এঁরা সাম্রাজ্যের চৌত্রিশটি প্রদেশে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করতেন। মার্কো প্রদেশগুলির নাম দেন নি; এখন মোটে আঠারটি প্রদেশের নাম পাওয়া যায়।

তার পর কুবলাইএর সাম্রাজ্যে 'ডাক' সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন তা জানবার মতো কথা। বড় বড় রাস্তায় পঁচিশ মাইল অন্তর 'ইয়াম্ব্' থাকত। আমাদের দেশে যেমন ডাক-বাংলা, চীনে তেমনি 'ইয়াম্ব্'। সেখানে শোবার জায়গা ও বিছানা তো ছিলই, তা ছাড়া দু'শো ঘোড়া থাকত; কোন কোনটায় চার শো ঘোড়াও থাকত। সর্ব্বশুদ্ধ দশ হাজার 'ইয়াম্ব্' ও তিন লাখ ঘোড়া 'ডাক' নিয়ে যাবার জন্য ছিল। এ ছাড়া তিন মাইল অন্তর এক একটা ছোট কেল্লা ছিল, এক একটার চার দিকে গোটা চল্লিশ ঘর থাকত; সেখানে যারা থাকত তারা পায়ে হেঁটে ডাক নিয়ে যেত। এক এক জনের কোমর-বন্ধে ছোট ছোট ঘুঙুর থাকত; এক এক ডাক নিয়ে তিন মাইল গেলে পরে আর এক জন তাই নিয়ে আবার তিন মাইল যেত। এই রকমে দশ দিনের পথ এক দিনে শেষ হ'ত। পিকিন্ থেকে ফল নিয়ে পর দিন সন্ধ্যাবেলা হরকরা 'জানাডু'তে পৌঁছাত। কুবলাই 'জানাডু'তে ব'সে ফলের সময় পিকিনের ফল খেতেন। জরুরী খবর পাঠাবার সুবিধা খুবই ছিল; ঘোড়ায় চ'ড়ে হরকরা ঘুঙুর বাজিয়ে দিনে দু' শো আড়াই শো মাইল চ'লে যেত। নদী বা হ্রদ পার হবার সময় কোন অসুবিধা হ'ত না, কারণ তিন চার খানা নৌকা সকল সময় প্রস্তুত থাকত। এক একটা 'ইয়াম্বে'

ঘোড়া তৈরী থাকত, দূরে ঘুঙুরের শব্দ শোনা গেলেই আর এক জন সওয়ার ঘোড়া নিয়ে ডাক বইবার জন্য তৈরী হ'য়ে থাকত। যারা ডাক নিয়ে যেত তাদের বড় পরিশ্রমের চাকরী, তাই তা'রা বকশীস্ পেতও খুব।

পাছে দেশে দুর্ভিক্ষ হয় সেজন্য কুবলাইএর ব্যবস্থা ছিল ভারি সুন্দর। যখন ফসল বেশী জন্মাত, জিনিষপত্র সস্তায় বিক্রী হ'ত। তখন রাশি রাশি শস্য কি'নে বড় বড় ভাণ্ডারে বোঝাই ক'রে রাখা হ'ত। সব প্রদেশেই এই রকম ভাণ্ডার ছিল। বৃষ্টির অভাবে বা পঙ্গপালের অত্যাচারে যখন দেশে দুর্ভিক্ষ হ'ত তখন এই ভাণ্ডারের শস্য খেয়ে লোক বাঁচত। এ ছাড়া রাজপ্রাসাদ থেকে ভিক্ষা দানের যে ব্যবস্থা ছিল তার কথা তো আগেই বলা হয়েছে।

এ সব হ'ল কুবলাইএর ব্যবস্থার কথা। দেশের রীতি নীতি জিনিষপত্রের কথা অনেকই বলা হয়েছে। একটি নতুন জিনিষের কথা ব'লে এ অধ্যায় শেষ করা হবে। এগুলো আমাদের কাছে নতুন নয়, ইয়োরোপের লোকে তখন তা জানত না।

মার্কো এক জায়গায় বলেছেন,—"চীনে এক পাহাড় থেকে লোকে শক্ত কালো পাথর কেটে নিয়ে আসে, সেগুলো জ্বলে। কাঠের আগুনের চেয়ে এর আগুন বেশীক্ষণ থাকে, আর এর তেজও বেশী। রাতে জ্বালিয়ে দিলে সকাল পর্য্যন্ত আগুন থাকে। এগুলো দাউ দাউ ক'রে জ্বলে না, প্রথমে আগুন ধরবার সময় একটু জ্বলে।" মার্কো পাথুরে কয়লার কথা বলছেন তা বেশ বুঝতে পারা যায় কিন্তু ইয়োরোপের লোকে তখন তা বুঝতে পারে নি।

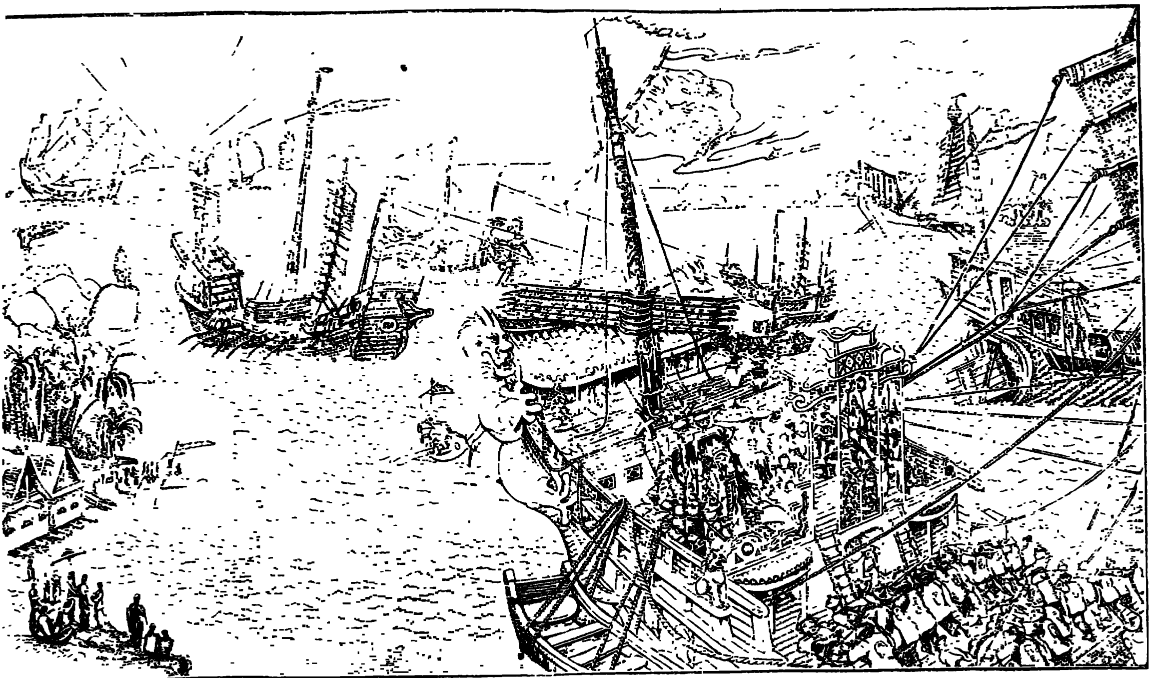
১২

অন্য সব দেশের কথা

মার্কো চীন ছাড়া এদিকের আরও অনেক জায়গায় এসেছিলেন। বোধ হয় তিনি বর্ম্মায় ঢুকে মান্দালয় পর্য্যন্ত গিয়েছিলেন, তবে লেয়স্ আর টঙ্কিন্ তিনি চোখে দেখেন নি, লোকের মুখে তাদের বিবরণ শুনেছিলেন।

কুবলাইএর কাজের ভার নিয়ে বার কতক সমুদ্র যাত্রা করেছিলেন, কারণ 'জেটন্' ও 'সিঙ্কলনে' যে জাহাজ তৈরী হ'ত তার কথা তিনি বলেছেন। 'জেটন্' সম্ভবতঃ 'আময়' কিম্বা আরও উত্তরের বন্দর 'সোয়ান্‌চৌ'; সিঙ্কলন্ আজকালকার ক্যাণ্টন্ বন্দর। এসব জাহাজ ইয়োরোপের তখনকার তৈরী অনেক জাহাজের চেয়ে বড়। চীনেদের বড় বড় জাহাজের নাম জোনক্, এখন ইংরাজীতে কথাটার উচ্চারণ হয়েছে জঙ্ক্। এ সব জাহাজের একটা পাটাতন, চারটে মাস্তুল, আর দুটো মাস্তুল রাখবার ব্যবস্থা ছিল। জাহাজে প্রায় ষাটটা কামরা থাকত, আর জাহাজের নীচে তিনপুরু কাঠ থাকত।

জেটন্ থেকে দেড় হাজার মাইল জাহাজে চ'ড়ে মার্কো চম্পায় গিয়েছিলেন; কাম্বোজ পর্য্যন্ত ইন্দোচীনের নাম চম্পা। কাম্বোজে 'আঙ্করে'র ধ্বংস-স্তূপের কথা তিনি বলেন নি। চম্পার রাজার



পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে পোলোদের জাহাজ

From Sir Henry Yule's "Book of Marco Polo" (John Murray).

হাতী ছিল অনেক, আর ছেলেপিলে ছিল তিন শো'র ওপর। চম্পার রাজা কুবলাইএর অধীন, তাই তিনি সম্রাটকে বছর বছর কুড়িটি হাতী উপহার দিতেন।

'শ্যাম' দেশের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে তাদের রাজ্যে ঢোকা শক্ত, তা না হ'লে কুবলাই নিশ্চয় তা জয় করতেন।

সুমাত্রার নাম তিনি দিয়েছেন ছোট জাভা। এ ভুলটা প্রাচীন ভ্রমণকারীরা সকলেই করেছিলেন। জাভা দ্বীপ সম্বন্ধে মার্কো বলেছেন,—এটা পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড় দ্বীপ। একথাটাও ঠিক নয়। তিনি আরও বলেছেন,—অনেক দূর আর খরচ বেশী হবে ব'লে কুবলাই এটা জয় করবার চেষ্টা করেন নি। তিনি বলেছেন,—সুমাত্রায় আটটা রাজ্য ও আটটি রাজা ছিল। দেশের লোক অসভ্য ও মানুষের মাংস খে'ত।

ইয়োরোপে "ইউনিকর্ণ' ব'লে এক জানোয়ার সম্বন্ধে প্রবাদ আছে। এর ঘোড়ার মত চেহারা, মাথায় একটা সূঁচাল শিঙ্। মার্কো সুমাত্রায় গণ্ডার দেখে ভেবেছিলেন এই বুঝি ইউনিকর্ণ্।

পোলোরা সুমাত্রায় এসেছিলেন দু'হাজার লোক নিয়ে। ডাঙ্গায় নেমে গভীর গড়খাই ক'রে কাঠের বেড়ার পিছনে তাঁরা আশ্রয় তৈরী করেছিলেন, নচেৎ বনের পশু ও রাক্ষস অধিবাসীদের হাতে পরিত্রাণ ছিল না।

তারপর আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের কথা তিনি বলেছেন। অধিবাসীদের রাজা বা সর্দ্দার কেউ নেই। তারা বনের পশুর মত থাকে, বড় কুকুরের মত তাদের মুখ। কাপড় কেউ পরে না, তারা খুব

নিষ্ঠুর, যাদের হাতে পায় তাদেরই তারা খায়, তা মানুষ হোক্ আর পশুই হোক্। আজকালকার অধিবাসীদের মানুষের মাংস খাওয়ার অভ্যাসটা গিয়েছে।

'সিলোন্' বা লঙ্কা-দ্বীপের বিবরণ দেবার সময় তিনি শাক্যমুনি অর্থাৎ বুদ্ধের কথা বলেছেন, 'আদমের শৈল'র কথাও বলেছেন। মুসলমানেরা বলে,—এখানে আদি মানুষ আদমের কবর, বৌদ্ধেরা বলে বুদ্ধের সমাধি এখানে। চুড়ায় একটা গর্ত্ত আছে; মুসলমানেরা বলে এটা আদমের পায়ের দাগ, ব্রাহ্মণেরা বলে শিবের, আর বৌদ্ধেরা বলে গৌতম বুদ্ধের পায়ের দাগ। পর্ত্তুগীজরা বলত এটা সম্ভবতঃ একজন খ্রীষ্টান সাধু পুরুষের পায়ের চিহ্ন।

সিংহল দ্বীপের লোক মোটেই বীর নয়। তবে দেশটা স্বাধীন ছিল। মার্কো আরও বলেছেন চীন সম্রাট দূত পাঠিয়ে রাজার কাছ হ'তে বুদ্ধের দুটি দাঁত, কি চুল, আর ভিক্ষাপাত্র নিয়ে গিয়েছিলেন।

ভারতবর্ষের সম্বন্ধে মার্কো ঠিক কথা বেশী বলেন নি। সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের ভেতরে তিনি ঢোকেন নি, যখন এসেছিলেন, বন্দরে নেমে কাজ সেরে তার পর চ'লে গিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন,—সিলোন থেকে ত্রিশ ক্রোশ পশ্চিমে 'মাবার' প্রদেশ। প্রদেশটাকে এখন করমণ্ডল উপকূল বলা হয়। মার্কো বলেছেন,—দেশটিতে পাঁচটি রাজা, জায়গা খুব ভাল, কিন্তু লোকে উলঙ্গ অবস্থায় থাকে। রাজা ও তাঁর পাঁচ শো রাণীর পরনে কাপড় একটু আধটু আছে। ভারতবর্ষে এক জন খ্রীষ্টান সাধু-পুরুষ এক কালে এসে মারা পড়েছিলেন,

একটা ছোট নগরে তাঁর কবর আছে—একথাও তিনি বলেছেন। জায়গাটি মান্দ্রাজের কাছে, নাম মৈলাপুর।

'মাবার' থেকে হাজার মাইল উত্তরে 'মুৎফিলি'। এটার প্রকৃত নাম তেলিঙ্গানা—কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর মাঝে এ জায়গা, আর মাবার থেকে এটা বাস্তবিকই অত দূর নয়।

কঙ্কন ও গুজরাটের উপকূলে যে জল-দস্যুর উৎপাত আছে তা তিনি বলেছেন। গুজরাটের জল-দস্যুরা জাহাজ ঘেরাও ক'রে লুঠ করে; তবে তারা মলাক্কা প্রণালীর মালয় জল-দস্যুর মত নিষ্ঠুর নয়,—যাদের লুঠ করে তাদের প্রাণে মারে না। এরা জাহাজ লুঠ ক'রে জাহাজের লোকদের ছেড়ে দিয়ে বলে,—"যাও, আবার ব্যবসা ক'রে আরও জিনিষপত্র, টাকাকড়ি নিয়ে এসো, আবার যেন সে সব আমাদের হাতেই পড়ে।"

তার পর যে সব দেশের কথা মার্কো বলেছেন, তার একটাও তিনি চোখে দেখেন নি। যা তিনি বলেছেন সব শোনা কথা। তিনি মাদাগাস্কার দ্বীপের কথা, জাঞ্জিবরের কথা, সেখানকার হাতী ও প্রকাণ্ড 'রক্' পাখীর কথা বলেছেন। আবিসিনিয়ার কথাও বলেছেন। মার্কো বলেছেন তিনটে ভারতের কথা। আবিসিনিয়া হ'ল 'মধ্য ভারত', একটা 'বড় ভারত' মাবার থেকে কেস্‌মাকোরান্ পর্য্যন্ত অর্থাৎ মেক্‌রাম্ বা বেলুচিস্থানের কোল পর্য্যন্ত; আর একটা 'ছোট ভারত'—এটা চম্পা বা কোচীন চীন হ'তে 'মুৎফিলি' পর্য্যন্ত বিস্তৃত। 'বড় ভারতে তেরটা বড় রাজ্য, আর ছোট ভারতে আটটা বড় রাজ্য আছে। ভারত সমুদ্রে আছে ১২,৭০০ দ্বীপ।' মার্কো

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যা বলেছেন তা অধিকাংশই বাজে ; তবে তিনটে ভারতের কথা প্রাচীন ভ্রমণকারীদের সকলেই বলেছেন, সুতরাং সে হিসাবে মার্কোকে বেশী দোষ দেওয়া যায় না।

মার্কো সম্বন্ধে শেষ কথা এই,—তিনি যা চোখে দেখে বা ভাল লোকের মুখে শু'নে লিখেছেন, তা তখনকার ইয়োরোপের লোকের কাছে আজগুবি বোধ হ'লেও বেশীর ভাগই ঠিক কথা। প্রায় সমস্ত এসিয়া তিনি ঘুরেছেন, কত দেশ দেখেছেন, কত জাতির কথা ব'লে গিয়েছেন। 'রাষ্টিসিয়ানো'কে তিনি যখন নিজের কাহিনী বলেন, তখন তিনি নিজের লেখা কোন খাতা দেখে বলেন নি, নিজের স্মরণ-শক্তির ওপরই নির্ভর করেছিলেন। এত বছরের বিবরণ, এত দেশের খাঁটি গল্প নিজের মন থেকে নির্ভুল বলা যে কত শক্ত তা বোঝান যায় না।

আমরা আজকার পড়া কাল ভুলে যাই, এক দিন যা দেখি কিছুদিন পরে তা গুছিয়ে সব বলতে পারি না। কিন্তু মার্কো যা ব'লে গিয়েছেন তার মধ্যে ভুল জিনিষ কত কম, আর ঠিক কথা কত বেশী! সেই জন্য ইয়োরোপে মার্কোর খাতির এখন বাড়ছে। মার্কো বাস্তবিকই যে কত বড় কাজ ক'রে গিয়েছেন, আজকাল লোকের ধারণাতেই তা আসতে পারে না। প্রাচীন কালের রাষ্ট্র ও সমাজের এমন জীবন্ত ছবি খুব কম পর্য্যটক দিয়ে গেছেন। তাঁর মতো পর্য্যটক জগতে বিরল।